

কৃষ্ণাভক্তিৰসামৃতম্।

শ্রীতারাকুমারকবিরত্ন-বিরচিতম্।

দ্বিতীয় সংস্করণম্।

কৃষ্ণভক্তিৰসামৃত

শ্রীতারাকুমারকবিরত্ন-বিরচিত
বঙ্গানুবাদ সহিত।

“কি ভয় রে জীব ! তোর কৃতান্তে কি ভয় ?
কৃষ্ণভক্তি-মুখা পিয়া হও মৃত্যুঞ্জয়”।—(৬২ পৃষ্ঠা)।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

CALCUTTA :

PRINTED AND PUBLISHED BY

B. K. CHAKRAVARTI & BROTHERS,

JAYANTI PRESS, 25, PATALDANGA STREET.

১৩০৬ সাল।

মূল্য ১/ এক টাকা।

ডাক নামূল ১০ আনা।

বিজ্ঞাপন ।

“প্রয়োজনমমুদ্दिष्टं न मन्मोहपि प्रवर्तते”—নিতান্ত মূৰ্খও বিনা প্রয়োজনে কোনও বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না । অতএব আমার এ গ্রন্থ-রচনার প্রয়োজন কি ?

ইহার উত্তর এইমাত্র দিতে পারি,—

“ত্বয়া হৃদীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি”

হৃদয় হইতে বাহ্য বাহির হইয়াছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি ;
জ্ঞান মন্দ সেই হৃদয়েশ্বরী দেবতাই জানেন ।

এই গ্রন্থে ভগবানের যে সকল নাম আছে, তাহা সকল
সম্প্রদায়ের সমান পথ্য । যোগদর্শী মহর্ষিগণ বিশ্বজনীন ভাবে
এই সকল নামের সৃষ্টি করিয়া, এই সকল নামকে মানবমাত্রেরই
সেবনীয় করিয়াছেন । এই সকল নামের প্রকৃত অর্থ অনুসন্ধান
করিলে, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, সকলকেই একবাক্যে বলিতে
হইবে,—

“हृदि मयि चाण्डाैत्रैको विष्णुः

• ব্যর্থং কুপ্যসি মধ্যসহিষ্ণুঃ” । (মোহয়ুগল)

তুমি আমি সর্ব্ব ঘাটে একই ঈশ্বর,
তবে কেন বৃথা ক্রোধ কর পরস্পর ।

অনেকের একরূপ সংস্কার আছে, ‘কৃষ্ণ’ নাম শুধু এক সম্প্রদায়ের জন্ত, সকল সম্প্রদায়ের গ্রহণীয় নহে। কিন্তু ঐ অমৃতময় নামের প্রকৃত অর্থ অবগত হইলে বোধ হয় উহা গ্রহণ করিতে কাহারও বিধা হইতে পারে না। স্বয়ং বেদব্যাস ‘কৃষ্ণ’ নামের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—

“কৃষিভূঁবাচকঃ শব্দো গম্ভীরনিবৃতিবাচকঃ ।”

বিষ্ণুস্তম্ভাবভাবিত্বাৎ কৃষ্ণো ভবতি শাস্ততঃ” ॥ (মহাভারত.)

‘কৃষি’ শব্দে সন্তা, ‘গ’ শব্দে পরমানন্দ ; ‘কৃষি’ ও ‘গ’—এই উভয়ের সংযোগে ‘কৃষ্ণ’ নামের উৎপত্তি। অর্থাৎ ভগবান্ অনাদি অনন্তকাল বিদ্যমান এবং চিদানন্দময় বলিয়া ‘কৃষ্ণ’ নামে অভিহিত (১)। এইরূপ সকল নামের বিশ্বজনীন অর্থ ও বিশ্বজনীন ভাব।

এই গ্রন্থের শেষে ভগবানের নামাবলী-ব্যাখ্যা দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ঐ প্রবন্ধটি সুদীর্ঘ হওয়ায় বাহুল্যভয়ে প্রদত্ত হইল না। ফলে, যাহার যে নামে ডাকিতে প্রাণ চায়, তিনি সেই নামেই তাঁহাকে ডাকুন, তিনি মূলে ঠিক থাকিলেই হইল।

“যেনৈব নাম্না ননু যত্র তত্র

ভক্ত্যা তমুদ্दिश্য বলিং প্রযচ্ছ ।

স তৎপদং যাস্যতি বিশ্বমূর্ত্তেঃ

ব্যাপ্তং যতো বিশ্বমিদং পদেন” ॥

(১) ‘কৃষ্ণ’ নামের আর দুই একটি ব্যুৎপত্তি যথা,—“ভক্তানাং পাপাদিদোষান্ কৃষতি নির্বারয়তি ইতি কৃষ্ণঃ”—যিনি ভক্তগণের সমস্ত পাপ তাপ নির্বারণ করেন তাঁহাকে ‘কৃষ্ণ’ বলে। “তেষাং দুর্লভানপি পুরুষাৰ্হান্ আকর্ষতি আশয়তি ইতি কৃষ্ণঃ”—যিনি ভক্তগণকে দুর্লভ পুরুষার্থ প্রদান করেন, তাঁহাকে ‘কৃষ্ণ’ বলে। “কর্ষতি জ্ঞানি সর্বলোকান্ ইতি কৃষ্ণঃ”—যিনি প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ আত্ম মধ্যে আকর্ষণ করেন, তাঁহাকে ‘কৃষ্ণ’ বলে। “কর্ষতি অরীন্ ইতি কৃষ্ণঃ”—যিনি দুষ্টের দূর হরণ করেন, তাঁহার নাম ‘কৃষ্ণ’। ইত্যাদি।

যে নামে যেখানে ইচ্ছা হইবে তোমার,
 ভাই রে ! তাঁহারে তুমি দাও উপহার ;
 ভক্তিভাবে যথা ইচ্ছা যে নামেই দিবে
 সব উপহার তাঁর পদেই পড়িবে ;
 বিশ্বরূপ বিশ্বাধার বিভু নাবাষণ
 পদতলে জুড়িয়া আছেন ত্রিভুবন ।

(কৃষ্ণভক্তিরসামৃত, ৫৭ পৃষ্ঠা)

কলিকাতা ।	}	শ্রীতারাকুমার শর্মা
নং ২৫, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট ।		
২ই চৈত্র । ১২৯৮ সাল ।		

দ্বিতীয় সংস্করণে কয়েকটি নূতন শ্লোক সন্নিবেশিত হইল ।
 “মাতৃপদাঞ্জলি” নামক শ্লোকাবলী মৎকৃত “তারা-মা” পুস্তকে প্রদত্ত
 হওয়ায় এ পুস্তকে তাহা পরিত্যক্ত হইল এবং “চৌরাস্তকম্”
 নামক একটি নূতন প্রবন্ধ ইহাতে সংযোজিত হইল ।

কলিকাতা ।	}	শ্রীতারাকুমার শর্মা ।
নং ২৫, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট ।		
১লা মাঘ । ১৩০৬ সাল ।		

সূচীপত্রম্ ।

প্রকরণম্ । (অঙ্কগণ)	পৃষ্ঠা । (পৃষ্ঠা)
মঙ্গলাচরণম্ (মঙ্গলাচরণ)	
আবাহনম্ (আবাহন)	... ১ (১)
বৈষ্ণবলক্ষণম্ (বৈষ্ণবলক্ষণ)	... ২ (৩)
তত্রৈব রমতে হরিঃ (সেই স্থানেই হরি বিহার করেন)	... ১৬ (১৬)
আত্মতীর্থম্ (আত্মতীর্থ)	... ২২ (২২)
ভক্তিমাহাত্ম্যম্ (ভক্তিমাহাত্ম্য)	... ২৮ (২৮)
নামমাহাত্ম্যম্ (নামমাহাত্ম্য)	... ৫৮ (৬৮)
নামরূপভেদাঃ (নামরূপভেদ)	... ১০৮ (১০৮)
আত্মনিবেদনম্ (আত্মনিবেদন)	... ১২৬ (১২৬)
চৌরাষ্ট্রকম্ (চৌরাষ্ট্রক)	... ১৩৮ (১৩৮)
শ্রীমূর্ত্তিদর্শনম্ (শ্রীমূর্ত্তিদর্শন)	... ১৪০ (১৪০)
অন্বক্তব্য বংশাখ্যানম্ (গ্রন্থকারের বংশকথা)	... পরিমিষ্টম্

ମହାକାବ୍ୟମ୍ ।

ଅପୂର୍ବମର୍ତ୍ତ୍ୟାଞ୍ଜିତରାବିରାସୀତ୍

ଯ: ପାପିନାମୁଦ୍ଧରଣାୟ ଲୋକେ ।

‘ସାନନ୍ଦସିନ୍ଧୁ’ ଭବଜୀବବନ୍ଧୁ’

ନମାମି ଗୌରଂ ଶ୍ଵୟମୀଶ୍ଵରଂ ତମ୍ ॥

ଆପିଗଣେର ଉଦ୍ଧାରେର ଜଣ ଯିନି ଅପୂର୍ବ ମାନବରୂପେ ଧରାତଳେ
ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେୟାହିଲେନ, ସେହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଜୀବ-ବନ୍ଧୁ ପରମାନନ୍ଦସିନ୍ଧୁ ଗୌରରୂପୀ
ଜ୍ୟେଷ୍ଠକେ ନମସ୍କାର ।

ଅସ୍ମାତଭକ୍ତିଂ ଶୁଭଶୋଚନୀୟଂ •

ଯୌ ଜୀବଲୋକଂ ପତିତଂ ସମନ୍ତାତ୍ ।

ଅଜୀବୟତ୍ ଭକ୍ତିସୁଧାପ୍ରଦାନୈ:

ତଂ ଜୀବଜୀବଂ ପ୍ରଣତୋଽସ୍ମି ଗୌରମ୍ ॥

ଏହି ଜୀବଲୋକ କୁଷ୍ଠଭକ୍ତିରସେ ବଞ୍ଚିତ ହେୟା ଶବେର ଶ୍ୟାମ ଶୋଚନୀୟ
ହେୟାହିଲ, ଯିନି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ ଭକ୍ତି-ସୁଧା ବର୍ଷଣ କରିয়া, ପତିତ ସ୍ଵତ ଜୀବ-
ଲୋକକେ ଜୀବିତ କରିয়াଛେନ, ସେହି ଜୀବ-ଜୀବନ ଗୌରାଞ୍ଜେର ଚରଣେ
ନମସ୍କାର ।

ପ୍ରେମାବତାରଂ କରୁଣାବତାରଂ

ସୁଧାବତାରଂ ମଧୁରାବତାରମ୍ ।

ସ୍ଵର୍ଗାବତାରୀତମସାଂସାରଂ

ନମାମି ଗୌରାଂ ମହାବତାରମ୍ ॥

ଯିନି ପ୍ରେମେର ଅବତାର, କରୁଣାର ଅବତାର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର, ମଧୁର
ଅବତାର, ମର୍ତ୍ତ୍ୟୋତ୍ତମ ଅବତାର, ମାରାଂସାର ଅବତାର, ସେହି ମହାନୁ ଅବତାର
ଗୌରାଞ୍ଜେର ଚରଣେ ନମସ୍କାର ।

কিমপি কিমপি শান্তং পাবনং মোহনম্
 মধুরমধুরমুখ্যত্বকোটচন্দ্রপ্রকাশম্ ।
 অমৃতমমৃতবর্ণং দগ্ধ-জীব-দ্রুমস্য
 স্ফুরতু হৃদি মদীয়ে দিব্য-চৈতন্যরূপম্ ॥

শান্ত—পাবন—সম্মোহন—মধুর মধুর—এককালে কোটি কোটি
 চন্দ্রোদয়—দক্ষ জীবন-বৃক্ষে অমৃতবর্ষণ—কি এক অপূর্ব ! অগ্নির্বচ-
 নীয় !—অমৃতময়—দিব্য—চৈতন্য-রূপ আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউক ।

হা মন্দभाग्यस्य हि मे दुराशा
 चैतन्य ! साक्षात् तव दास्यंलाभः ।
 दीनं दयालो ! कृपया कुरु त्वं
 मां दासदासं तव सेवकानाम् ॥

হায় ! আমি অতি হতভাগ্য, হে চৈতন্য ! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমার
 দাস্য লাভ করা আমার পক্ষে দুরাশা । হে দয়াল ঠাকুর ! তুমি দয়া
 করিয়া এই দীনহীনকে তোমার সেবকগণের দাসানুদাস কর ।

महाप्रभो ! ये तव सन्ति भक्ताः
 तान् वैष्णवान् भूपतितो नमामि ।
 पुनन्तु ते मां पदरेणुदानैः
 पापाघ्नं भक्तिविवेकहीनम् ॥

হে মহাপ্রভো ! যাঁহারা তোমার ভক্ত, সেই বৈষ্ণবগণকে আমি
 ভূমি-বিলুপ্তিত হইয়া প্রণাম করি ; তাঁহারা এই ভক্তিহীন জ্ঞানহীন
 মহাপাপীকে পদধূলি দান করিয়া পবিত্র করুন ।

গ্রন্থকার ।

ॐ

नमः कृष्णाय

कृष्णभक्तिरसामृतम् ।

आवाहनम् ।

एद्मेहि कृष्ण सकृदेव भवातिथिस्त्वं
हे भक्तवल्लभ गृहाण निमन्त्रणं मे ।
प्रेमाश्रुपाथपरिधीतपदाम्बुजे ते
आत्मानमेव कुसुमाञ्जलिमुत्सृजामि ॥ १ ॥

ভকত-বৎসল হরি ! লহ নিমন্ত্রণ,
বারেক আতিথ্য মোর কর হে গ্রহণ ;
ধোয়াব চরণ তব প্রেমাক্ষধারায়,
আত্মাকেই পুষ্পাঞ্জলি দিব তব পায় । ১ ।

एद्मेहि कृष्ण सकृदेव भवातिथिर्मे
पादाम्बुजे तव निवेदनमेतदेव ।
प्राणेश हे हृदयकोमलपद्मतले
त्वां शाययामि मुचिरं न-विसर्जयामि ॥ २ ॥

এই নিবেদন হরি ! তোমার চরণে,
বারেক অতিথি হও আমার ভবনে ;
হৃদয়-কমল-রূপ কোমল শয্যায়
এস এস প্রাণনাথ ! শোয়াব তোমায় ;

চিরকাল শয়ন করহ আমি ভায়,
হরি হে ! তোমায় কভু না দিব বিদায় । ২ ।

विष्णुजीवनविमोहनच्छविः कोऽसि देव यदुदेषि मे पुरः ।
त्वां पियामि हृदयेन निर्भरं तिष्ठ तिष्ठ सविधे कथं मम ॥ ৩ ॥

মরি মরি কিবা রূপ ভুবনমোহন !
কে দেব ! সম্মুখে আমি দিলে দরশন ?
কণেক সম্মুখে মোর কর অবস্থান,
প্রাণ ভরি ও মাধুরী করি আমি পান । ৩ ।

छायारूपमिवात्मानं दर्शयन्नेव लीयसे ।
पूर्वं दर्शय पूर्णात्मन् पूर्णो मेऽस्तु मनोरथः ॥ ৪ ॥

ছায়া ছায়া হেন যেন চকিতের প্রায়
দরশন দিয়া হরি ! লুকালে কোথায় ?
পূর্ণরূপে পূর্ণত্ব ! হও হে উদয়,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর ওহে দয়াময় ! । ৪ ।

मयार्प्यते त्वच्चरणेऽयमात्मा प्रतीच्छे हि स्वस्य धनं स्वयं त्वम् ।
किञ्चिन्निजस्वं नहि विद्यते मे यद्दीयते त्वच्चरणे मुकुन्द ॥ ৫ ॥

এ আত্মা তোমার পদে করিষু অর্পণ,
তোমারি এ ধন তুমি কর হে গ্রহণ ;
কৃষ্ণ হে ! তোমারি ধন দিষু তব পায়,
কি আছে আমার আমি দিব হে তোমায় ? । ৫ ।

हृदासनमधिष्ठाय प्रसीद मम पूजया ।
स्वयि प्रीते हृषीकेश ज्ञेयः संक्षीयतेऽखिलः ॥ ৬ ॥

জ্ঞানভক্তিবিমলমৃতম্ ।

হৃদয়-আসনে মোর করি অধিষ্ঠান,
ভক্তের পূজায় গ্রীত হও ভগবান্ ।
তুমি যদি হও গ্রীত ওহে হৃষীকেশ !
যুচে যায় সমুদায় সংসারের ক্লেশ । ৬ ।

অথ বৈষ্ণবলক্ষণম্ ।

শিব শক্তি শিব শক্তি বীক্ষ্য যৌ রমতে সদা ।
শিবশক্তিময়ে জ্ঞানো বিষ্ণুভক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১ ॥

শিব-মধ্যে শক্তি যেই করে দরশন,
শক্তি-মধ্যে শিব যেই হেরে অনুক্ষণ ;
শিবশক্তিময় কৃষ্ণে যে করে রমণ—
সদাই পরমানন্দে, বৈষ্ণব সে জন । ১ ।

আত্মমধ্যে জগৎ সৰ্ব্বমিদং স্থাবরজঙ্গমম্ ।
আত্মমধ্যে চ গোবিন্দং যঃ পश्यতি স বৈষ্ণবঃ ॥ ২ ॥

স্থাবর জঙ্গম এই নিখিল ভুবন
যে জন আত্মার মধ্যে করে দরশন ;
যে জন আত্মার মধ্যে হেরে নারায়ণ,
প্রকৃত বিষ্ণুর ভক্ত জানিবে সে জন । ২ ।

আত্মা নারায়ণো ব্রহ্ম চাক্ষৌঃ সাকলং জগৎ ।
অহং স সৌহৃদমিত্যেব যৌ জানাতি স বৈষ্ণবঃ ॥ ৩ ॥

আত্মা নারায়ণ ব্রহ্ম, আত্মাই ভুবন,
'আমি তিনি' 'তিনি আমি' জানে যেই জন ;

এই আশ্রয়জ্ঞানে যেই সঙ্গাই উদ্ধার,
প্রকৃত বৈষ্ণব তারে জানিবে নিশ্চয় । ৩ ।

তির্য্যগূৰ্ভসমস্তাচ্চ সৰ্ব্বং বিষ্ণুসং জগৎ ।
দৃশ্যেনৈব ভাবেন যঃ পশ্যতি স বৈষ্ণবঃ ॥ ৪ ॥

যে জন তদ্ব্যয়ভাবে হইয়া মগন,
তির্য্যক্ উৰ্দ্ধ অধোভাগে নিখিল ভুবন—
একমাত্র বিষ্ণুময় করে দরশন,
একান্ত বিষ্ণুর ভক্ত জানিবে সে জন । ৪ ।

মলাধারং ক্লুর্য্যস্ব হরিস্মরণসাম্রতঃ ।
সুধাপুরায়তে সখ্যো বিষ্ণুভক্তাঃ স ভজ্যতে ॥ ৫ ॥

এ দেহ নরককুণ্ড মলের আধার
হরিনামে সুধাপূর্ণ সদ্য হয় বার ;
‘হরিনামে বার প্রাণে সুধাত্মোত বয়,
প্রকৃত বৈষ্ণব সেই জানিবে নিশ্চয় । ৫ ।

মকারন্দৈরবিন্দস্য নিলীনরূপ মদ্পদঃ ।
ভগবত্প্রেমি লীনো যো বিষ্ণুভক্তাঃ স ভজ্যতে ॥ ৬ ॥

কমল-মধুর রসে যথা মধুকর—
নড়েনা চড়েনা লাগি থাকে গাঢ়তর ;
তেমনি কৃষ্ণের প্রেমে লীন যেই হয়,
প্রকৃত বৈষ্ণব সেই জানিবে নিশ্চয় । ৬ ।

যস্যাত্মা মোহনিৰ্ম্মলো দ্বিধুস্তম্ব পাৰকঃ ।
প্রদীপ্যতে দিব্যভাসাং বিষ্ণুভক্তাঃ স ভজ্যতে ॥ ৭ ॥

কাটাইয়া যোরতর মোহ-অন্ধকার,
ধূমশূন্য হৃৎকানন সম আত্মা যার—
দিব্য তেজে প্রদীপ্ত হইয়া সদা রয়,
প্রকৃত বৈষ্ণব তারে জানিবে নিশ্চয় । ৭ ।

মতিরুদ্ধমুখী যস্য নৈবাধী যাতি কৰ্হিচিৎ ।
মিত্ৰা হুতায়নস্যেব বিষ্ণুভক্তাঃ স উচ্যতে ॥ ৮ ॥

প্রজ্বলিত পাবকের শিখার মতন,
মতি যার উর্দ্ধদিকে থাকে অনুরূপ ;
অধোদিকে কভু তাহা না করে গমন,
প্রকৃত বিষ্ণুর ভক্ত জানিবে সে জন । ৮ ।

লীলায়তে চন্দ্ৰিকীব দ্রীচ্ছলত্‌সিন্ধুবীচিষু ।
বৈষ্ণবী যস্য বৈ ভক্তির্মানসে সহি বৈষ্ণবঃ ॥ ৯ ॥

উজ্জলিত সাগরের তরঙ্গে যেমন
মিশিয়া মিশিয়া খেলে চন্দ্রের কিরণ ;
তেমনি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম হৃদয়ে যাহার—
খেলিছে, বৈষ্ণব নাম সার্থক তাহার । ৯ ।

নির্দ্বন্দ্বী নির্দ্বন্দ্বী ভূত্বা নিষ্কামান্যন্তরাত্মনা ।
দ্বৈতত্বেন তং জ্ঞাত্বা যো ধ্যায়িতু সহি বৈষ্ণবঃ ॥ ১০ ॥

স্বখে দুঃখে সদা যার সমজ্ঞান হয়,
সংস্বারে মমতা মাত্র নাহি যার রয় ;
ধোয় বলি সেই কৃষ্ণে করে যেই ধ্যান—
নিষ্কাম হৃদয়ে, সেই বৈষ্ণব প্রধাম । ১০ ।

সৰ্ব্বভূতময়ং বিষ্ণুং পশ্যন্ যোঽব্যভিচারিণীম্ ।
 ভক্তিং ধৰ্ম্মেষু ভূতেষু কুরুতে সহি বৈষ্ণবঃ ॥ ১১ ॥

সৰ্ব্বভূতে নারায়ণে হেরি একাকার,
 সৰ্ব্বভূতে ভক্তি যার রহে নিৰ্বিকার ;
 একুপে সৰ্ব্বত্র যার বিষ্ণুভক্তি রয়,
 প্রকৃত বৈষ্ণব তারে জানিবে নিশ্চয় । ১১ ।

শ্রুত্বা হরিধ্বনিং যস্য দ্রবন্তি গিরয়োপি চ ।
 বিদীৰ্ঘ্যত্ব্যপি দম্বোলিৰ্বিষ্ণুভক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১২ ॥

“ যার মুখে হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া,
 তখনি গলিয়া যায় পঁচাণের হিয়া ;
 বজ্রও বিদীর্ণ হয় যার হরিনামে,
 বিষ্ণুভক্ত সেই জন এই ধরাধামে । ১২ ।

যস্য বৈ দৰ্শনাৎ স্মৰ্ম্মাত্ সংজল্যাস্ত্ৰ সহস্রেনাত্ ।
 দ্বীযন্তে সৰ্ব্বপাপানি বিষ্ণুভক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১৩ ॥

যে সাধুর দরশন কিস্বা পরশন,
 যার সনে সহবাস কিস্বা আলাপন ;
 অশেষ কলুষরাশি করয়ে হরণ,
 সে জন জানিবে ভবে বৈষ্ণবরতন । ১৩ ।

অহী হারি মণী লোষ্ট্রে বিষ্ঠায়াং চন্দ্রনি তথা ।
 বৈষ্ণবং তং বিজানীয়াৎ সৰ্ব্বত্র সমদৰ্শনম্ ॥ ১৪ ॥

বিষধরে আর হারে যার সমজ্ঞান,
 যার কাছে মণি লোষ্ট্রে উভয় সমান ;

কৃষ্ণভক্তিরসামৃতম্ ।

বিষ্ঠায় চন্দনে যার নাহি ভেদজ্ঞান,
সেই জন এ ভুবনে বৈষ্ণব প্রধান । ১৪ ।

एकस्मिन्नन्ति वास्याङ्गं चान्यो लिम्पति चन्दनैः ।
द्वयोरेव समप्रीतिर्यः स वैष्णव उच्यते ॥ १५ ॥

এক অঙ্গ একে করে কুঠারে ছেদন,
অন্য অঙ্গে অশ্বে করে চন্দন লেপন ;
সমকালে উভয়েই তুল্য প্রেম যার,
সার্থক বৈষ্ণব নাম জগতে তাহার (১) । ১৫ ।

आत्मा योगरथारूढो भित्त्वं संसारकुड्मटीम् ।
तैजसि रमते लोके यस्याऽसौ वैष्णवः स्मृतः ॥ १६ ॥

যোগ-রথে আরোহণ করি আত্মা যার,
ভেদ করিয়াছে ঘোর সংসার-আঁধার ;
তেজোময় বিষ্ণুধামে করিছে বিহার,
প্রকৃত বৈষ্ণব নাম উপযুক্ত তার । ১৬ ।

हृदयेऽनाहते चक्रे कृष्णमोक्षारूपिणम् ।
अव्यक्तां ध्यानयोगिन यः पश्यति स वैष्णवः ॥ १७ ॥

(১) অর্থাৎ—যাঁহার এক বাহুতে এক ব্যক্তি কুঠার হানিতেছে, এবং
অপর বাহুতে আর এক ব্যক্তি চন্দন মাখাইতেছে, এস্থলে যিনি সেই
ছেদনকারীর অকল্যাণ এবং সেই চন্দনলেপনকারীর কল্যাণ কামনা না
করিয়া যুগপৎ সেই ইষ্টকারী ও অনিষ্টকারী উভয়কেই সমান প্রেমে দর্শন
করেন, সেই নির্বিকার সাধুই প্রকৃত বৈষ্ণব ।

হৃদয়ের অনাহত চক্রের মাঝারে,

অব্যক্ত ওঙ্কাররূপী সেই নিরাকারে—

ধ্যানযোগে নিত্য যেই করে দরশন,

সার্থক বৈষ্ণব নাম ধরে সেই জন (১) । ১৭ ।

জ্ঞানপ্রেমানুভূতেনাচ্ছা দেহঃ প্রেমানুভূতিভিঃ ।

যস্যামিষিষ্যতে নিত্যং বিষ্ময়ম্ভাঃ স উচ্যতে ॥ ১৮

কৃষ্ণপ্রেম-সুখাময় রসে নিরন্তর

অভিষিক্ত হইতেছে যাহার অন্তর ;

তিতিছে যাহার দেহ প্রেমাশ্রদ্ধাধারায়,

সেই ত বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ জানিবে ধরায় । ১৮ ।

জ্ঞানানন্দেন পূর্ণাচ্ছা জ্ঞানানন্দেন পূর্ণাচ্ছাভিঃ ।

জ্ঞানানন্দময়ং সৰ্ব্বং যঃ পশ্যতি স বৈষ্ণবঃ ॥ ১৯

(১) ‘হৃদয়ের অনাহত চক্রের মাঝারে’,—যোগশাস্ত্রকারেরা শরীরের অভ্যন্তরে যে ছয় প্রকার চক্র (বট্‌চক্র) নির্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে চতুর্থ চক্রের নাম ‘অনাহত চক্র’। ইহার দ্বাদশটি দল অর্থাৎ পত্র, এবং ইহাব প্রভা অরুণোদয়ের স্থায়। এই চক্রের মধ্যে অযুত সূর্য্যের স্থায়, তেজোময় ওঙ্কারশব্দরূপী ব্রহ্ম অধিষ্ঠান করেন। আঘাত অর্থাৎ তাড়ন ব্যতিরেকেই এই ওঙ্কার শব্দ অব্যক্তভাবে স্বতই উদ্ভূত হয়, এজন্ত ইহাকে ‘অনাহত শব্দ’ বলে, এবং এই অনাহতশব্দের আধার বলিয়া হৃদয়স্থিত এই নিগূঢ় স্থানকেও ‘অনাহত চক্র’ বলে। পরমানন্দনিকেতন শিবময় ওঙ্কাররূপী পরমাত্মা হৃদয়ে এই নিভৃত গুহামধ্যে নিত্যই নিহিত আছেন। তিনি সকলের হৃদয়শাসী হইলেও সমাধি ভিন্ন তাঁহার সাক্ষাৎকাব হয় না। যুগ্ম যোগীরা মহাযোগে নিমগ্ন হইয়া সেই অব্যক্ত ওঙ্কার-ব্রহ্ম হৃদয়মধ্যে দর্শন করেন, এবং মানসে তদীয় শ্রুতি করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণানন্দে যার আত্মা নিত্য উছলিত,
কৃষ্ণানন্দে যার মন নিত্য পুলকিত ;
কৃষ্ণানন্দময় বিশ্ব হেরে যেই জন,
এ জগতে সেই সাধু বৈষ্ণব-রতন । ১৯ ।

यस्तृणीकृतसंसारो गिरिराज इवाचलः ।
परमे पुरुषार्थेऽसौ वैष्णवः परिकीर्तितः ॥ २० ॥

এ সংসার তৃণতুল্য করিয়া গগন,
অটল অচল গিরিরাজের মতন—
যে জন কৈবল্য-পথে করে অবস্থান,
সে মহাপুরুষ ভবে বৈষ্ণব-প্রধান । ২০ ।

अनन्तात् जायते विश्वमनन्ते च प्रलीयते ।
इति विश्वरहस्यं यो बुध्यते स हि वैष्णवः ॥ २१ ॥

অনন্ত হইতে বিশ্ব হইছে উদয়,
আবার অনন্তমাঝে পাইছে বিলয় ;
এ বিশ্ব-রহস্য যেই বুঝিবারে পারে,
প্রকৃত বৈষ্ণব বলি' জানিবে তাহারে । ২১ ।

विलीनं भौतिकं विश्वं यस्य विष्णुसमाधिना ।
कर्म कर्मफलं चैव स वैष्णववरः स्मृतः ॥ २२ ॥

বিষ্ণুপদে সমাহিত যাহার হৃদয়,
এ ভৌতিক বিশ্ব যার চক্ষে পায় লয় ;
কর্ম কর্মফল যার কিছু নাহি রয়,
পরম বৈষ্ণব সেই জানিবে নিশ্চয় । ২২ ।

রোগশোকপরীতাপান্ধ্যায়ামপি বিলঙ্ঘিতুন্ ।

প্রভবন্তি ন যস্যাসৌ বিষ্ণুভক্তাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ২২ ॥

রোগ শোক পরিতাপ আদি এ সংসারে,

ছায়াও যাহার নাহি লজ্জিবারে পারে ;

সর্বদুঃখ-মুক্ত সেই সাধু মহাশয়,

বৈষ্ণবের চূড়ামণি জানিবে নিশ্চয় । ২৩ ।

বিশ্বেশ্বরং বিশ্ববীজং বিশ্বরূপং জনার্দনম্ ।

সাধয়ন্ সিদ্ধকামো যঃ স সাধুর্বেণ্ণাবঃ স্মৃতঃ ॥ ২৪ ॥

বিশ্বরূপ বিশ্ববীজ বিদ্যেশ্বর ঐশ্বর—

নারায়ণ সাধনা যে করে নিরন্তর ;

সাধনা করিয়া যার সিদ্ধ হয় কাম,

সার্থক তাহারি ভবে বৈষ্ণব এ নাম । ২৪ ।

মৌহং দম্বোলিদুর্মেঘং নির্মিথ্য রমতে সদা ।

যস্যাত্মা সচ্চিদানন্দে বিষ্ণুভক্তাঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

কঠোর বজ্রেও যাহা ভেদিতে না পারে,

অভেদ্য সে মোহ যেই ভেদিয়া সংসারে—

নিত্যচিদানন্দে সদা করিছে বিহার,

সার্থক বৈষ্ণব নাম জগতে তাহার । ২৫ ।

প্রলয়স্যাপি হৃদ্ধারৈর্মহাচলবিচালকৈঃ ।

বিশ্বীর্ণং নৈতি যস্যাত্মা বিষ্ণুভক্তাঃ স উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

মহামহীধরগণে করি' উন্মূলন,

হৃদ্ধাকারে আসে যদি প্রলয় ভীষণ ;

তথাপি বাহার আত্মা কুরু নাহি হয়,
প্রকৃত বিষ্ণুর ভক্ত সেই মহাশয় । ২৬

রসযত্ননিশং যস্য রসনানলসা সুদা ।

হরিনামামৃতরসং বিষ্ণুভক্তঃ স উচ্যতে ॥ ২৩ ॥

ভুঞ্জিতে সানন্দে হরি-নামামৃত-রস,
বাহার রসনা কভু না হয় অলস ;
দিবানিশি হরিনাম যে করেছে গায়,
সার্থক বৈষ্ণব নাম জানিবে তাহার । ২৭ ।

কৃষ্ণপ্রেমান্বুসংসিক্তং যস্য নিক্ত্যং ত্বগিন্দ্রিয়ম্ ।

সত্বোদ্রেকাত্ কণ্টকিতং বিষ্ণুভক্তঃ স উচ্যতে ॥ ২৪ ॥

সদাই নিমগ্ন যেই কৃষ্ণ-ভাবনায়,
সর্বদা তিতিছে যার প্রেমাশ্রুধারায় ;
যে জন সাদৃশিক ভাবে নিত্য পুনরিত,
বৈষ্ণবরতন সেই জানিবে নিশ্চিত (১) । ২৮ ।

বীজন্তে যোগদৃষ্টা যো নিত্যবুদ্ধমধোজ্ঞজম্ ।

যন্মতির্য্যতি নান্যত্র বিষ্ণুভক্তঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

অতীন্দ্রিয় নিত্যবুদ্ধ সেই নারায়ণ,
যোগনৈত্রে অমুক্ণ হেরে যেই জন ;

(১) 'সাদৃশিকভাবে'—মন যখন রজ ও তমোগুণের বিকার হইতে সম্পূর্ণ
বিশুদ্ধ হইয়া সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় স্বপ্রকাশ নারায়ণে বিশুদ্ধভক্তিভাবে
তন্ময় হয়, মনের সেই অবস্থাকে সাদৃশিকভাব বলে ; ভগবানে বিশুদ্ধ ভক্তি-
ভাবই সাদৃশিকভাব ।

তাঁহা বিনা অণু দিকে নাহি য়ার মতি,
যথার্থ তাহারি ভবে শ্রীকৃষ্ণে ভকতি (১) । ২৯ ।

বিদ্যান্তরস্বর্গশূন্যো যো ধ্যায়তি নিরন্তরম্ ।
পূর্ণং নারায়ণং ব্রহ্মা বিষ্ণুভক্তঃ স উচ্যते ॥ ৩০ ॥

পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ বিশ্বমূলাধার,
সেইমাত্র ধ্যান যার সেইমাত্র সার ;
তাঁহা বিনা অণু কিছু নাহি য়ার জ্ঞান,
সেই ত প্রকৃত সাধু বৈষ্ণব প্রধান । ৩০ ।

কৃষ্ণসেবী কৃষ্ণযাজী কৃষ্ণধীঃ কৃষ্ণপূজকঃ ।
কৃষ্ণবিত্ কৃষ্ণভক্তস্ব কৃষ্ণাত্মা বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণই যাহার যজ্ঞ, কৃষ্ণই ভজন,
কৃষ্ণই যাহার বুদ্ধি, কৃষ্ণই পূজন,
কৃষ্ণ ভক্তি, কৃষ্ণ আত্মা, কৃষ্ণ যার প্রাণ,
বৈষ্ণবের চূড়ামণি সেই ভাগ্যবান্ । ৩১ ।

অহিতেষ্যপি হিতো নিত্যং প্রিয়বাक् পক্ষেষ্যপি যঃ ।
বিষাভ্যন্যমৃতাত্মা চ বিষ্ণুভক্তঃ স উচ্যते ॥ ৩২ ॥

অহিতকারীর হিত যে করে সাধন,
নিষ্ঠুরভাষীরে কহে স্তুমিষ্ট বচন ;

(১) ‘অতীজির নিত্যবুদ্ধি’—যিনি বাহু ইঞ্জিয়ের অতীত, অর্থাৎ যাহাকে চক্ষু, কণ, নাসিকাদি ইঞ্জিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না, ভক্তিদ্বারাই দেখা যায়, সেই ভগবানকে ‘অতীজির’ বলে। ‘নিত্যবুদ্ধি’—যিনি সদাই জাগ্রৎ, অর্থাৎ অনন্ত দেশ ও অনন্ত কাল ব্যাপিয়া চৈতন্যরূপে অবস্থিত ।

বিষের বদলে সুখা যে করে প্রদান,
কে আছে বিষ্ণুর তত্ত্ব তাহার সমান ? । ৩২ ।

প্রদীপ্যতে দিব্যভাসা ঈশোরহিমশ্চক্ৰবত্ ।
সদৈব হৃদয়ং যস্য বিষ্ণুভক্তাঃ স উচ্যতে ॥ ৩৩ ॥

সুমেরুর স্বর্ণময় শিখরের প্রায়,
আত্মা যার দিব্য তেজে নিত্য শোভা পায় ;
যে জন অনন্ত উর্দ্ধে করিছে বিহার,
সার্থক বৈষ্ণব নাম জানিবে তাহার । ৩৩ ।

শান্তিপুণ্ড্রাঙ্ঘ্রুসংসিক্তো ভক্তিচন্দনচর্চিতো ।
বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠাং হৃৎপীঠে যঃ করোতি স বৈষ্ণবঃ ॥ ৩৪ ॥

শান্তি-গঙ্গা-জলে আত্মা করিয়া স্ফালন,
ভকতি-চন্দন তাহে করিয়া লেপন,
সেই পীঠে নারায়ণে যে করে স্থাপন,
এ ভুবনে সেই জন বৈষ্ণবরতন । ৩৪ ।

যস্য জাগর্ত্তি হৃদয়ে সৰ্ব্বভীতিহরো হরিঃ ।
সদৈবান্বাসপূর্ণাক্ষা বিষ্ণুভক্তাঃ স উচ্যতে ॥ ৩৫ ॥

সর্বভয়হারী সেই শ্রীমধুসূদন
থাকেন জাগ্রৎ যার হৃদে অনুক্ষণ ;
সদাই আশ্বাসপূর্ণ যাহার অন্তর,
বৈষ্ণবগণের শ্রেষ্ঠ সেই সাধুবর । ৩৫ ।

বিষ্ণুদাস্যব্রতধরো নিষ্কামশ্চ সদা স্নয়ম্ ।
স্বানন্দभावे रमते यः स वैष्णव उच्यते ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বের দাসত্ব-ব্রত যেই জন লয়, (১)
কৰ্ম্মফলে অণুমাত্র কামনা না রয় ;
আত্মারাম নাহি শোক নাহি দুঃখজ্ঞান,
বৈষ্ণবের শিরোমণি সেই ভাগ্যবান্ । ৩৬ ।

অস্নাততাপঃ সংসারজ্বালামধ্যগতোঽপি যঃ ।
চিদানন্দসুধাশ্রান্তঃ সদাসৌ বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৭ ॥

সংসার-অনলকুণ্ডে রয়েছে সদাই,
তথাপি সন্তাপ যার অণুমাত্র নাই ;
চির-শান্তি করে ভোগ চিদানন্দ পিয়া,
তাকেই জানিবে ভবে বৈষ্ণব বলিয়া । ৩৭ ।

মুকুন্দপাদাম্বুজসাত্ত্বজাতাত্মা
দ্বন্দ্বীকৃতো বা শকলীকৃতো বা ।
নোপৈতি মৃত্যুং হরিরিত্যভীচ্ছাং
বদত্যহৌ বৈষ্ণব তে প্রभावঃ ॥ ৩৮ ॥

যে জন সঁপেছে আত্মা হরি-পদতলে,
খণ্ড খণ্ড কর তারে পোড়াও অনলে ;
কিছুতেই নাহি মরে বলে হরি হরি,
কি মহিমা বৈষ্ণবের আত্মা মরি মরি ! । ৩৮ ।

চিন্তাগতস্ত্যাপি হি বৈষ্ণবস্য
কথ্যো ন কথ্যো হরিনামগানি ।

(১) 'বিশ্বের দাসত্ব-ব্রত'—সমস্ত জগৎকে বিষ্ণুময় ভাবিয়া পরম ভক্তিভাবে
জীবমাত্রেরই সেবায় আত্মসমর্পণ করা ।

ভক্ষ্যাবশেষ্যপি তদীয়দেহে

নান্যঃ পদার্থী হরিনামভিন্নঃ ॥ ২৫ ॥

বৈষ্ণবের শবদেহ দিলেও চিতায়,
তথাপি তাহার কণ্ঠ হরিনাম গায় ;
যত্নপি তাহার দেহ পুড়ে হয় ছাই,
তবু তাহে হরিনাম ভিন্ন কিছু নাই । ৩৯ ।

গোবিন্দভক্তস্য নিশাচরস্য

রামাস্ত্রবিচ্ছিন্নশিৰোধরস্য ।

জ্ঞাতোঃপি মূর্খা বিলুপ্তন্ ধরম্মাং

স রাম রামিত্যসজ্জনদ্ব্যভাষে ॥ ৪০ ॥

লঙ্কায় রাক্ষস ছিল বৈষ্ণব-রতন,
রাম যবে মুণ্ড তার করিলা ছেদন,
কাটা মুণ্ড সদ্য তার ভূমিতে পড়িয়া,
‘রাম-রাম’ বলিতে লাগিল গড়াইয়া (১) । ৪০ ।

- (১) “স্বৰ্গ হৈতে দেব করে স্মমঙ্গল ধ্বনি,
ষোড় হাতে রঘুনাথে কহিছে তরণি,—
তোমার চরণ হেরে পরিহরি প্রাণ,
পরলোকে প্রভু ! শ্রীচরণে দিও স্থান ।

... ..

দুই খণ্ড হয়ে বীর পড়ে ভূমিতলে,
তরণীর কাটামুণ্ড ‘রাম-রাম’ বলে” ।

পুনশ্চ,—“সমুকুট মুণ্ড পাড়ে সহিত কুণ্ডলে,
অতিকায়-মুণ্ড গড়াগড়ি ভূমিতলে ;
ভূমিতে পড়িয়া মুণ্ড ‘রাম-রাম’ বলে,
প্রেমদাননে বিভীষণ ভাসে অশ্রুজলে” । (কৃত্তিবাস-রামায়ণ ।) ।

তত্রৈব রমতে হরিঃ ।

বিষ্ণুভক্তির্যথা সান্নাজীবনিস্তারকারিণী ।
গৃহিণী রাজতে যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১ ॥

সর্বজীবনিস্তারিণী গৃহিণী যথায়,
বিরাজে সাক্ষাৎ যেন বিষ্ণুভক্তি প্রায় ;
গৃহস্থ-আশ্রম সেই পুণ্যানিকেতন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ । ১ ।

পুত্ৰব্রতী গৃহী যত্র গৃহিণী চ পতিব্রতা ।
পিতৃভক্তাশ্চ সন্তানাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ২ ॥

যে গৃহে গৃহস্থ সদা পুণ্যকর্ম্মে রত,
পতিমাত্র গৃহিণীর জীবনের ত্রত ;
'যে ভবনে পিতৃমাতৃ-ভক্ত স্নসন্ধান,
তথায় করেন হরি নিত্য অধিষ্ঠান । ২ ।

আতিথ্যং গুরুভক্তিঞ্চ পাতিব্রতং দয়ার্জবম্ ।
সত্যং শ্রীচন্দ্রমা যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ৩ ॥

সতীহ, আতিথ্য, দয়া, ভক্ত গুরুজনে,
সত্য, শৌচ, সরলতা, ক্রমা যে ভবনে ;
সে গৃহ ধর্ম্মের ক্ষেত্র শাস্তির আধার,
শ্রীহরি তথায় নিত্য করেন বিহার । ৩ ।

অরিষড়্বর্গদমনং দীনোপগতরক্ষণম্ ।
সর্বভূতাভয়ং যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ৪ ॥

যে ভবনে ছয় রিপু নিত্য বশে রয়,
অভ্যাগত দীন হীন লভয়ে আশ্রয় ;
যথা আসি' সর্ববজীবে লভয়ে অভয়,
বিহরেন নিত্য তথা হরি দয়াময় । ৪ ।

পিতা মাতা গুরু: পত্নী স্নাতযো বান্ধবাস্থথা ।
যত্রৈব নিত্যসন্তুষ্টাস্তত্রৈব রমতে হরি: ॥ ৫ ॥

পিতা, মাতা, গুরু, পত্নী, পুত্রকিত মনে
লভয়ে অতুল তৃপ্তি নিত্য যে ভবনে ;
জ্ঞাতি বন্ধুগণে যথা সদানন্দে রয়,
বিহরেন হরি তথা সদানন্দময় । ৫ ।

মোদন্তে শিশবো যত্র মোদন্তে চ গৃহেষ্জনা: ।
তির্থেষুপি প্রমোদন্তে তত্রৈব রমতে হরি: ॥ ৬ ॥

যে ভবনে শিশুগণ প্রফুল্লবদন,
প্রফুল্লবদন যথা কুলনারীগণ ;
যে ভবনে পশু পক্ষী প্রফুল্লবদন,
শ্রীহরি সদাই তথা করেন রমণ । ৬ ।

অদ্বানং গৃহিণা দত্তং ভুঞ্জতে সর্বজন্তব: ।
প্রীত্যা যত্র গৃহে নিত্যং তত্রৈব রমতে হরি: ॥ ৭ ॥

যে গৃহে গৃহস্থ নিত্য ভক্তিপূর্ণ মনে
অন্নদান মহাদান করে জীবগণে ;
সকলে আনন্দে তাহা করয়ে আহার,
সে গৃহে শ্রীহরি সদা করেন বিহার । ৭ ।

অহী হমোঽস্মি জীবানামিতি নিত্যং প্রবর্ত্ততে ।
যত্নানন্দরবো গেহে তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ৮ ॥

‘আহা ! হইলাম তৃপ্ত’—এ আনন্দ-রবে
যে গৃহ করয়ে পূর্ণ জীবগণ সবে ;
জীবের শান্তির স্থান ধন্য সে ভবন,
নিত্য বিরাজেন তথা শ্রীমধুসূদন । ৮ ।

অদ্বৈতভক্তিসূত্রেণ বদ্বা যত্র গৃহে জনাঃ ।
সর্ব্বৈঃ ভিন্নমনঃপ্রাণাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ৯ ॥

পতি, পত্নী, পুত্র, ভৃত্য আদি পরিজনে
অদ্বৈত-ভকতি-সূত্রে বদ্ধ যে ভবনে ;
সবার একই মন, একই পরাগ,
শ্রীহরি করেন তথা নিত্য অধিষ্ঠান । ৯ ।

যত্র নির্লিপ্তভাবেন সংসারে বর্ত্ততে গৃহী ।
ধর্ম্মং চরতি নিষ্কামং তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১০ ॥

নিষ্কাম-নির্লিপ্তভাবে গৃহস্থ যথায়,
সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মে জীবন কাটায় ;
ধরাধামে একমাত্র ধন্য সে ভবন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ । ১০ ।

গৃহী যত্রাখিলক্লেমান্ লীলয়া সহতি স্বয়ম্ ।
হরত্যাশ্রিতসন্তাপং তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১১ ॥

অশেষ ক্লেশের ভার গৃহী যে ভবনে
আপনি করিয়া সহ অগ্নানবদনে,

প্রাণপণে আশ্রিতের হরে দুঃখভার,
নিত্য তথা নারায়ণ করেন বিহার । ১১ ।

পরিশ্রমো মিতাচারো যত্র ধর্মোণ জীবিকা ।
দেবাতিথিগুরুশ্রদ্ধা তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১২ ॥

পরিশ্রম, মিতাচার, ধর্মপথে আয়,
দেবতা-অতিথি-গুরু-অর্চনা যথায় ;
পরম পবিত্র সেই গৃহস্থ-ভবন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ । ১২ ।

প্রযত্নলালিতা যত্র ধনবো নিত্যদুগ্ধদাঃ ।
সুপুষ্পফলদা বৃক্ষাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১৩ ॥

যতনে লালিত হয় যথা ধেনুগণ,
সুধাসম ক্ষীরধারা করে বিতরণ ;
দিব্য ফল পুষ্প যথা দেয় তরুগণ,
সে গৃহে সতত হরি করেন রমণ । ১৩ ।

সুসংস্কৃতে সুসংমৃষ্টে যদৃগৃহে সর্ব্বতঃ শুচী ।
বিষুদ্বান্যন্নপানানি তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১৪ ॥

পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন নিত্য যে ভবন,
পবিত্র পানীয় শয্যা অশ্রম বসন ;
অশুচি দ্রব্যের যথা নাম গন্ধ নাই,
বিহরেন সেই স্থানে শ্রীহরি সদাই । ১৪ ।

সর্ব্বং যত্রান্নপানাদি গৃহী বিষ্মুনিবেদিতম্ ।
পরিবারৈর্বৃতো ভুঙ্কো তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১৫ ॥

অন্ন পান সমস্তই গৃহী যে ভবনে
 'ভক্তিভাবে নিবেদন করে নারায়ণে ;
 পশ্চাৎ সকলে মিলি করয়ে আহার,
 'সে গৃহে শ্রীহরি সদা করেন বিহার । ১৫ ।

দুদ্রে মহতি তুল্যৈব মমতা যত্র গহ্বিনঃ ।
 নৈবাশ্মীযপরশ্মানং তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১৬ ॥

গৃহী যথা বড় ছোট না করি বিচার
 সকলেরে সমভাবে ভাবে আপনার ;
 'আপনার' পর জ্ঞান যে, ভবনে নাই,
 'শ্রীহরি বিহার তথা করেন সদাই । ১৬ ।

শ্রাকান্নং ধর্ম্যতো লব্ধং ভোজয়ন্ স্বজনাতিথীন্ ।
 শ্রীপং স্নাত্ব গৃহী ভুক্তো তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১৭ ॥

ধর্ম্যপথে শাক অন্ন করি আয়োজন,
 'ভোজন করায় অগ্রে অতিথি স্বজন ;
 যে গৃহে শেষাঙ্গ গৃহী করয়ে ভোজন,
 'বিরাজেন সেই গৃহে দেব নারায়ণ । ১৭ ।

ধেনুর্ধান্যং পুষ্করিণী যচ্চাবন্যাশ্চ পাদপাঃ ।
 আতিথ্যং দম্পতীপ্রেম তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১৮ ॥

ধাত্ত যথা সুসঞ্চিত, বৃক্ষ ফলবান্,
 'স্বচ্ছ জলাশয়, দেখু দুগ্ধ করে দান ;
 যে গৃহে দম্পতীপ্রেম, অতিথি-সৎকার,
 'নিত্য তথা নারায়ণ করেন বিহার । ১৮ ।

আনন্দাস্তম্বপর্যন্তজগদন্তর্পণঃ সদা ।

প্রবর্ততে যত্র যংনাস্তনৈব রমতে হরিঃ ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্ম হ'তে পরমাণু পর্য্যন্ত সবার

তৃপ্তির উদ্দেশে গৃহে নিত্য যজ্ঞ যার ;

সর্বযজ্ঞেশ্বর ই'রি ভবনে তাহার

সুদাই পরমানন্দে করেন বিহার । ১৯ ।

বসুন্ধরেব গৃহিণী যত্র সর্বসংহা গৃহে ।

সুখে দুঃখে নিर्वিকারা তনৈব রমতে হরিঃ ॥ ২০ ॥

স্থখে দুঃখে নিर्वিকার গৃহিণী যথায়

সকলি সহিয়া থাকে ধরণীর প্রায় ;

গৃহস্থ-আশ্রম সেই আশ্রমের সার,

গোলোকবিহারী তথা করেন বিহার । ২০ ।

গৃহিণী স্মর্য্যতে যত্র সর্বকার্য্যেষু মাধবঃ ।

সমাহ্বিতেন শুচিনা তনৈব রমতে হরিঃ ॥ ২১ ॥

যে গৃহস্থ কায়মনোবাক্যে শুচি হয়,

হরিপদে সমাহিত যাহার হৃদয় ;

সর্বকার্য্যে করে যেই শ্রীহরি স্মরণ,

তারি গৃহে বিরাজেন প্রভু নারায়ণ । ২১ ।

পুণ্যে তপোবনে বাপি চণ্ডালভবনেঽথবা ।

যনৈবাক্ষতেন মন্থ্যং তনৈব রমতে হরিঃ ॥ ২২ ॥

পূজনীয় মহর্ষির পুণ্য তপোবনে,

অথবা ঘৃণিত অতি চণ্ডাল-ভবনে;

যে যেখানে ভক্তিভাবে করে আবাহন,
বিরাজেন সেইখানে বৈকুণ্ঠরমণ । ২২ ।

সুধাৰ্ত্তীন্ম তৃষাৰ্ত্তীন্ম শোকাৰ্ত্তী যত্র সান্বনাম্ ।
মীতীন্ময়ং চ লভতে তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ২৩ ॥

সুধাৰ্ত্ত তৃষাৰ্ত্ত যথা লভে অন্ন পান,
শোকাৰ্ত্তের হয় যথা শোকের নির্বাণ ;
যে গৃহে ভয়াৰ্ত্ত জীব লভয়ে অভয়,
নিত্য বিরাজেন তথা হরি দয়াময় । ২৩ ।

শিরো নৈব করোত্যুচৈঃ ক্লুৰ্ব্বনুচৈরপি ক্লিয়াঃ ।
গৃহী যত্র সদা নম্রস্তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ২৪ ॥

যে গৃহে গৃহস্থ কাজ করে উচু উচু,
তথাপি সবার কাছে মাথা করে নিচু ;
নাহি জানে অভিমান, সদা নম্র অতি,
বিরাজেন সেই গৃহে কমলার পতি । ২৪ ।

আত্মতীর্থম্ । (১)

আত্মৈব পরমং তীর্থং মুক্তিলেবং সনাতনম্ ।
চিত্তম্পহারিণী যত্র ভক্তিগঙ্গা বিরাজতে ॥ ১ ॥

(১) আত্মতীর্থের বিষয় মহাভারতে সবিস্তর বর্ণিত আছে। নিম্নে একটীমাত্র শ্লোক উদ্ধৃত হইল। শাস্তিপর্বের যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি যথা ;—

“আত্মা নদী সংযমপুণ্ড্রতীর্থী সখ্যদক্ষা শ্রীলত্যা দয়ান্বিতী ।
তদাভিধিকং কুরু পাণ্ডুপুত্র ! ন বারিষা যচ্ছতি আনুরাত্মা” ॥

আত্মাই মুক্তির ক্ষেত্র তীর্থ সনাতন,
কিবা আর আছে তীর্থ এ তীর্থ যেমন ;
ত্রিতাপহারিণী যথা পতিতপাবনী,
ভক্তিরূপে বিরাজিতা গঙ্গা নারায়ণী (১) । ১ ।

তীর্থং তীর্থং পরিভ্রম্য মূঢ়াস্তাম্যন্তি মুক্তয়ে ।
স্বাক্ষরীর্থং পরমং তীর্থং যত্র মুক্তিমযো হরিঃ ॥ ২ ॥

নানা তীর্থে মুক্তি-আশে করিয়া ভ্রমণ,
বুথাই অশেষ ক্লেশ সহে মূঢ়গণ ;
আত্মাই পরম তীর্থ জানিবে নিশ্চিত,
মুক্তিরূপে নারায়ণ যথা বিরাজিত । ২ ।

পরিভ্রমসি কিং দূরং তুচ্ছকাচজিঘৃক্ষয়া । .
মনঃ কিং নাভিজানীষে গৃহে চিন্তামণি তব ॥ ৩ ॥

আত্মাই পবিত্র নদী, দম তার ঘাট,
সত্যই সলিল তার, শীল তার তট ;
নিখিল জীবের প্রতি করুণা অপার
তরঙ্গরূপেতে তাহে উঠে বার বার ;
সে নদীতে কর স্নান হে পাণ্ডু-তনয় !
অনু জলে অন্তরাত্মা শুদ্ধ নাহি হয় ।

(১) “ইন্দ্রবাদ্রিসমুদ্রভূতা যৈশ্বর্যাস্থিধিগামিনী ।
প্রমদ্রবস্থায়ী ধারান্তৈব গঙ্গা সনাতনী” ॥

যে দ্রবময়ী অনন্ত-প্রেমধারা, জৈশ্বররূপ মহাগিরি হইতে উৎপন্ন হইয়া
জৈশ্বররূপ মহাসাগরে মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম সনাতনী গঙ্গা । (সম্ভাব,
২৭ শ্লোক) ।

কাচের আশায় দূরে ভ্রম কেন মন !

‘জান না কি গৃহে তব চিন্তামণি ধন’ ? (১) । ৩ ।

ন দেবী বিদ্যতে মন্দ্রে ন তন্দ্রে ন ব্রতেঽপি বা ।

ন তীর্থ্যে প্রতিমায়াং বা ভাবগম্যো হি ক্রিয়াবঃ ॥ ৪

মন্দ্রে তন্দ্রে জপে তপে ব্রতে প্রতিমায়,

কিন্মা তীর্থ্যে কভু কেহ নাহি পায় তাঁয় ;

ভকতবৎসল হরি, ভকত-জীবন,

কেবল ভকতি দিলে মিলে সেই ধন । ৪ ।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং পূর্ণং জ্যোতির্শ্ময়ং বিম্বম্ ।

একমেবাদ্বিতীয়ং তমাভ্যন্যেব বিলোকয় ॥ ৫ ॥

অখণ্ডমণ্ডলাকার পূর্ণ সনাতন,

‘জ্যোতির্শ্ময়’ অদ্বিতীয় যিনি নারায়ণ ;

ত্রিভুবনে অণু কোথা না পাইবে তাঁয়,

ভক্তিব্যোগে হের তাঁরে আপন আত্মায় । ৫ ।

অজাপুৰুষযোৰ্যত্র গঙ্গাসাগরযোরিব ।

অদ্বিতঃ সঙ্গমো দ্ব্যেকঃ স জ্ঞানস্বার্থসঙ্গমঃ ॥ ৬ ॥

প্রকৃতি-পুরুষে গঙ্গা-সাগরের প্রায়

একাধারে একাকারে মিলিত যথায়

(১) ভক্তচূড়ামণি রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

“মন ! তুমি কাঙালি কিসে ?

তোর ঘরের মাঝে অমূল্য ধন চিনিগিনা ত্রা সর্ব্বনেশে” ।

ଏକମାତ୍ର ସେହି ହରି ସର୍ବତୀର୍ଥସାର,
ସେ ତୀର୍ଥେ ଡୁବିଲେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡଇ ତାହାର । ୬ ।

ଆଲ୍ଲା କାଶୀ ମହାତୀର୍ଥ ମୁକ୍ତିକ୍ଷେତ୍ର ସନାତନମ୍ ।
ବିତ୍ତ୍ୱଂ ଶକ୍ତିହିତୋ ଯତ୍ନ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରଃ ଶିବଃ ॥ ୭ ॥

ଭକ୍ତେର ଆତ୍ମାହି କାଶୀ ତୀର୍ଥ ସନାତନ,
କି ଆଛେ ମୁକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ର ଏ ତୀର୍ଥ ଯେମନ ?
ନିତ୍ୟ ବିରାଜେନ ଯଥା ଜଗତେର ଗୁରୁ—
ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ସେହି ଶିବ-କଲ୍ପତରୁ । ୭ ।

ତଦେବ ଭକ୍ତାହ୍ୱୟଂ ଗୟାତୀର୍ଥଂ ବିମୁକ୍ତିଦମ୍ ।
ଗଦାଧରପଦାଞ୍ଚିତ୍ ସତତଂ ଯତ୍ନ ବିଦ୍ୟତେ ॥ ୮ ॥

ଗୟାତୀର୍ଥ ମୋକ୍ଷଧାମ ଭକ୍ତେରି ହୃଦୟ,
ଗଦାଧର-ପାଦପଦ୍ମ ନିତ୍ୟ ଯଥା ରୟ । ୮ ।

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଂ ପରମଂ ତୀର୍ଥଂ ଭକ୍ତାହ୍ୱୟଂ ହି ତତ୍ ।
ମୁକ୍ତିଦାତା ସ୍ୱୟଂ ଯତ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥୋ ବିରାଜତେ ॥ ୯ ॥

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରମ ତୀର୍ଥ ଭକ୍ତେରି ଚିତ୍ତ,
ମୁକ୍ତିଦାତା ଜଗନ୍ନାଥ ଯଥା ବିରାଜିତ । ୯ ।

ନିତ୍ୟାନନ୍ଦମୟୋ ଯତ୍ନ ହୃଦୟେ ରମତେ ହରିଃ ।
ସର୍ବତୀର୍ଥୋତ୍ତମଂ ତଦ୍ୱି ତର୍ବତୀର୍ଥୋତ୍ତମଂ ହି ତତ୍ ॥ ୧୦ ॥

ସେ ହୃଦୟେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହରିର ବିହାର,
ସର୍ବତୀର୍ଥସାର ସେହି ସର୍ବତୀର୍ଥସାର । ୧୦ ।

বৈলোক্যং ভ্রম ই জীব দৃষ্টাশাস্ত্র্যৈ নিরন্তরম্ ।
 পাত্মতীর্থং খিনা দৃষ্টা ন তে কাপি যমিষ্যতি ॥ ১১ ॥

রে জীব ! ত্রৈলোক্য ভূমি করহ ভ্রমণ,
 কোথাও তৃষ্ণার তব না হবে শমন ;
 আত্মকূণ্ডে ভক্তিজলে না করিলে স্নান,
 এ ঘোর পিপাসা কোথা হইবে নির্বাণ ? । ১১ ।

ই শূদ্র ! মজ্জা শততীর্থজলেশ্বজস্বং
 ধীতং ততঃ খলু ভবেদ্রজএব বাহ্যম্ ।
 নৈবাশ্রমতীর্থপরিষেবণমন্তরেণ
 মালিন্যমান্তরমপৈতি ন নিবৃতিঃ স্যাৎ ॥ ১২ ॥

রে শূদ্র ! সহস্র তীর্থে হও নিমগন,
 বাহিরের ধূলা তাহে হইবে কালন ;
 আত্মতীর্থে নাহি যদি কর যোগ-স্নান,
 যাবে না মনের রজ, পাবে না নির্বাণ (১) । ১২ ।

দৃষ্টাশাস্ত্র্যৈ ভ্রান্তো ভ্রমসি কিমু ঘোরে ভবমরী
 ন জানীষি জীব স্বগৃহগতমেবাস্মতনিধিম্ ।
 সুপ্তম্পানিশ্চেষ্টিয়া সুখমধিগতো ব্রহ্মবিবরম্
 সুধাধারে চক্রে রসয় পরমানন্দমনিয়ম্ ॥ ১৩ ॥

(১) 'যোগ-স্নান'—যেমন অক্টোদয় • প্রভৃতি যোগের সময় গজাস্নান করাকে 'যোগ-স্নান' বলে, তেমনি পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হওয়াকে 'যোগ-স্নান' বলে। 'মনের রজ'—চিত্তমধ্যে কামক্রোধাদি রজোগুণের বিকার অর্থাৎ দূষিত ভাবসকল। 'রজ'-শব্দে ধূলি বুঝায় এবং রজোগুণকেও বুঝায়।

ঘোর ভব-মরু-মাঝে জ্বালন্ত হ'য়ে হায় !
 রে জীব ! ভ্রমিছ কেন শাস্তির আশায় ?
 জান না কি সুধানিধি গৃহেরি ভিতরে ?
 যত চাও তত সুখা দেয় অকাতরে ;
 সুযুস্মা-স্নোপান দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়া,
 সুখার আধার চক্রে পড় কাঁপ দিয়া ;
 পশি তথা চিদানন্দ-সুখা কর পান,
 অংশে পিপাসা তব হইবে নির্বাপণ (১) । ১৩ ।

(১) ঈশ্বর মানবদেহকে যেমন আধিভৌতিক ভাবে তেমনি আধ্যাত্মিক ভাবে নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন ; এজন্ত মানবদেহ যেমন আধিভৌতিক প্রক্রিয়ার উপযোগী, তেমনি আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার উপযোগী । শাস্ত্রকারেরা বলেন,—

“হর্ববিধি তু দৈহ্যৈচ্ছিন্ মলমস্বয়মন্ততী ।

দ্রম্মাধবলি ধীমলী মুক্তি মুক্তিমুদায়নঃ ॥ (ব্রাহ্মই) ।

অর্থাৎ—এই নাড়ীচক্রাদি-ষটিত মলমূত্রাদি-সমাকীর্ণ ভৌতিক দেহের মধ্যে ভগবান্ এমন এক শক্তি দিয়াছেন যে, তদ্বারা বিজ্ঞলোকেরা ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই সাধনা করিতে পারেন । আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া সাধনের জন্ত যোগ-শাস্ত্রকারেরা দেহতত্ত্বকে ছয় ভাগে বিভাগ করিয়াছেন । এই ছয়টি বিভাগকে ‘ষট্চক্র’ বলে । পায়ু ও উপস্থের মধ্যস্থলে চতুর্দল পদ্মাকার চক্রের নাম ‘আধার-চক্র’ । কুণ্ডলিনী নামক ব্রহ্মশক্তির আধার বলিয়াই উহার নাম আধার-চক্র । ষ্ণালস্থত্রের স্থায় কোমল ও সূক্ষ্ম, শিরঃস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্রের মধ্যে সহস্রদল পদ্মাকার চক্রের নাম ‘সহস্রপত্র-চক্র’ ; এই চক্র সুখার আধার ; এ স্থান হইতে অমৃতবাহিনী নাড়ী দিয়া অবিরত অমৃত-রসধারা প্রবাহিত হইয়া দেহকে পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকে ; ঐ অমৃত-বাহিনী নাড়ীর নাম সুষুমা । সুষুমা নাড়ী আধারচক্র হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত বিস্তৃত । যেমন বাজিকর রজ্জু ধরিয়া উর্দ্ধে উঠিয়া নৃত্যগীতাদি কৌড়া দেখায় এবং আবার সেই রজ্জু ধরিয়া নিম্নে নামিয়া পড়ে, তেমনি

ଭକ୍ତିମାହାତ୍ମ୍ୟମ୍ । (୨)

ଭକ୍ତୀକରୋତି ପାପାନି ବହୁଜନ୍ମାର୍ଜିତାନ୍ୟପି ।

ତୂଳରାଶିମିବାର୍ଚ୍ଚିତ୍ତାନ୍ ଭକ୍ତିଃସ୍ତତ୍ତ୍ବିନ୍ ପରାତ୍ପରି ॥ ୧ ॥

ଜୀବାତ୍ମାଓ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ କର୍ତ୍ତୃକ ଆନିଜିତ ହରେନା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟରୂପ ଋଜୁ ବହିନୀ ଓକ୍ତହିତ
ବ୍ରହ୍ମବେଦେ ଓଷ୍ଠିନୀ ନେତ୍ରେ ଅଧାର ଆଧାର ମହତ୍ତ୍ବପଦ-ଚକ୍ରେ ନିବନ୍ଧ ହସ୍ତ । ଓଷ୍ଠାନ୍
ନିବନ୍ଧ ହରେବାମାତ୍ର ଜୀବାତ୍ମା ପରମାନନ୍ଦ ଭୋଗ କରତ ବିବିଧ ମାସିକ ବିନାଶ
ଅକାଶ କରେ ; ଅନନ୍ତର ଅସ୍ପୃଶ୍ୟରୂପ ଋଜୁ ବହିନୀ ଆବାର ନାମିନ୍ନ ପଡ଼େ ।

“ପ୍ରଦକ୍ଷିଣାକରେ ଚକ୍ରମାଧାରାଂଶ୍ଚ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶମ୍ ।

ଅସି କ୍ରୁଷ୍ଣାକ୍ଷିଣୀ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତିରାଧାରପଞ୍ଚଜେ ।

ଆତ୍ମହରନ୍ତୁସ୍ତନ୍ତୁତା ଜୀତେୟମନ୍ତପ୍ରଦା ॥

ଅକ୍ଷାଂ ସହସ୍ରପଦଂ ତୁ ବ୍ରହ୍ମହନ୍ତୁଂ ସୁଧାଧରମ୍ ।

ତତ୍ ସୁଧାସାରଧାରାଭିରମିବର୍ତ୍ତୟତେ ତନୁମ୍ ॥

ଜୀବଃ ମାତ୍ସରମାତ୍ମନଃ କ୍ଷୟା କୌଶାଟିକୋ ଯଥା ।

ସୁପୁଂଶ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମହରନ୍ତୁମାରୋହତ୍ୟବରୋହତି ॥

ବ୍ରହ୍ମହରନ୍ତୁସ୍ଥିତୀ ଜୀବଃ ସୁଧୟା ସମ୍ପ୍ରତୀ ଯଦା ।

ତୁଷ୍ଠୀ ଗୌତାଦିକାର୍ଯ୍ୟାଞ୍ଚି ସମ୍ରକର୍ଷାଞ୍ଚି ସାଧୟେତ୍” ॥

ଅପିଚ,—

“ହଢ଼ା ବାନି ସ୍ଥିତା ନାଢ଼ୀ ପିଙ୍ଗଳା ଦକ୍ଷିଣେ ମତମ୍ ।

ତଥୋର୍ମଧ୍ୟଗତା ନାଢ଼ୀ ସୁପୁଂଶ୍ୟା ଷ୍ଟ ସମାହିତା ।

ପାଦାଂଶ୍ଚକ୍ଷତ୍ରୟଂ ଯାତା ଶିଖାଭ୍ୟାଂ ଶିରସା ପୁନଃ ।

ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନଂ ସମାପନ୍ନା ଶୌରସ୍ତ୍ୟାଞ୍ଚିରୁପିଣୀ ॥

ତତ୍ତ୍ବା ମଧ୍ୟଗତା ନାଢ଼ୀ ଚିନ୍ତାତ୍ମା ଯୋଗିବଳ୍ଲଭା ।

ବ୍ରହ୍ମହରନ୍ତୁଂ ବିଦୁଃସାଞ୍ଚ ପଦ୍ମସୁଦନିର୍ଭଂ ପରସ୍” ॥ ଇତ୍ୟାଦି । (ଯୋଗସାଞ୍ଚେ) ।

(୨) ତତ୍ତ୍ବିନିଶ୍ଚୟ ଯଥା,—

“ସ୍ଥାୟୀ ଭାବଃ, ଭଗବତି ଯସ୍ମିନ୍ନାନନ୍ଦମଗ୍ନତ୍ବେ ।

କ୍ଷୟତଃ ପ୍ରକାଶତେ ଚିତ୍ତେ ସା ଭକ୍ତିରिति କଥ୍ୟତେ ॥

ବସିବୀହୟତୀ ଭାଗୀଃ କ୍ଷିନ୍ଧବାକ୍ଷାତପଞ୍ଚଟା ।

ବ୍ରହ୍ମହରନ୍ତୁସ୍ତୁଧାମାତ୍ମା ଭକ୍ତିର୍ଜୀବାକ୍ଷୟକ୍ଷୟା ॥

প্রকলিত বহ্নিশিখা মুহূর্ত্তে যেমতি
তুলারানি ভস্মসাৎ করে দ্রুতগতি ;
তেমতি ভকতি সেই পরম ঐশ্বরে
বহু জনমের পাপ ভস্মসাৎ করে । ১ ।

স্বীয়ন্তে সম্বৎসরানি চৌয়ন্তে পুণ্যরাম্যয়ঃ ।
সম্মদ্যন্তে সর্বকামা হরিভক্ত্যদয়ে নৃণাম্ ॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণে ভকতি হৃদে হইলে উদয়,
অশেষ কলুষরাশি সদা পায় ক্ষয় ;
অবিরত পুণ্যরাশি উছলিত হয়,
পূর্ণ হয় সর্ব কাম, তৃষ্ণা নাহি রয় । ২ ।

যথৈবান্নৈঃ সমাযোগাৎ সর্বমগ্নিভয়ং ভবেৎ ।
ব্রহ্মভক্ত্যেব যোগাৎ ব্রহ্মভূয়ং প্রপদ্যতে ॥ ৩ ॥

মক্তিহৃদবোধযত্নকা ব্রহ্মী: সৰ্ব্বা হি সাক্ষিকী: ।

যথৈব নগিনী: সুম্না: প্রমাতমরশ্মিপ্রমা ॥

মজ্জত্যাঙ্গা মক্তিহীনী মহানীহময়ে ভবে ।

অন্যকূপে নিরালম্বশ্চিহ্নবস্তুৰ্যথা ঘট: ॥

চিদানন্দময় মঙ্গলময় ভগবানের প্রতি যে স্থায়ী ভাব (অর্থাৎ অচল ও ঐকান্তিক অনুরাগ) স্বতই হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, তাহাই ভক্তিনামে অভি-
হিত। উদয়োন্মুখ সূর্য্যের নিখ অরুণিমা যেরূপ মধুর, পরম ব্রহ্মে
নবপ্রবুদ্ধ জীবাত্মার ভক্তিও সেইরূপ মধুর। যেমন প্রাতঃসূর্য্যের প্রভা
নিজিত নগিনীবৃন্দকে জাগরিত করে, তেমনি একমাত্র ভক্তিই হৃদয়ের সমস্ত
সম্বন্ধিক ভাবকে জাগরিত করে। রজ্জু ছিন্ন হইলে ঘট যেমন তমসাক্ষর
কূপমধ্যে নিমগ্ন হয়, ভক্তিশূন্য হইলে আত্মাও তেমনি মহামোহময় সংসার-
মধ্যে নিমগ্ন হয়।” (সড়াব, ৫ম পৃষ্ঠা)।

জ্বলন্ত অগ্নির সনে যেই দ্রব্য রয়,
সেই যেমন অগ্নিতেজে হয় অগ্নিময় ;
তেমনি ত্রাসের ভাবে যে হয় তন্ময়,
ত্রাসভাব লাভ সেই করয়ে নিশ্চয় । ৩ ।

স্নীপুংসী হিজবন্ধালী বালকস্ববিরাবপি ।
ইম্বরাকিস্বনী বাপি হরিমন্ত্যুদয়ে সমী ॥ ৪ ॥

যতক্ষণ হরিভক্তি না হয় উদয়,
ততক্ষণ পরস্পরে ভেদজ্ঞান রয় ;
স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, নিঃস্ব, ধনবান,
ভক্তির উদয়ে বিপ্র, চণ্ডাল সমান । ৪ ।

ক্লুৰ্ব্ধন্তি ভক্তিরাহিতাঃ শীচাশীচবিচারজ্ঞানম্ ।
কৈশবে হৃদমন্তীনাং সর্ব্বং শীচময়ং জগৎ ॥ ৫ ॥

নাহিক গোবিন্দ-পদে ভকতি যাহার,
শুচি বা অশুচি বলি' সে করে বিচার ;
গোবিন্দভকতিময় যাহার হৃদয়,
সমস্ত বিশ্বই তার পবিত্রতাময় । ৫ ।

চন্দ্রোদয়ে চন্দ্রকান্তঃ কঠিনোঽপি যথা দ্রবেৎ ।
জ্ঞানমন্ত্যুদয়ে প্রেম্যা তদ্বীবালা দ্রবীভবেৎ ॥ ৬ ॥

হ'লেও কঠিন অতি চন্দ্রকান্তমণি,
দ্রব হয় চন্দ্রমার উদয়ে ঘেমনি ;
তেমনি ভকতি কৃষ্ণে হইলে উদয়,
প্রেমরসে দ্রব হয় কঠিন হৃদয় । ৬ ।

অদ্বৈতভক্ত্যযৌগেন যেনাঙ্ক্যানন্তসাত্ কৃতঃ ।

সদ্বৈবানন্তদেবেন তেনাপ্যানন্তমাপ্যতে ॥ ৩ ॥

অদ্বৈত ভকতিযোগে আত্মা যেই জন
অনন্তদেবের পদে করে সমর্পণ ;
অনন্তদেবের অর্চয় তাহারো জীবন
অনন্ত আনন্দভাব করয়ে ধারণ । ৭ ।

অরুণোদয়মান্নেণ যথা বাহ্যং তমোঃস্থিতম্ ।

লীয়তে ভগবদ্বক্তৃয়া তথৈবাব্যন্তরং তমঃ ॥ ৮ ॥

উদিত ইইবামাত্র অরুণ ভপন,
বাহিরের অন্ধকার পলায় যেমন ;
শ্রীকৃষ্ণে ভকতি হৃদে উদিলে তেমনি,
ভিতরের অন্ধকার পলায় অমনি । ৮ ।

কালে বিলীয়তে সর্ব্বং জগত্ স্থাবরজঙ্গমম্ ।

সমাহুতাত্মা গোবিন্দে প্রলয়েঽপি ন লীয়তে ॥ ৯ ॥

স্থাবর জঙ্গম এই জগন্মণ্ডল
কালে অবশ্যই লয় পাইবে সকল ;
গোবিন্দে যাহার আত্মা সমাহিত হয়,
সেইমাত্র প্রলয়েও নাহি পায় লয় । ৯ ।

সুদুস্তরমিবান্মৌখি কৰ্ম্মক্ষেত্রমিমং ভবম্ ।

তরীতুং নতিরেকাস্তি দৃঢ়া ভক্তির্জনাং হি ॥ ১০ ॥

সুবিশাল কৰ্ম্মভূমি এ বিশ্ব সংসার,
অপার সিন্ধুর প্রায় নীমা নাহি তার ;

ତରିତେ ଏ ମହାସିନ୍ଧୁ ଏକସାତ୍ର ଗତି—

“ମୁହୁନ୍ଦ-ମଦାରବିନ୍ଦେ ଅଚଳା ଡକତି । ୧୦ ।

ଯଦ୍ ଜାଗର୍ତ୍ତି ହୃଦୟେ, ସର୍ବଭୀତିହରୋ ହରିଃ ।

‘ତତ୍ର ବଦ୍ୟମହାରୋଽପି ଶିରୀଷକୁସୁମାୟତେ ॥ ୧୧ ॥

ଜ୍ଵାଳା ହାଳାହଳସ୍ୟାପି ହୃଦି ତତ୍ତ୍ଵାୟତାୟତେ ।

କାଳଦଞ୍଱ୋଽପି ମଦ୍ଧିମସ୍ତାନ୍ ତୁଳକାୟତେ ॥ ୧୨ ॥

ସର୍ବଭୀତିହାରୀ ହରି ଦେବ ଭଗବାନ୍

ସେ ହୃଦୟେ ସତତ କରେନ ଅଧିଷ୍ଠାନ ;

ସେ ହୃଦୟେ ନିଦାରୁଣ ବଜ୍ଞେର ପ୍ରହାର

ଶିରୀଷକୁସୁମ ସମ ହୟ ଶୁକୁମାର ;

ସେ ହୃଦୟେ ହଳାହଳ ସୁଧା ବରିଷୟ,

ଅଚଳ ଯମେର ଦଞ୍଱ ତୁଳକଣା ହୟ । ୧୧ । ୧୨ ।

‘ମହାରାଜାଧିରାଜୋଽପି ନମତ୍ୟନ୍ତକସନ୍ନିଧୌ ।

ଜଞ୍ଘମକ୍ତସ୍ୟ ତୁ ପଦେ କ୍ଷତାନ୍ତୋଽପି ଭବିଷ୍ୟତଃ ॥ ୧୩ ॥

ରାଜରାଜେନ୍ଦ୍ର ଯିନି ବିଶ୍ଵଜୟୀ ବୀର,

ତিনিଓ ଯମେର କାଢ଼େ ହନ ନତଶିର ;

ସେ ଜନ କୃଷ୍ଣେର ଦାମ କୃଷ୍ଣେର ଡକତ,

କୃତାନ୍ତଓ ତୁଁର ପଦେ ହନ ଅବନତ । ୧୩ ।

ସର୍ବେଷାଂ ହୃଦୟସ୍ଥଂ ତମନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମିନମୌଷ୍ଠରମ୍ ।

ନୈବ ପଶ୍ୟତି ଗୋହାନ୍ତୋ ଗୋହାନ୍ତୋ ଗୋହାନ୍ତୋ ପଶ୍ୟତି ॥ ୧୪ ॥

ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାରାୟଣ ପରମ ଜ୍ଞେନ୍ଦ୍ର

ବିରାଜେନ ସର୍ବାର ହୃଦୟେ ନିରନ୍ତର ;

না দেখিতে পায় তাঁয় মোহাক্ষ যে জন,
ভক্তি-চক্ষে ভক্ত সদা করে দরশন । ১৪

লীযতে ভৌতিকং বিশ্বং কৰ্ম্ম কৰ্ম্মফলং তথা ।
তন্ময়ানাत्मना दृष्टे तस्मिन् कृष्णे परात्परि ॥ ১৫ ॥

ভক্তিযোগে তন্ময় হইয়া যেই জন
সেই পরাৎপর কৃষ্ণ করে দরশন ;
এ বিশ্ব ভৌতিক কাণ্ড লয় পায় তার,
কৰ্ম্ম কৰ্ম্মফল তার নাহি থাকে আর । ১৫ ।

मृतोऽपि जीवति चिरं हरिभक्तिपरायणः ।
हरिभक्तिविहीनस्तु खसन्नपि न जीवति ॥ ১৬ ॥

হরিভক্তি-বিরহিত যাহার অন্তর,
প্রাণবায়ু থাকিলেও মৃত সেই নর ;
হরিভক্তিময় হয় যাহার হৃদয়,
মরিয়াও সেই জন চিরজীবী হয় । ১৬ ।

क्षीयते वैष्णवस्यायुर्नित्यं নৈবাপক্ষীয়তে ।
विष्णुभक्तिविहीनस्य क्षीयते नैव क्षীয়ते ॥ ১৭ ॥

বিষ্ণুভক্তি-ব্রত যেই করেছে গ্রহণ,
কমে না তাহার আয়ু বাড়ে অনুক্ষণ ;
বিষ্ণুভক্তি-বিরহিত যেই জন হয়,
বাড়ে না তাহার আয়ু নিত্য পায় ক্ষয় । ১৭ ।

येन कायो मनो वाक्यं श्रीकृष्णचरणेऽर्पितम् ।
तस्य कायो मनो वाक्यं प्रलयेऽपि न क्षीयते ॥ ১৮ ॥

আপনার কায়-মন বাক্য যেই জন
 শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে করে সমর্পণ ।
 এ বিশ্ব প্রলয়কালে পাইলেও লয়,
 তার কায় মন বাক্য নাহি পায় ক্ষয় । ১৮ ।

হরিভক্তিবিশীনস্য সুধাপি গরল্যয়তি ।
 গোবিন্দগতচিন্তস্য বিষমদ্যমৃতায়তি ॥ ১৯ ॥

হরিভক্তি-বিরহিত যেই জন হয়,
 সুধাও তাহার পক্ষে হয় বিষময় ;
 গোবিন্দে যে জন মন করে সমর্পণ,
 বিষও তাহার পক্ষে অমৃত যেমন । ১৯ ।

দাবাগ্নিরপি শ্রীতাংশুর্ভবেদন্তর্হরির্যদি ।
 শ্রীতাংশুরপি দাবাগ্নির্ভবেন্তর্হরির্যদি ॥ ২০ ॥

যে জন হৃদয়ে হরি করয়ে ধারণ,
 দাবাগ্নিও তার কাছে সুধাংশু যেমন ;
 যে জন হৃদয়ে হরি না করে ধারণ,
 সুধাংশুও তার কাছে দাবাগ্নি যেমন । ২০ ।

ভগবত্ত্বক্তিরহিতা মহামোহনিমীলিতাঃ ।
 নৈলয়ন্তে বলোবর্হাঃ স্নানান্তি সর্বদা ॥ ২১ ॥

ভগবানে যাহাদের নাহিক ভকতি,
 ঘোর মোহে অন্ধ তারা অতি মন্দমতি ;
 ভব-যন্ত্রে ঘুরে তারা মরে অনুকণ,
 ঘানিগাছে ঢঙ্কু-ঢাকা বলদ যেমন । ২১ ।

पाषाणे पतितं बीजं यथा नैव प्ररोहति ।
न फलत्पुपदेशोऽपि भक्तिहीने तथा नरे ॥ २२ ॥

पाषाणे यद्यपि बीजं इत्य निपतित,
से बीजं रुदापि नाहि इत्य अक्षुरित ;
तेमति भक्तिहीन हृदय पाषाण,
निष्फल ताहार काछे उपदेश दान । २२ ।

भक्तिहीना हि या बुद्धिः शास्त्रमात्रानुशीलनीं ।
परमार्थं न सा वेत्ति दर्वी पाकरसं यथा ॥ २३ ॥

भक्ति नाई, শুধু করে শাস্ত্র আলোচন,
হেন বুদ্ধি নাহি বুঝে পরমার্থ ধন ;
দর্বী দেখ ! নাড়ে চাড়ে স্মিষ্ট ওদন, (১).
কিন্তু সে মিষ্টের স্বাদ জানে না কেমন । ২৩ ।

भवदुःखघरटेन पिथ्यन्ते सर्वजन्तवः ।
दुःखमुक्तः सदानन्दः कृष्णभक्तो हि केवलः ॥ २४ ॥

সংসার-দুঃখের ঘরে গোধূমের প্রায়
অহরহ চূর্ণ হয় জীব সমুদায় ;
দৃঢ়ভাবে নারায়ণে যে করে আশ্রয়,
দুঃখমুক্ত সেইমাত্র সদানন্দে রয় । ২৪ ।

मज्जत्यात्मा भक्तिहीनो महामोहमये भवे ।
अन्धकूपे निरालम्बश्छिन्नरज्जुर्घटो यथा ॥ २५ ॥

(১) 'দর্বী'—হাত, তাড়ু, খুজী ইত্যাদি । 'স্মিষ্ট ওদন'—মিষ্টান্ন ।

ছিঁড়িলে কণ্ঠের রজ্জু কলস যেমন
 অন্ধকার কুপগর্ভে হয় নিমগন ;
 ভকতি-বন্ধন-হীন আত্মাও তেমন
 মোহময় ভবগর্ভে হয় নিমগন । ২৫

भगवद्भक्तिहीनस्य दुःखस्यान्तो न विद्यते ।
 तरणी भक्तिरेकैव भवदुःखमहामुघी ॥ २६ ॥

হরিভক্তি-বিরহিত হয় যেই জন,
 তাহার দুঃখের অন্ত নাহি কদাচন ;
 অপার শোকের সিন্ধু এ ঘোর সংসার,
 একমাত্র হরিভক্তি তরণী তাহার । ২৬ ।

अधमैः सह संवासात् ज्ञानभक्तिपराङ्मुखैः ।
 वरं वासीऽपि नरके कृमिकीटगणैः सह ॥ २७ ॥

হরিভক্তি-পরাঙ্মুখ অধমের সনে
 বসতি করিতে যদি হয় এ ভুবনে ;
 'তা হ'তে বরঞ্চ ভাল—ছাড়ি' লোকালয়,
 নরকের মাঝে কৃমিকীটের আশ্রয় । ২৭ ।

तन्नैव नाकः किल यत्र भक्तिः
 यत्राऽभिमानो नरकश्च तत्र ।
 स्वर्गस्य मूलं हविर्भक्तिरेका
 तथाऽभिमानो नरकस्य मूलम् ॥ २८ ॥

স্বর্গ সেই স্থানে হরি-ভকতি যথায়,
 অভিমান যেই স্থানে নরক তথায় ;

हरिभक्ति एकमात्र स्वर्गेर सौपान,
अभिमान नरकेर जानिवे निदान । २८ ।

स्त्रोतांसि सिन्धुं समुपेत्य सद्यः
प्रशान्तवेगानि यथा भवन्ति ।
अनन्तमासाद्य तथेन्द्रियाणि
विकारशून्यानि भवन्ति सद्यः ॥ २९ ॥

मহার्गवे निपतित হইলে যেমন
সমস্ত নদীর বেগ হয় নিরারণ ;
ইন্দ্রিয় অনন্ত-পদে সঁপিলে তেমনি
সমস্ত বিকার তার পলায় তখন । ২৯ ।

यथाऽन्धो दृष्टिमासाद्य तथा लोको विलोकते ।
भगवन्नक्तिमासाद्य सर्वमेव नवं नवम् ॥ ३० ॥

জন্মান্তর সহসা দৃষ্টি লভিলে যেমন
সকলি অপূর্বরূপ করে দরশন ;
তেমতি ভকতি কৃষ্ণে হইলে উদয়,
এ বিশ্ব সকলি যেন নবরূপ হয় । ৩০ ।

भुज्यते क्षणाभक्तेन भोगो नित्यं नवो नवः ।
क्षान्तोपभोगानां परिच्छेदो न विद्यते ॥ ३१ ॥

যে জন ক্রীকৃষ্ণপ্রেমে হয় নিমগন,
নিত্যই নূতন ভোগ ভুঞ্জে সেই জন ;
কত যে আনন্দভোগ ভজিলে তাঁহারে,
সে স্মৃতির পরিসীমা কে করিতে পারে । ৩১ ।

গতির্নান্যাস্তি জীবন্ত ভবদুঃখবিমুক্তয়ে ।

বিনা তাং ভগবৎকৃষ্ণং শ্রীগৌরাঙ্গপ্রদর্শিতাম্ ॥ ২২ ॥

একমাত্র বিনা সেই গোবিন্দে ভকতি,
জীবের নিস্তার তরে নাহি অণু গতি ;
শ্রীগৌরাঙ্গ যেই পথ দেখাইলা ভবে,
সেই পথে চল চল জীবগণ সবে । ৩২ ।

অনন্তচরণোপান্তং নিতান্তং যদি বাচ্ছসি ।

ধ্রুবপ্রসাদচরিতাং পদবীং ভজ রে মনঃ ॥ ২৩ ॥

যদি সে অনন্তপদে মিশিবারে চাও,
তবে কেন ভ্রান্ত হ'রে অণু পথে যাও ?
যে পথে প্রসাদ ধ্রুব করিলা গমন,
তুমিও সে ভক্তি-পথে চল ওরে মন ! । ৩৩ ।

লোকত্রয়েণ ধন্যা সা গর্ভে ধারয়তি হি, যা ।

জ্ঞানভক্তাং মহাত্মানং সুপুত্রং কুলপাবনম্, ॥ ২৪ ॥

ত্রিভুবনে সেই ধন্যা, গর্ভে যেই ধরে
কৃষ্ণভক্ত কুলের পাবন পুত্রবরে । ৩৪ ।

একৌণ্ডি ভগবৎকৃষ্ণো যদি বংশে প্রজায়তে ।

আ মূলাত্ সকলং বংশং স প্রনাতি স্বজন্মনা ॥ ২৫ ॥

একটীও কৃষ্ণভক্ত হইলে তনয়,
সমূলে সমস্ত বংশ সুপবিত্র হয় । ৩৫ ।

দূরীকরোতি দুরিতং বিমলীকরোতি

শেতৌ অলোকমখিলং ব্রহ্মকীকরোতি ।

भूतेषु कामपि कृपां बहुलीकरोति
भक्तिर्हरी किमु न मङ्गलमातनोति ॥ ३६ ॥

अशेष दूरितराशि विदूरित হয়,
সমস্ত হৃদয় হয় পবিত্রতাময় ;
সর্বত্র অপূর্ব দয়া প্রবাহিত হয়,
রোগ শোক পরিতাপ কিছু নাহি রয় ;
অতএব হরি-পদে ভকতি যাহার,
কিবা স্মঙ্গল লাভ না হয় তাহার ? । ৩৬ ।

नो देशं नापि कालं न च विधिर्नियमान् गन्धमाल्यादिकं वा
नो शिखां नापि दीक्षां न च कठिनतपःसाधनं वा धर्मं वा ।
नो मन्त्रं नापि तन्त्रं न च दुरधिगमानागमान् वा पुराणम्
किञ्चिन्नापेक्षतेऽसौ भवति मुरहरो भक्तिमात्रप्रसन्नः ॥ ३७ ॥

তঁার আরাধনে সাধনে বা ধনে
জপে তপে কিবা ফল ?
তন্ত্র মন্ত্র বেদ দেশ-কাল-ভেদ
নাহি চাই তপোবল ;
শিক্ষায় দীক্ষায় নাহি পাবে তঁায়
বুথ্য গন্ধ মাল্য জল,
কৃষ্ণ-কৃপাবল লভিতে সম্বল
ভক্তিমাত্র নিরমল । ৩৭ ।

भक्तिरेव हि नैवेद्यं यन्निवेद्यं जनार्दने ।
अणुना भक्तितोयेन प्रीयते भक्तवत्सलः ॥ ३८ ॥

ভকতিই একমাত্র নৈবেদ্য তাঁহার,
 নারায়ণে নিবেদিতে কিবা আছে অপর ?
 ভক্তিভাবে একবিন্দু দেও যদি জল,
 তাহাতেই হন প্রীত ভকতবৎসল । ৩৮ ।

অভিমানেন যদ্ব্যক্তং তদ্ব্যক্তং ভসিতং স্মৃতম্ ।
 ভক্ত্যা পরময়া দত্তমমৃতত্বায় কল্যণতি ॥ ৩৯ ॥

অভিमानে যাহা কিছু কর তুমি দান,
 সে শুধু ভস্মেতে ঘূত ঢালার সমান ;
 যা দাও ভকতিভাবে হইয়া তনয়,
 তাহাই অমৃতরূপে পরিণত হয় । ৩৯ ।

সর্বান্ তোয়াশ্রয়ান্ হিত্বা নবাঙ্ঘ্রমিব চাতকঃ ।
 ত্যক্তা ভক্তোঽখিলান্ কামান্ ভগবন্তমুদীক্ষতে ॥ ৪০ ॥

পরিহরি শত শত রম্য সরোবর,
 চাতক নিরঞ্জে যথা নব জলধর ;
 তেমতি সমস্ত কাম করি' বিসর্জন,
 ভক্ত সদা ভগবানে করে নিরীক্ষণ । ৪০ ।

মুকুন্দপদপঙ্কজং মধুরমাণমাশ্বাদয়ন্
 ন কল্যণমলীমসং বিষয়ভোগমাশিবতে ।
 রসালরসমাধুরী স খলু যেন মুক্তাঽসক্তা
 ন পল্লবজলং পিকঃ পিবতি প্রসঙ্গাবিলম্ ॥ ৪১ ॥

হরিপাদ-পদ্মে মধু করি' আশ্বাদন
 বিষয়-কলুষরসে নাহি যায় মন ;

কৌকিল রসান-রস করি আশ্বাদন,
পঙ্কিল পল্লব-জল করে কি সেবন ? । ৪১ ।

ই রে মানসমৃদ্ধ মা কুরু মুখা ভঙ্কারকোলাহলং
নিঃশব্দং হরিপাদপুঞ্জকমলে মাধ্বীকমাশ্বাদয় ।
তস্মিন্ সৰ্ব্বতৃপ্পাপহারিণি চিদানন্দে মরন্দে সত্ত্বত্
নিষীতি জ্ঞা নু তে প্রয়াস্যতি লয়ং সাহস্জ্জ্বতিৰ্ভঙ্কতি: । ৪২ ॥

ওরে মন-মধুকর ! . . . বৃথা কেন ঘুরে মর,
বৃথা কেন গগুগোল কর রে বঙ্কার,
শ্রীহরির পদতলে . . . সে প্রফুল্ল শতদলে
নীরবে বসিয়া মধু পিয় একবার ; . . .
সে যে চিদানন্দ-সুখা . . . শান্ত করে সর্ববন্ধুধা,
বারেক আশ্বাদ তার পাইবে যেমনি,
কোথা যাবে এ বঙ্কার . . . ফুরাইবে অঙ্কার,
অসাড় অম্পন্দ হ'য়ে পড়িবে অমনি । ৪২ ।

পদে পদে মোহমদে ন মত:
হা ত্বামনিচ্ছন্নপি বিস্মরামি ।
মোহং জহীমং মধুকৈটভং মে
“হরে মুরারে মধুকৈটভারে” ॥ ৪৩ ॥

মনে করি ভুলিব না কিন্তু আমি হায় !
মোহমদে পদে পদে ভুলি'য়ে তোমায় ;
মধুকৈটভারি হরি ! এস একবার,
এ মোহ-মধুকৈটভে কর হে সংহার । ৪৩ ।

যথা শিশুৰ্ভূমিতলেঃসুবারং
পতন্তুদৃষ্ট্বান্ পদমেতি মাতুঃ ।
তথা কদা হা পতিতোল্লিতোঃহং
হরে ধরিষ্যামি পদং ত্বদীয়ম্ ॥ ৪৪ ॥

শিশু যথা বার বার পড়িয়া উঠিয়া,
মাতের পা খানি গিয়া ধরে জড়াইয়া ;
পড়িয়া উঠিয়া হরি ! ভবে বার বার,
আমিও ধরিব কবে চরণ তোমার । ৪৪ ।

কিমস্ति मे नास्ति च किं न जानि
किमर्थये त्वां नहि केचि देव ।
जानि परं त्वच्चरणारविन्दं
भवे भवे तत्र रतिर्ममास्तु ॥ ४५ ॥

জানি না কি আছে মোর জানি না কি নাই,
কি চাহিব তব কাছে ভাবিয়া না পাই ;
সবে মাত্র জানি হরি ! ও রাঙা চরণ,
জন্ম জন্ম উহাতেই থাকে যেন মন । ৪৫ ।

नं धर्मं न वार्थं न कामं न मोक्षं
हरे प्रार्थयेऽहं न वा किञ्चिदन्यत् ।
अये प्राणबन्धो मयि प्रेमबिन्धो
कपालेशमीश प्रयच्छ प्रयच्छ ॥ ४६ ॥

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ কিছু নাহি চাই,
আর কিছুতেই হরি ! যাক্ষা মোর নাই ;

প্রাণবন্ধু ! প্রেমসিদ্ধি ! করুণানিধান !
কর কর এক বিন্দু করুণাপ্রদান । ৪৬ ।

রামং যথাগ্রে শরভঙ্কযোগী
• পশ্যন্ তনুং হোমশুচী জুহাব ।
তথা কদা ত্বাং পুরণ্ব পশ্যন্
হরি চিতাগ্নী তনুসুতৃজামি ॥ ৪৭ ॥

হেরিতে হেরিতে রামে সম্মুখে যেমন,
শরভঙ্ক হোমানলে ত্যজিল জীবন ; (১)
তেমনি তোমারে হরি ! করি' দরশন,
চিতানলে কবে দেহ দিব বিসর্জন । ৪৭ ।

পঙ্কুস্ত্রাণ্যপি সুদুস্তরাম্ভুরাশিঁ
হস্তেকরোতি শশিনং কিল বামনোঽপি ।
যস্মিন্ নিপাতয়সি ক্লৃণ্ণ ক্লৃপাকটান্নং •
কিঁ তস্য দুষ্করমহী ভুবনত্রয়েঽপি ॥ ৪৮ ॥

পঙ্কুও দুস্তর সিদ্ধি পারে লজ্জিবারে,
বামনেও হাতে চাঁদ ধরিবারে পারে
ক্লৃপাদৃষ্টি কর ক্লৃণ ! যাহার উপর,
ত্রিভুবনে বল ! তার কি আছে দুষ্কর । ৪৮ ।

(১) শ্রীরাঘচন্দ্র শরভঙ্কের আশ্রমে উপস্থিত হইলে, শরভঙ্কমুনি রামদর্শনে আপনাকে পূর্ণকাম জ্ঞান করিলেন, এবং সম্মুখে সেই রামমূর্তি দেখিতে দেখিতে হোমানলে নিজ দেহ আহুতি দিলেন,—

“তদীঽগ্নিঁ স সমাধায় হুত্বা স্বাত্মেন মন্দবৎ ।

শরভঙ্গী মহাতৈজাঃ প্রবিবেশ হুতাহলম্” ॥

(হুত্বাদি, বাসায়থি—আবদ্ধকান্ডে—৫ম সর্গে ।)

কল্যান্তকালে প্রবলেষি মীৰুঃ

নাশং ব্রজিতামপি চন্দ্রসূর্যৌ ।

শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজবহুমত্তেঃ

ন জাতু নাশঃ পতনং ন বাঽস্ति ॥৪৮॥

মেরুও প্রলয়কালে হয় বিচলিত,

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা হয় অস্তমিত ;

শ্রীকৃষ্ণ-চরণপদ্মে বাঁধা যার মন,

তাহারি নাহিক নাশ দাহিক পতন । ৪৮ ।

চরাচরাণাং ভূতানাং যা ঘোরা কালয়ামিনী ।

সেব যোগিন্দ্রভক্তস্যাঽবশ্যকৌটিসমদ্যুতিঃ ॥ ৫০ ॥

সর্ববনাশী কালরাত্রি আগিয়া যখন

গ্রাস করে চরাচর সমস্ত ভুবন ;

একমাত্র কৃষ্ণভক্ত জাগিয়া তখন

কৌটি অরুণের প্রভা করে দরশন । ৫০ ।

হরিপ্রেমবিহীনস্য সৰ্ব্বং বিষময়ং জগত্ ।

হরিপ্রেমার্দ্ৰচিত্তস্য সৰ্ব্বমেব সুধাময়ম্ ॥ ৫১ ॥

হরিপ্রেমরসে হয় ! বঞ্চিত যে জন,

বিষময় হয় তার নিখিল ভুবন ;

হরিপ্রেমে আর্দ্র সদা যাহার হৃদয়,

সকলি তাহার কাছে হয় সুধাময় । ৫১ ।

হরিশূন্যাত্মনঃ শান্তিস্ত্রীলোকেষুঽপি ন বিদ্যতে ।

হরিপূর্ণাত্মনঃ শান্তির্নিঃসংশয়মেব করে স্থিতা ॥ ৫২ ॥

সর্বশোকহারী হরি হৃদে যার নাই,
ত্রৈলোক্যেও শান্তি তার দোখতে না পাই ;
আর যার হৃদে হরি বিরাজে সদাই,
তাহার শোকের শান্তি আপনারি ঠাই । ৫২ ।

•মিধ্যেনাছুতিগন্থেন যথা যন্নহুতাশনঃ ।

•তথাচারেণ পুতেন ভগবত্প্রেম সূচ্যতে ॥ ৫৩ ॥

হোমকুণ্ডে প্রজ্বলিত যজ্ঞ-ছত্ৰাশন,
পবিত্র আহুতি-গন্ধে বুঝিবে যেমন ;
লোকের ঈশ্বর-ভক্তি বুঝিবে তেমন,
পবিত্র আচার, তার করি দর্শন । ৫৩ ।

•মমত্বমাতঙ্গসহস্রশক্তি

•মুমূর্ষুরপ্যেতি যযৈব ভক্তয়া ।

তাং দেহি ভক্তি তব পাদপদ্মে

ই কৃষ্ণ কারুণ্যনিধি মুকুন্দ ॥ ৫৪ ॥

যে ভক্তির গুণে ভক্ত মুমূর্ষু দশায়
সহস্র হস্তীর বল নিজ দেহে পায় ;
তব পদে সেই ভক্তি কর মোরে দান,
ওহে মুরহর হরি করুণানিধান ! । ৫৪ ।

•ভক্তিগদগদকণ্ঠেন তন্নতেনান্ধরাঙ্গনা ।

•কৃষ্ণ্যতি বদ রে জীব ! বিমেষি যমলাদৃ যদি ॥ ৫৫ ॥

ভীষণ শমন তব শিয়রে হেরিয়া
আতঙ্কে যদি রে জীব ! উঠ শীহরিয়া ;

তবে ডাক কৃষ্ণ বলি' সেই দয়াময়ে,
ভক্তিগদগদ কণ্ঠে তদগত হৃদয়ে । ৫৫ ।

মৃতানাং দেহিণাং পীত্বা বিষয়ং বিষমং বিষম্ ।
কেবলা কেশবে ভক্তির্মৃতসঞ্জীবনী সূধা ॥ ৫৬ ॥

বিষয় বিষম বিষ পান করি যারা
রোগে শোকে পরিতাপে হ'য়ে আছে মরা ;
এ জগতে তাহাদের একমাত্র গতি—
মৃতসঞ্জীবনী সূধা শ্রীকৃষ্ণে ভকতি । ৫৬ ।

ভস্মাগং ধাবতাং বেগাদুদ্ভ্রামিন্দ্রিয়দন্তিনাম্ ।
একএব নিয়ন্তাস্তি জ্ঞানভক্তিমযোজ্জুযঃ ॥ ৫৭ ॥

কুপথে প্রচণ্ড বেগে মত্ত হ'য়ে ধায়
দুর্জয় ইন্দ্রিয়-হস্তী কে ফিরায়ে তায় ?
একমাত্র কৃষ্ণভক্তি-অঙ্কুশের ঘায়
সে ছরন্তু মাতঙ্গেরে বশে রাখা যায় । ৫৭ ।

শ্মশানমপি বৈকুণ্ঠো ভবেৎ প্রেতৌপি জীবিতঃ ।
ত্বনাম্মা নৃত্যতি প্রেম্ণা প্রসন্নো ভব মে হৃদে ॥ ৫৮ ॥

তব নামে শ্মশানে বৈকুণ্ঠে বিরাজিত,
মৃতও নাচেরে প্রেমে হ'য়ে পুলকিত ;
ওহে হরি ! দয়া করি এস দয়াময় !
আমার হৃদয়ে সদা হও হে উদয় । ৫৮ ।

ত্বৈলোক্যে প্রতিকূলৈপ্যি কা ভীতিঃ সদয়ে হরৌ ।
ত্বৈলোক্যৈপ্যনুকূলৈ কঃ সংশয়েৎ বিমুখৈ হরৌ ॥ ৫৯ ॥

त्रैलोक्य मिलিয়া যদি প্রতিকূল হয়,
 ত্রীকৃষ্ণ করিলে দয়া কিবা তার ভয় ?
 ত্রিভুবন যদি হয় সহায় তাহার,
 তিনি দয়া না করিলে নাহিক নিস্তার । ৫৯ ।

।। ऋयोगनिमग्नस्य स्थाणुवन्निश्चलस्य मे ।
 ।। नम्यस्य कदा देहो बल्लীकेषु निमज्जति ॥ ६० ॥

কবে আমি কৃষ্ণযোগে তন্ময় হইব,
 স্থাণুর সমান হ'য়ে নিশ্চল রহিব ; (১)
 এরূপে শরীর মোর হবে জীর্ণ শীর্ণ,
 বল্লীকরাশিতে কবে হইবে আঁকীর্ণ (২) । ৬০ ।

कृष्णार्पितमनःप्राणः कृष्णति मुहुर्बहिरन् ।
 कृष्णयोगनिमग्नात्मा कदा यामि तपोवनम् ॥ ६१ ॥

স্বৰ্ণপিব মন প্রাণ কৃষ্ণের চরণে,
 অবিরাম কৃষ্ণ-শ্রাম বলিব বদনে ;
 কবে আমি কৃষ্ণযোগে হইয়া তন্ময়,
 গৃহ ছাড়ি তপোবন করিব আশ্রয় । ৬১ ।

कदा भक्तिसुरोन्मादाद् दिग्विदिग्भानवर्जितः ।
 परापरविचारान्धो वीक्षे कृष्णमयं जगत् ॥ ६२ ॥

প্রাণ ভোরে ভক্তি-সুরা করি' আমি পান,
 উন্মাদে হারাব কবে দিগ্বিবিদিক্ জ্ঞান ;

-
- ১) 'স্থাণু'—মুড়া গাছ বা খোঁটা, তাহার ঝায় নিশ্চল অর্থাৎ স্থির ।
 ২) 'বল্লীকরাশি'—উইমাটির ঢিবি

যুচিবে আপন পর বিচার আমার,
কৃষ্ণময় সকলি হেরিব একাকার । ৬২ ।

মৃগলুপ্যাসমং বুধা বিশ্বমেতদতাস্বিকম্ ।

ধ্যায় চেতস্বিদানন্দং তৎ সত্যং শাস্ত্রতং মহঃ ॥ ৬৩ ॥

তুমি কার কে তোমার কেবা বল কার ?
মৃগতৃষ্ণা সম মিথ্যা জানিবে সংসার ;
পরম মঞ্জলময় সত্য সনাতন,
সেই জ্যোতি সদা ধ্যান কর ওরে মন ! ৬৩ ।

বিশ্বং প্রেমময়ং সৰ্ব্বং স্বয়ং প্রেমময়ী হরিঃ ।

শুক্তির্মুক্তিস্ব জীবস্ব কৃষ্ণপ্রেমিণি প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৪ ॥

প্রেমময় হের ! এই নিখিল ভুবন,
আপনিই প্রেমময় দেব নারায়ণ ;
একমাত্র সেই কৃষ্ণ-প্রেমের উপর
ভুক্তি মুক্তি জীবাত্মার করয়ে নির্ভর । ৬৪ ।

অনন্তগিরিরাজীয়া অনন্তসাগরসঙ্গতা ।

কৃষ্ণপ্রেমময়ী গঙ্গা মাং পুনাতু সনাতনী ॥ ৬৫ ॥

অনন্ত-গিরীন্দ্র হ'তে বাঁহার জনন,
অনন্ত-সাগর সঙ্গে বাঁহার মিলন ; (১)

(১) যেমন জড়ময়ী গঙ্গা 'গিরীন্দ্র' অর্থাৎ গিরিরাজ হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া সাগরে মিশিয়াছে, তেমনি ভক্তিরূপা চিন্ময়ী গঙ্গা 'অনন্ত' অর্থ নারায়ণরূপ গিরিরাজ হইতে উৎপন্ন হইয়া 'অনন্ত' অর্থাৎ নারায়ণ মহাসাগরে মিশিয়া যায় ।

কৃষ্ণপ্রেমময়ী সেই গঙ্গা সনাতনী
পবিত্র করুন মোরে পতিতপাবনী । ৬৫ ।

কদা তদ্ব্যানমগ্নোহং হরি ত্যজ্যামি জীবিতম্ ।
কদা মে-বান্ধবাঃ সৰ্ব্বং করিষ্যন্তি হরিধ্বনিম্ ॥ ৬৬ ॥

হরি হে ! তৌমারি ধ্যানে হইয়া মগন
কবে আমি মহানন্দে ত্যজিব জীবন ;
কবে মোর বন্ধুগণ মিলিয়া তখন
করিবে উচ্চৈঃস্বরে হরি হরি ধ্বনি । ৬৬ ।

অন্তে নারায়ণং ব্রহ্ম স্মারং স্মারং হৃদা হরিম্ ।
উত্তাননয়নঃ প্রাণান্ পরিত্যজ্যাম্যহং কদা ॥ ৬৭ ॥

উলটিব আঁখি কবে প্রাণ পরিহরি,
অন্তে নারায়ণ ব্রহ্ম স্মরিয়া শ্রীহরি । ৬৭ ।

ই গোবিন্দংগতাঙ্গানো গোবিন্দগতজীবনাঃ ।
শান্তির্হি তেষাং সৰ্ব্বত্র ছায়েবানুগতা সদা ॥ ৬৮ ॥

গোবিন্দে যাহারা আত্মা করে সমর্পণ,
গোবিন্দে উৎসর্গ করে যাহারা জীবন ;
সর্বত্র তাদের শান্তি জানিবে নিশ্চয়
ছায়ার মতন সদা সঙ্গে সঙ্গে রয় । ৬৮ ।

ন শান্তিরৈশ্বর্য্যবिलासदीप्तं
हृद्यैर्गुणैश्चरणीयैश्चरस्य ।
স্বখাবশেষিষু জরনৃণিষু
শান্তিঃ কুটীরেষু হি বৈশ্বানরানাম্ ॥ ৬৯ ॥



জ্ঞানভক্তিবিষয়কম্ ।

রম্য রাজগৃহ যথা ঐশ্বর্য-বিলাস,
সে স্থান কদাচ নহে শাস্তির আবাস ;
ভক্তের কুটীর যাহা জীর্ণ শীর্ণ অতি,
সেই স্থানে সদাকাল শাস্তির বসতি । ৬৯ ।

জলে নলী বা গহনে গিরী বা
বসাতলে বাপি যমালয়ে বা ।
সর্বত্র ভক্তাঃ স্তম্ভমেব শ্রীত
শিষ্যর্থ্যথোক্তস্তলে জনন্যাঃ ॥ ৩০ ॥

পর্বতে গহনে কিম্বা জলে বা অনলে
যমালয়ে কিম্বা যদি 'যায় বসাতলে' ;
সর্বত্রই ভক্ত স্তম্ভে করয়ে শয়ন,
আপন মায়ের কোলে বালক যেমন । ৭০ ।

আত্মন্যেব পরাভ্যাসং ভক্তিয়োগিন পশ্যতঃ ।
আত্মারামস্য নির্বাণমাভ্যন্যেব প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৩১ ॥

ভক্তিয়োগে তন্ময় হইয়া যেই জন
আত্মমধ্যে পবিত্র করে দরশন ;
আত্মানন্দে পবিপূর্ণ, নাহি বাহুজ্ঞান,
তাহার আত্মার মাঝে বিরাজে নির্বাণ । ৭১ ।

কামিনুরক্তিনৈরকান্তিপন্থাঃ
মার্গোপবর্গস্য স জ্ঞানভক্তিঃ ।
যেনৈশ্বসিদ্ধির্ভজ তেন জীব
দ্ব্যেব মার্গী পুরতস্যদেব ॥ ৩২ ॥

যেহ নরকের পথ কামে অভিরতি,
মহানির্ব্বাণের পথ ত্রীকূষে ভকতি ;
সম্মুখে এ দুই পথ দেখ ওরে মন !
যাহা ইচ্ছা সেই পথে করহ গমন । ৭২

যৌ সুহৃদ্বার্য্যমাণোঽপি ভূয়এব প্রবর্ত্ততে ।
কামান্বেদ্যস্ব শমনং ক্রবলং স্মরণং হৃদৈঃ ॥ ৩৩ ॥

নিবারিতে যত ভারে কর প্রাণপণ,
দূরন্তু দুর্জয় কাম না মানে বারণ ;
এ ভীষণ হতাশন করিতে শমন,
একমাত্র শান্তি-বারি হরির স্মরণ । ৭৩ ।

ভব পশ্চতপা জীব ! ভবে কামানলৈবৃত্তে ।
অসিধারাব্রতমিদং চর বা ভব ভক্ষসাত্ ॥ ৩৪ ॥

—চারিদিকে কামানল জ্বলে ঘোরতর,
তারি মুখে বসি' জীব ! পঞ্চতপ কর ;
এই অসিধারাব্রত যদি নাহি কর,
তবে এ অনলকুণ্ডে জ্বলে পুড়ে মর (১) । ৭৪ ।

(১) ‘পঞ্চতপ’—গ্রীষ্মকালে চারিদিকে চারিটী অগ্নি জালিয়া, হৃদয়ের দিকে স্থিরদৃষ্টি হইয়া যোগসাধন করাকে ‘পঞ্চতপ’ বলে । ‘অসিধারাব্রত’—যুবক-যুবতী একাসনে বসিয়া যোগসাধন করিবে, অথচ মুক্তস্বভাব হইটী শিশুর জ্বায় উভয়ের মন সম্পূর্ণ নির্ভিকার থাকিবে, এইরূপ তপস্তাকে ‘অসিধারাব্রত’ বলে । অসিধারা অর্থাৎ খড়্গের স্ত্রীক্ল ধার । স্ত্রীক্ল খড়্গের ধারে গাত্ৰের সংঘর্ষণের জ্বায় এই ব্রত অতি দুষ্কর ; তাই ইহার নাম ‘অসিধারাব্রত’ ।

“যুবা যুবত্যা স্তাভ্যং যন্তুগ্ধমনংবদাশবিন্ ।

অনলগিহিতমস্কন্ধঃ স্যাত্ অসিধারাব্রতং হি ক্লম্ ॥”

মক্তিপূর্ণো হি যস্যাত্মা পূর্ণ্য তস্যাস্বিলং জগত্ ।
মক্তিযুগ্মস্য যস্যাত্মা শূন্য তস্যাস্বিলং জগত্ ॥ ৩৫ ॥

হরিভক্তি-পূর্ণ হয় হৃদয় বাহার,
তাহার নিকটে পূর্ণ এ বিশ্বসংসার ;
হরিভক্তি-শূণ্য হয় হৃদয় বাহার,
তাহার নিকটে শূণ্য এ বিশ্বসংসার । ৭৫ ।

অন্তর্দস্য হরিস্তস্য সর্ব্বং জ্যোতির্ম্ময়ং জগত্ ।
নান্তর্য্যস্য হরিস্তস্য সর্ব্বমেব তমোময়ন্ ॥ ৩৬ ॥

বিরাজে আত্মার মাঝে তার নারায়ণ,
তার কাছে জ্যোতির্ম্ময় নিখিল ভুবন ;
না হেরে হৃদয়ে যেই সেই নারায়ণ,
তার কাছে তমোময় নিখিল ভুবন । ৭৬ ।

যৌ হি বিশ্বাময়ং বিশ্বং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ।
বন্তুজ্ঞানপি জন্মান্যৌ জীবন্নপি স বৈ মৃতঃ ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বাময় চরাচর সমস্ত ভুবন,
দেখিয়াও নাহি দেখে যেই মূঢ় জন ;
চক্ষু থাকিতেও সেই জন্মান্ত নিশ্চয়,
প্রাণ থাকিতেও সেই মৃত হ'য়ে রয় । ৭৭ ।

যে দ্বন্দ্বং নৈব বিদন্তি দেব
তং দূরতীর্থেষু চ মার্গয়ন্তি ।
মন্দাকিনীং হারি বিহায় হা তে
কাস্তন্তি তৌ মৃগদৃষ্টিকায়া ॥ ৩৮ ॥

হৃদেই আছেন হরি তাহা না জানিয়া
দূরতীর্থে মরে যারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ;
মন্দাকিনী ছাড়ি তারা ঘরের দুয়ারে
মৃগতৃষ্ণিকায় হায় ! জল আশা করে । ৭৮ ।

বিহায় গোবিন্দপদে মুরতি
পুষ্পাতি মূঢ়ো মমতা ভবে যঃ ।
হিত্বা স নুনং মুরপুষ্পমালাং
অ্যালীং বিষোদ্যাং হৃদয়ে দধ্বাতি ॥ ৩৫ ॥

গোবিন্দ-চরণে ভক্তি ছাড়ি যেই জন
সংসারে মমতা হায় ! করয়ে স্থাপন ;
পারিজাত-মালা ফেলি' সেই মূঢ় জন
কালসাপিনীয়ে বক্ষে করে আলিঙ্গন । ৭৯ ।

রাগোদ্রগাঙ্ককলিলে সলিলে বিষয়াভিধে ।
মা মজ্জ মজ্জ মা জীব জীবনং যদি বাচ্ছসি ॥ ৮০ ॥

রাগরূপী জলজন্তু বড়ই ভীষণ,
বিষম বিষয়-জলে করে বিচরণ (১) ;
ডুব না ডুব না তাহে করি নিবারণ,
রে জীব ! জীবন যদি করিবে ধারণ । ৮০ ।

বৈকুণ্ঠী রাজতী যত্র বাচ্ছাকল্পতবৃহৎরিঃ ।
ভক্তিৰেব তমারোদুমেকা সৌপানপদ্ধতিঃ ॥ ৮১ ॥

(১) 'রাগরূপী'—বিষয়বাসনারূপ । রাগ—বিষয়ভোগে আসক্তি ।
বিষয়—রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ভোগ্য বস্তু ।

বাঞ্ছা-কল্পতরু হরি বিরাজে যথায়,
সে বৈকুণ্ঠধামে যেবা উঠিবারে চায় ;
একমাত্র ভক্তি তার জানিবে সোপান,
ভক্তিপথে হাতে হাতে মিলে ভগবান্ । ৮১ ।

विनिर्मिते हिमसुमेरुश्रृङ्गे
त्रैलोक्यसारैः खचितेऽपि रत्नैः ।
न मन्दिरेऽसौ समुदेति देवो
हृदेव भक्तस्थ गृहं तदीयम् ॥ ८२ ॥

সুমেরুর স্বর্ণশৃঙ্গ করি' আহরণ,
অপূর্ব মন্দির তাহে করহ গঠন ;
যাহা কিছু সার রত্ন আছে ত্রিভুবনে,
সে সকল দিয়া তাহা সাজাও যতনে ;
তবু তাহে দেবতার না হয় উদয়,
মন্দির কেবল তাঁর ভক্তের হৃদয় । ৮২ ।

न प्रीयते सुरवनोरमणौघपुष्पैः
न प्रीयते सकलगङ्गजलैरपीयः ।
हृत्पङ्कजं विमलभक्तिरसार्द्रमेव
प्रीतिं हि भक्तदयितस्य करोति तस्य ॥ ८३ ॥

সমস্ত গঙ্গার জলে নন্দনের ফুলে
পূজিলেও হরি নাহি চান মুখ ভুলে ;
ভক্তি-জলে ভিজাইয়া হৃদয়-কমল—
দিলেই হয়েন তুচ্ছ ভক্ততৎপৰ । ৮৩ ।

চেতস্বিনস্য রৈ নিত্ব্য যিহ্যামখিঘনং হরিম্ ।

নদন্যদখিলং বিদ্বি স্বপ্নলব্ধং যথা ধনম্ ॥ ৮৪ ॥

নিত্য চিন্তা কর মন !

চিন্তামগ্নি হরিধন

যে ধনের নাহিক নিধন,

যাহা কিছু দেখ আর

সকলি অলীক তার

স্বপ্নলব্ধ ধনের মতন । ৮৪ ।

জীব জীব চিরং জীব হরিভক্তিযুগাং পিব ।

হরিভক্তিযুগাং পীত্বা সত্যো মৃত্যুঞ্জয়ো ভব ॥ ৮৫ ॥

চিরঞ্জীব হও জীব ! কৃতাংসু কি ভয় ?

হরিভক্তি-সুখা পিয়া হও মৃত্যুঞ্জয় । ৮৫ ।

কিং জিহ্বয়া হরিগুণালঘনালসা যা

কিং বা. করেণ হরিকার্যপরাঙ্গুত্রেণ ।

নেত্রেণ কিং হরিবিলোকনবস্ত্রিতেন

শ্রোত্রেণ কিং হরিকথ্যাস্রবণালসেন ॥ ৮৬ ॥

প্রেমে আর্দ্র হোয়ে যে না হরিগুণ গায়,

কিবা প্রয়োজন বল ! সেই রসনায়ে ?

হরির পূজায় যে না রত অমুক্ষণ,

সে হস্ত থাকিয়া বল ! কিবা প্রয়োজন ?

সর্বত্র হরিকে যে না করে দরশন,

কি ফল থাকিয়া বল সেরূপ নয়ন ?

সাদরে যে হরি-কথা না করে শ্রবণ,

সে কণ থাকিয়া বল ! কিবা প্রয়োজন ? । ৮৬ ।

ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟैଃ ସର୍ବବିଧୈରୂପାୟିଃ
 ସର୍ବପ୍ରୟତ୍ନେନ ଚ ସର୍ବଶକ୍ତ୍ୟା ।
 ସର୍ବୋପଚାରୈଃ କ୍ଷତୁ ସର୍ବଦୈବ
 ସର୍ବେଶ୍ବରଃ ଶ୍ରୀହରିରିବ ସେବ୍ୟଃ ॥ ୮୭ ॥

ସମସ୍ତ ইନ୍ଦ୍ରିୟ-ବୃଦ୍ଧି, ସମସ୍ତ ଯତନ;
 ସମସ୍ତ ଶକତି ତବ, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ,
 ମୂର୍ତ୍ତିସ୍ତ୍ର-ହରି-ପଦେ କର ସମର୍ପଣ,
 ରେ ଜୀବ ! କରିବେ ଯଦି ଶ୍ରୀହରି-ସେବନ । ୮୭ ।

ତ୍ବାଂ ପଶ୍ୟତ୍ୟୁପଗୃହ୍ଣତେ ପରିଜପତ୍ୟାଭାଷତେ କ୍ରୋଶତି
 ତ୍ବାସାଞ୍ଜିଗ୍ରନ୍ତତି ସଂଶୃଣୋତି 'ରସୟତ୍ୟାସେବତେ' ଧ୍ୟାୟତି ।
 ତ୍ବାମିଏଂ ସକଳେନ୍ଦ୍ରିୟୈକାବିଷୟଂ ହି କ୍ଷୀଣ ନକ୍ତାନ୍ଦିବମ୍
 ଭକ୍ତସ୍ତେ କୁରନ୍ତେ ରହଃ ପ୍ରଣୟିନୀ ଲବ୍ଧ୍ବା ଯଥା ବଳ୍ଲଭମ୍ ॥ ୮୮ ॥

ଭକ୍ତ ସଦା ତୋମାକେହି କରେ ଦରଶନ,
 ତବ ରୂପେ ତବ ଧ୍ୟାନେ ଥାକେ ନିମଗ୍ନ,
 ହୃଷ୍ଟ ହେ ! ତୋମାକେ ହୃଦେ କରେ ଆନିଜ୍ଞନ,
 ତୋମାରି ସେବାୟ ଆତ୍ମା କରେ ସମର୍ପଣ,
 ଶ୍ରୀଂଗଭରେ, ତୋମାକେହି କରେ ଆନ୍ଦାନନ,
 ତୋମା ବିନା ଅନ୍ତ କଥା କରେ ନା ଶ୍ରବଣ,
 ତୋମାରି ମଧୁର ଗନ୍ଧ କ୍ରୟେ ଆସ୍ରାଣ,
 ତବ ସନ୍ତାପଣ କରେ ତୋମାକେ ଆହ୍ୱାନ,
 ବିରଳେ ନାୟିକା ଯଥା ବଲ୍ଲଭେର ପ୍ରେମିତ୍ରି,
 ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମୁଁପେ ତୋମାତେ ତେଜତି (୧) । ୮୮ ।

ভক্তস্যৈব সদাঙ্গানং শৃণোতি মধুসূদনঃ ।

আঙ্গানং ভক্তিযুগ্মস্য যুগ্মএব বিলীযতে ॥ ৫৫ ॥

ভক্তিভাবে যে তাঁহারে করয়ে আশ্রান,
তাহারি আশ্রানে কর্ণ দেন ভগবান্ ;
ভক্তিশূন্য শুক কণ্ঠে ডাকিলে তাঁহার,
না পাইছে তাঁর কাছে, শূন্যে লয় পায় । ৮৯ ।

যেনৈব নাম্না ননু যত্র তত্র

ভক্ত্যা তমুদ্दिश्य वलिं प्रयच्छ ।

स तत्पदं यास्यति' विश्वमूर्त्तः

व्याप्तं यतो विश्वमिदं पदेन ॥ ৫০ ॥

যে নামে যেখানে ইচ্ছা হইবে তোমার,
ভাই রে ! তাঁহারে তুমি দাও উপহার ;
ভক্তিভাবে যথা ইচ্ছা যে নামেই দিবে,
তব উপহার তাঁর পদেই পড়িবে ;
বিশ্বরূপ বিশ্বাধার বিভূ নারায়ণ
পদতলে জুড়িয়া আছেন ত্রিভুবন । ৯০ ।

भक्तहृन्मन्दिरं तस्य वैकुण्ठभवनं हरिः ।

यत्रैव भगवन्नक्तिस्तत्रैव भगवान् हरिः ॥ ৫১ ॥

উদ্ভাদ অর্থে, ভগবানের অন্তর ভক্তেরও সেইরূপ ভূমি ও উদ্ভাদ অর্থে । সেই
সর্বোৎকর্ষের জন্য 'উন্নতভাবে সাধনা করাকেই 'আরাধনা' বলে । 'রাধা'
অর্থাৎ মূর্ত্তিমন্তী আরাধনা এবং 'কৃষ্ণ' অর্থাৎ সর্বোৎকর্ষ ভগবান্ । রাধা-কৃষ্ণের
ইহাই রহস্য ।

ভক্তের হৃদয় দিব্য বৈকুণ্ঠভবন,
 নিত্য বিরাজেন যথা দেব নারায়ণ ;
 সেই ভগবানে ভক্তি যেখানেই রয়,
 সেইখানে ভগবান্ হরিও নিশ্চয় । ১১ ।

অনন্তমহাদেয়ানন্তমত্যাগী সর্দা ।
 যোগনিদ্রাং স ভজতে সহ লক্ষ্মী জনার্দনঃ ॥ ১২ ॥

অনন্ত ভক্তের হৃদে অনন্ত-শয়নে,
 যোগনিদ্রা যান হরি কমলার সনে (১) । ১২ ।

আভোগং পূর্ণচন্দ্রস্য প্রতিপত্কেলয়া যথা ।
 পূর্ণ ব্রহ্ম বিজানীয়াদংশমাত্রিণে বৈ তথা ॥ ১৩ ॥

প্রতিপদে কলামাত্র করি দরশন,
 পূর্ণচন্দ্রমার মূর্তি বুঝিবে যেমন ;
 অংশমাত্র নিরখিয়া বুঝিবে তেমন,
 অনন্ত-শক্তি পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ । ১৩ ।

অখণ্ডমণ্ডলাকারঃ পূর্ণঃ জ্ঞানসুধাকরঃ ।
 ভক্তস্যৈব হৃদাকাশে নিত্যমিব প্রভাসতি ॥ ১৪ ॥

অখণ্ডমণ্ডলাকার সুধার আকর,
 পূর্ণ সনাতন সেই কৃষ্ণ-সুধাকর ;

(১) 'অনন্ত-শয়নে'—অনন্ত-শয়ান । কিছু লক্ষ্মীর সহিত অনন্ত-শয়ান শয়ন করিয়া যোগনিদ্রা ভজনা করেন,—হঁহার তাৎপর্য্য এই যে,—সেই সর্ব-শক্তিমান্ পুরুষ অসংখ্য ভক্তমণ্ডলীর হৃদয়মধ্যে পরম সুখে বিশ্রাম করেন । অনন্ত ভক্তের হৃদয়েই তাঁহার অনন্ত-শয্যা অর্থাৎ চির-বিশ্রাম-মন্দির ।

ভক্তের হৃদয়াকাশে হইয়া উদয়,
বিস্তার করেন জ্যোতি দিব্য স্তম্ভায় । ৯৪ ।

প্রসূমেষপি জাগর্ন্তি যৌব্ব্যক্তমহদাদিষু ।
নিত্যবুদ্ধিচিদানন্দো হৃদি ভাতু স মে হরিঃ ॥ ৯৫ ॥

অব্যক্ত মহৎ আদি বিশ্বকাণ্ড যত
প্রসূপ্ত হলেও যিনি রহেন জাগ্রত ;
নিত্যই প্রবুদ্ধ যিনি চিদানন্দময়,
সেই কৃষ্ণ হৃদে মোর হউন উদয় (১) । ৯৫ ।

রাক্ষসীব ভবে মায়া ভোগো নরকভোগবৎ ।
কামো বিষবদাভাতি ক্షণমভ্যুদয়ে নৃণাম্ ॥ ৯৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণে ভকতি হৃদে হইলে উদয়,
মায়াকে রাক্ষসী হেন মনে জ্ঞান হয় ;
ভোগ-সুখ মনে হয় নরক-সমান,
বিষম বিষের আয় কাম হয় জ্ঞান । ৯৬ ।

যথা স্মরণমণিস্মর্যাত্ লীহং ভবতি কাশ্চনম্ ।
স্বপ্নাকোপি ভবেদ্বিপ্রঃ স্রীহরিস্মরণ্যাস্তথা ॥ ৯৭ ॥

লৌহও স্মরণ হয় পরশ পাথরে,
চণ্ডালেও হয় বিপ্র যদি হরি স্মরে । ৯৭ ।

(১) ‘অব্যক্ত’—স্থল ; ‘মহৎ’—স্থল ; ‘প্রসূপ্ত’—বিলীন । মহাপ্রলয়-
কালে স্থল স্থল সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই লয় পায়, কেবল নারায়ণ অর্থাৎ মহাকালের
ব্যয় নাই ।

ভবেঽস্মিন্ জন্মমরচ্ছরোগশোকাদ্ব্যুপমুতি ।
কীবলং ভগবত্তিৰ্মুত্তিৰ্ভোগং হি দেহিনাম্ ॥ ৫৮ ॥

জন্ম মৃত্যু জরা রোগ শোক নিরন্তর,
'সমস্ত সংসার তাহে হের ! জরজর ;
একমাত্র ভক্তি সেই দেব নারায়ণে,
জীবের মুক্তির ক্ষেত্র জানিবে ভুবনে । ৯৮ ।

মধ্বার্শয়া শ্রয়সি কিং সংসারবিষপাদপম্ ।
ভজ ক্ৰাণ্যপদাম্বোজমযি ত্রীতীমধুদ্রত ॥ ৫৯ ॥

এ সংসার বিষবৃক্ষ জার্মিবে ভীষণ,
'ইথে কেন মধু-আশে করিছ ভ্রমণ ;
ভজ কৃষ্ণপদাম্বুজ, পূর্ণ হবে আশা,
মন-মধুকর ! তোর ঘুটিবে পিয়াসা । ৯৯ ।

অসারং খলু সংসারং বীক্ষ্য কাযং চ ভঙ্করম্ ।
নিত্যানন্দময়ং ক্ৰাণ্যপদমান্রয়ং মনঃ ॥ ১০০ ॥

বিনশ্বর এ সংসার সকলি অসার,
অনিত্য এ দেহ তব নহে আপনার ;
ইহা ভাবি ভজ মন ! সেই সনাতন,
অভয় আনন্দময় হরির চরণ । ১০০ ।

বাতাম্রবিভ্রমনিভে বিমবে ভবেঽস্মিন্
যঃ সৌখ্যবুদ্ধিমতিমন্দমতিঃ কৰোতি ।
আকাশপুষ্কপরিবক্ষিতমিব মাষং
নুনং স ধারয়িতুমিচ্ছতি কণ্ঠদেশে ॥ ১০১ ॥

भक्तिमाहात्म्यम् ।

सक्या-मेघ-शोभा-सम भवेर विभव,
ताहे सुख-आशा करे ये मूढ मानव,
आकाश-कुसुमे माला गाँथिया से जन
बाँझा करे निज कंठे करिते धारण । १०१ ।

घोरसंसारदावाग्नी किं पतस्थमृताग्रया ।
चेतस्त्रकोर पिव रे कृष्णचन्द्रसुधारसम् ॥ १०२ ॥

रे मन-चकोर ! तूमि सुधार आशाय
संसार-दावाग्निमाखे धाईतेछ हाय !
एकान्त पिपासा यदि करिबे निर्व्वाण,
कृष्णचन्द्र-सुधारस कर गिया पान । १०२ ।

लोकं शोकहतं वीक्ष्य हाहाकारसमाकुलम् ।
अशोकं भज रे चेतस्तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ १०३ ॥

शोकें ह'ये ज्ञानहारा समस्त संसार
यातनाय निरवधि करे हाहाकार ;
भवेर दुर्गति এই हेरि ওরে मन !
ভজ সেই শোকহারী হরির চরণ । ১০৩ ।

मोहोत्तमकटाहं किं पश्यसि मीनवन्धनः ।
कृष्णप्रेममयं मज्ज तापवारिणि वारिणि ॥ १०४ ॥

ওরে মন !, মোহরূপ জলন্ত খোল্‌নায়
মৎস্ত-সম হও কেন ভাজাভাজি তায় ;
কৃষ্ণপ্রেম সর্ব্বতাপ করে নিবারণ,
এ জ্বালা জুড়াও তাহে হইয়া মগন । ১০৪ ।

সানন্দং পিব রে জীব কৃষ্ণভক্তিৰসাস্বতম্ ।

ভবং কল্যুজয়ঃ সখ্যঃ কৃতান্তাৎ কিমু তে ভয়ম্ ॥ ১০৫ ॥

কৃষ্ণভক্তি-সুখা পিয়া হও মৃত্যুঞ্জয়,

কি ভয় রে জীব ! তোর কৃতান্তে কি ভয় ? । ১০৫ ।

দুরন্তাদন্তকাৎ ত্বাণং নিতান্তং যদি বাচ্ছসি ।

অনন্তচরণোদ্যন্তে স্বান্ত লীযস্ব সত্বরম্ ॥ ১০৬ ॥

নিতান্ত বাঁচিব যদি কৃতান্ত-কবলে,

রে মন ! লুকাও শীঘ্র কৃষ্ণপদতলে । ১০৬ ।

ভুক্তিমুক্তিপ্রদং সৰ্ব্বজীবতাপনিবারণম্ ।

একমেবাস্রয়ং চেতস্তদুবিণ্ণোঃ পদমাস্রয় ॥ ১০৭ ॥

একাধারে ভুক্তি মুক্তি যে করে প্রদান,

জীবের অশেষ তাপ যে করে নির্বান,

সেই বিষ্ণুপদমাত্র ভবের আশ্রয়

ভজ মন ! ভক্তিভাবে হইয়া তন্ময় । ১০৭ ।

ভবেদ্ যোনিসহস্রেণু ভ্রমণে মে ন বেদনা ।

স্বাস্তো কৃষ্ণপদে ভক্তির্যদি জন্মানি জন্মানি ॥ ১০৮ ॥

সহস্র সহস্র যোনি করিতে ভ্রমণ,

অণুমাত্র কর্তৃ আমি, না করি গণন ;

জন্ম জন্ম কৃষ্ণপদে ভক্তি যদি রয়,

তবে আর জনমে মরণে কি ভয় ? । ১০৮ ।

অততেঽবিচলা নিত্যং ধ্রুবতারা যথা দিবি ।

তথা কৃষ্ণপদোদ্যন্তে ভক্তিৰদ্ব্যবলা মম ॥ ১০৯ ॥

যেমতি অনন্তকাল আকাশের গায়
 প্রবতারা অচল হইয়া শোভা পায় ;
 ত্রীকৃষ্ণচরণতলে আমার তেমতি
 থাকে যেন চিরকাল অচলা ভকতি । ১০৯ ।

দূরয়ন্তমুতৈরাশাঃ সংহরন্ শ্লোকতামসম্ ।
 তাপহারী হৃদাকাশে ক্লষ্ণচন্দ্রঃ প্রকাশ্যতাম্ ॥ ১১০ ॥

সুখা-বরিষণে আশা করিয়া পূরণ, (১)
 শোক-অন্ধকার সত্ত্ব করিয়া হরণ,
 অশেষ সম্ভাপনাশি করিয়া বিনাশ,
 কৃষ্ণ-চন্দ্র হৃদাকাশে হউন প্রকাশ । ১১০ ।

তদেব ভূতকল্যাণং যদেব কুরুতে হরিঃ ।
 সর্বশ্লোকবিষম্নোঃস্যমগদঃ পীযতাং মনঃ ॥ ১১১ ॥

যা কিছু করেন হরি মঙ্গলনিধান,
 সে শুধু সাধিতে সদা জীবের কল্যাণ ;
 সর্ব শোক-বিষ নাশ করে এই জ্ঞান,
 এ ঔষধ ভক্তিভাবে কর মন ! পান । ১১১ ।

শ্লোকশাস্ত্রপ্রহারানাং গাঢ়হৃদমর্শমেদিনাম্ ।
 ভবেঃস্মিনু ভগবন্ত্তিরেকমেব মহৌষধম্ ॥ ১১২ ॥

মর্শভেদী শেল সম শোকের প্রহার,
 তাহে নিত্য জীবগণ করে হাশংকার ;

(১) 'আশা'—শব্দে দিক্ ও মনোরথ বুঝায় ; চক্রেয় পক্ষে আশা অর্থাৎ
 দিশ্চক্ৰ ।

কৃষ্ণভক্তি একমাত্র মহৌষধ তায়,
যাহার সেবনে সব যাতনা জুড়ায় । ১১২ ।

বিহায় ক্ল্যাং করুণানিধানং
মূড়ো ভবে যঃ কুরুতে সুখাশাম্ ।
স্বচ্ছাম্বুপূর্ণাং সরিতং স হিত্বা
সমীহতি বারি মরীচিকায়াম্ ॥ ১১৩ ॥

করুণানিধান কৃষ্ণ ত্যজিয়া যে জন
এ ভবে সুখের আশা করয়ে স্থাপন ;
সে জন 'সুজলপূর্ণ নদী' তেয়াগিয়া,
'মৃগতৃষিকায়' ধায় জলের লাগিয়া । ১১৩ ।

রে জীব সখ্যোঃখিলতাপশান্ত্যৈ
ত্ৰীক্ল্যাণকল্পদ্ৰুমমাস্রয় ত্বম্ ।
ত্রিতাপশান্তিঃ কিল তস্য মূলৈ
সদৈব কৌবল্যফলং স ধন্তে ॥ ১১৪ ॥

রে জীব ! অশেষ তাপ মোচনের তরে
শীঘ্র গিয়া ভজ কৃষ্ণ-কল্পতরুরবরে ;
ত্রিতাপ-শান্তির ছায়া পাবে তার তলে,
সে বৃক্ষে কৈবল্য-ফল নিত্যকাল ফলে । ১১৪ ।

ন পুস্তদারান্ ন গৃহান্ ন বন্ধূন
যাচে ন চৌষ্ঠৈঃ কুলবিস্তমানান্ ।
ভক্তির্হরে ত্বচ্ছরণারবিন্দে
ভবে ভবে মেঃস্তুতব প্রসাদাত্ ॥ ১১৫ ॥

চাহি না গৃহিণী স্মৃত গৃহ পরিজন,
কুল মান সম্পদে নাহিক প্রয়োজন ;
এই ভিক্ষা দাও মোরে কৃষ্ণ দয়াময় !
জন্ম জন্ম তব পদে ভক্তি যেন রয় । ১১৫ ।

প্রসাদতোঽপি ময়া মুহূর্বরদ হৈ যন্মাসি মে গোচরঃ
মরুতোঃ স্বলনং হি তত্ ন হি ক্রপাসিন্দ্বিঃ স দোষস্তব ।
সা ভক্তির্যদি মেঃবিষ্যদচলা ত্বয়ৈব গোবিন্দ হৈ
তদ্বূনং ভবরৌরবার্চ্চিরনিশং নৈবাভবিষ্যদম ॥ ১১৬ ॥

ডাকিয়াও যে তোমার দেখা নাহি পাই,
সে মোর ভক্তির ক্রটি, তব দোষ নাই ;
সে ভক্তি থাকিত যদি তোমাতে কেশব !
ভুগিতে হ'ত না তবে এ ভব-রৌরব (১) । ১১৬ ।

প্রসাদনীঃ শীলয়তস্বতন্ত্রঃ
মৈত্র্যাদিক্রপা হৃদি ভাবনাস্তাঃ ।
ভদেতু মে ত্বৎক্রপয়া বিশোকা
জ্যোতিষ্মতী কেশব সত্त्वপ্রতিঃ ॥ ১১৭ ॥

হে কৃষ্ণ ! একান্তভাবে করিয়া সাধন—
চিত্তপ্রসাদনীর মৈত্রী প্রভৃতি ভাবনা ;
তোমাঙ্গি প্রসাদে মোর হৃদয় উদয়,
বিশোক সাত্ত্বিক ভাব নিত্য জ্যোতির্ময় (২) । ১১৭ ।

(১) 'ভব-রৌরব'—সংসাররূপ নরক ; যার নরকবিশেষের নাম 'রৌরব' ।

(২) হে কৃষ্ণ ! চিত্তপ্রসাদকারিণী চারিটী ভাবনার সাধনা করিতে করিতে, আমার অন্তরাত্মার মধ্যে তোমার রূপায় যেন সেই শোকবিরহিত

হরে ন পাপী সত্ব্যো মমাস্তি
 ন পাপহারী সত্ব্যস্তবাস্তি ।
 ইত্যেব চিত্তে ননু চিন্তয়িত্বা
 যদ্রোচতে তত্ কুরু দীনবন্দ্যো ॥ ১১৮ ॥

কেবা বল ! আছে পাপী আমি' হে যেমন,
 কেবা হরি ! পাপহারী তোমার মতন ;
 দীনবন্ধু ! এই কথা ভেবো একবার,
 তার পর কোরো তুমি যা ইচ্ছা তোমার । ১১৮ ।

জ্যোতির্শ্রয় স্থায়ী সাধ্বিকভাবে উদয় হয়। যোগশাস্ত্রকারেরা মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা, এই চারি প্রকার ভাবনার উল্লেখ করিয়াছেন। (১) মৈত্রী,—সর্বভূতে মিত্রতা, অর্থাৎ সমভাবে সকলেরই হিতকামনা এবং সকলেরই স্বার্থে আনন্দ অনুভব করা ; (২) করুণা,—হৃৎস্থিত প্রাণিমানুষেরই হৃৎসমোচনের জন্য ঐকান্তিক যত্ন ; (৩) মুদিতা,—পুণ্যশীলগণের পুণ্যকর্মের সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন ; (৪) উপেক্ষা,—পাপকার্য্য অনুমোদন না করা এবং পাপীর প্রতি ঘৃণা না করা। এই চারিটি ভাবনা 'চিত্তপ্রসাদনৌ' অর্থাৎ মনের সমস্ত মালিঞ্চ দূর করিয়া মনকে সম্পূর্ণরূপে নির্মল করে। একান্ত-ভাবে প্রতিনিয়ত এই চারিটি ভাবনার অভ্যাস দ্বারা অন্তরাত্মা নির্মল হইয়া এক অপূর্ণ শান্তিময়ী আনন্দময়ী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থার নাম সাধ্বিক ভাব। মনুষ্য সেই অবস্থায় উপনীত হইলে কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি রাজসিক ও তামসিক বিকার হইতে বিমুক্ত হইয়া বিশোক হয় অর্থাৎ সর্বশোক হইতে মুক্তিলাভ করে ; এজন্য ঐ সাধ্বিক ভাবকে 'বিশোক' বলে। ঐ সাধ্বিক ভাবকে জ্যোতির্শ্রয়ও বলে ; স্বচ্ছ মণি যেমন সূর্য্যরশ্মির সংযোগে অপূর্ণ প্রভার উদ্ভাসিত হয়, তেমনি নির্মল সাধ্বিকভাবও দিব্য ব্রহ্মালোকে অপূর্ণ জ্যোতি ধারণ করে।

सीदन्तमग्नानहतप्रबोधं
मां रक्ष हे कृष्ण जगत्प्रसूते ।
निद्रावसन्ने विवशे सुते किं
माता न संरक्षति तं निजाङ्गे ॥ ११८ ॥

মোহনিদ্রাভব্রে আমি জ্ঞান হারাইয়া
অবসন্ন হ'য়ে ভবে পড়েছি ঢলিয়া ;
জগত-জননি হরি ! রাখ এ অজ্ঞানৈ,
মাতা কি রাখে না কোলে ঘুমন্ত সন্তানে ? ১১৮ ।

एह्येहि जीवेश्वर जीवबन्धो
भवाश्विमन्योत्थितरत्नसार ।
हृदो निधिं त्वां हृदये निधाय
निमीलिताक्षो हृदि निर्विशामि ॥ १२० ॥

প্রাণের জেশ্বর তুমি হৃদয়ের ধন,
ভব-জলধির তুমি অমূল্য রতন ;
এস হে প্রাণের বঁধু ! হৃদয়ে রাখিয়া—
হৃদয়ে ভুজিব তোমা নয়ন মুদিয়া । ১২০ ।

सूर्यो यथा कमलिनीं कुरुते प्रफुल्ल
तारापतिः कुमुदिनीं च यथा करोति ।
हे कृष्ण मे स्मृतिपथे त्वमुदित्य तद्वत्
सत्यं हि मे हृदयमुत्पलकं करोषि ॥ १२१ ॥

নলিনী তপনে যথা করি দরশন,
তারাপতি-দরশনে কুমুদী যেমন ;

সত্যই তেমনি কৃষ্ণ ! স্মরণে তোমার
পুলকে প্রফুল্ল হয় কলস আমার । ১২১ ।

অয়ন্তি পরয়া ভক্ত্যা যৈ পরাত্‌পরমমুতম্ ।
সৰ্ব্ভূতহিতাঃ সন্তো দুর্গাণ্যতিতরন্তি তৈ ॥ ১২২ ॥

পরম ভকতিভাবে হইয়া তন্ময়,
পরাম্পর সেই কৃষ্ণ যে করে আশ্রয় ;
যে সাধুর সর্ব জীবে সমান প্রণয়,
সমস্ত সঙ্কট সেই সূত্রে পার হয় । ১২২ ।

নিত্যানুषঙ্গী সন্তোষী ভক্তিযান্তান্তরাत्मनाम् ।
কামোপহৃতचित্তানাংসন্তোষঃ পদে পদে ॥ ১২৩ ॥

হরিভক্তিরসে শাস্ত্র যাহার অন্তর,
সন্তোষ জানিবে তার নিত্য-সহচর ;
‘আর যার কামে সদা আকুলিত চিত,
পদে পদে অসন্তোষ তাহার নিশ্চিত । ১২৩ ।

प्रत्यक्षीकुरुषे मनः प्रतिपदं नित्यं यदीयां दद्यां
तं हा हन्त तथापि विस्मरसि किं कारुण्यसिन्धुं हरिम् ।
तं प्रार्थं जगतां गतिं च परमां व्याप्य स्थितं रोदसी
बुद्धाप्येवमनुक्षणं कथय किं मोहान्धवत् चेष्टसे ॥ ১২৪ ॥

পদে পদে যার দয়া হেরিছ রে মন !
সেই কৃপাসিন্ধু হরি ভুল কি কারণ ?
জগতের প্রাণ তিনি অখিলের গতি,
ব্যাপিয়া অনন্ত বিশ্ব তাঁর অবস্থিতি ;

भक्तिमाहात्म्यम् ।

জানিয়াও তাঁরে কেন মূঢ়ের মতন

ভব-মোহে কণে কণে হারাও চেতন ? । ১২৪ ।

कालाकालविचारणां न कुरुते नापेक्षते दीनतां
द्वेष्टस्त्वस्य न वा प्रियोऽस्ति शमनः सर्वं समं कर्षति ।
न कालं विकराललोलेरसनं दृष्ट्वाप्यदूरे स्थितं
जीव त्वं नरकान्तकारिचरणि नाद्यापि किं क्षीयसि ॥ १२५ ॥

নাহি মানে কালাকাল না মানে বারণ,
কাকুতি মিনতি সে যে করে না শ্রবণ ;
প্রিয় বা অপ্ৰিয় কেহ নাহি আছে তার,
সমভাবে সকলেরে করয়ে সংহার ;
করাল বিলোল জিহ্বা করিয়া বিস্তার,
সম্মুখে শমন ওই দেখ রে ! তোমার ;
এখনো যদি রে জীব ! বাঁচিবারে চাও,
নরকারি-পদে শীঘ্র কেন না লুকাও ? । ১২৫ ।

क्षीतस्वती बहति चैनयनप्रवाहैः
शोकस्य हन्त न तथाप्यवसानमस्ति ।
रे जीव रोदिषि भवेत्तु कियच्चिरं वा
तूर्णं मुरारिप्रदमाश्रय शोकहारि ॥ १२६ ॥

ক্ষীতস্বতী বহে যদি নয়নসলিলে,
এ ভবে শোকের তবু অন্ত নাহি মিলে ;
রে জীব ! কত বা আর করিবে রোদন ?
ভজ সেই শোকহারী হরির চরণ । ১২৬

সুধাধারাধারে দশশতদলান্বিজনিলায়

নিমগ্নে মে জীবৈ বিগলিতভবায়ৈষদ্বিষয়ঃ ।

দ্রবীভূতঃ প্রেম্যা মধুরহরিসংকীৰ্ত্তনরতঃ

কদাছং বৈ নেত্মাম্যপি যুগসহস্রং নিমিষবত্ ॥ ১২৩ ॥

দশশতদল-চক্র সুধার আধার,

তাহে কবে হবে মগ্ন জীবাত্মা আমার ; (১)

নির্ব্বাণ হইবে সব সংসারের কাম,

গাইব প্রেমার্দ হৃদে শ্রীহরির নাম ;

গাইতে গাইতে যেন নিমেষের মত

কাটাইব কবে আমি যুগ শত শত । ১২৭ ।

(১) ‘দশশতদল-চক্র’ ইত্যাদি,—‘দশশতদল-চক্র’ অর্থাৎ ব্রহ্মরক্ষিত সহস্রপত্র নামক চক্র। যোগশাস্ত্রকারেরা মানবদেহে যে ষট্চক্রের নির্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সহস্রপত্র নামক চক্র ব্রহ্মরক্ষিত অবস্থিত। এই চক্র সুধার আধারস্বরূপ ; ইহা নিরন্তর অমৃতরস নিঃসারণ পূর্ব্বক সমস্ত দেহ পোষণ করিয়া থাকে। জীবাত্মা এই চক্রমধ্যে অবস্থান করিলে অমৃতপ্রবাহে মগ্ন ও সমস্ত কামনা হইতে নিবৃত্ত হয়, এবং ভগবৎপ্রেমে তন্মগ্ন হইয়া ভগবৎসংগীতে আসক্ত হয়। ব্রহ্মরক্ষিত জীবাত্মার যখন এই শান্তিময়ী অবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই ভগবৎসংগীতে সিদ্ধিলাভ হয়। যিনি ভক্তিব্যোগে ভগবৎসংগীতে সিদ্ধিলাভ করেন, তিনিই জীবমুক্ত। এই, জগত্ই যোগশাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন,—

“লবকীটিগুণং ধ্যানং ধ্যানকীটিগুণী লবঃ ।

লবকীটিগুণং গানং গানান্ লবনং লব্ধি ॥”

অর্থাৎ ধ্যান দ্বারা জপের কোটিগুণ ফললাভ হয় ; লব্ধি অর্থাৎ চিন্তাবৃত্তির সমাধি দ্বারা ধ্যানের কোটিগুণ ফললাভ হয় ; গান দ্বারা লবনের কোটিগুণ ফললাভ হয়। অতএব গান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

ह्रित्वा शृङ्खलबन्धनं दृढतरं सद्यो विहङ्गो यथा
 वेगादुत्पतितः स्वजन्मविटपिक्रोडान्तरे लीयते ।
 निर्भुक्तो भवबन्धनात् सुविषमाज्जीवो मदीयस्त्वथा
 हे नारायण ते पदाब्जनिलयस्यान्तः कदा मज्जति ॥ १२८ ॥

शिकल काटिया टिया धाय द्रुतगति,
 जन्मतर्क-क्रोडे गिया लूकाय येमति ;
 तेमति काटिया कवे ए भव-वक्त्रन,
 जीव मोर कृष्णपदे हवे निमग्न । १२८ ।

मातृस्तन्यरसं यथैव रसयन् हित्वा विलापं शिशुः
 सद्यः कामपि याति मोदमदिरान्द्रायमाणं दशाम् ।
 कृष्णप्रेमसुधां पिवन्नपि तथा कामप्यहो निर्वृतिं
 संलीनाखिलरोगशोकनिचयः प्राप्नोति लोकोऽचिरात् ॥ १२९ ॥

बालक पाईवामात्र जननीर स्तन,
 अमनि भूलिया याय रोदन येमन ;
 कि एक आनन्दमदे बिभोर हईया
 नड़े ना चड़े ना थाके नयन मुदिया ;
 तेमनि ये करे हरिप्रेम-सुधा पान,
 रोग शोक हय तार सकलि निर्वबाण,
 से जन हाराय ज्ञान योगनिद्रावशे,
 बिभोर हईया रय टिदानन्दरसे । १२९ ।

हरिपादाश्रिताः प्राणैर्न मुच्यन्ते कदाचन ।
 का भीतिर्वद रे चेतो जगदीश हरे जय ॥ १३० ॥

হরিপদাশ্রয়

যেই জন লয়

সে কভু কি প্রাণে মরে,

কি ভয় কি ভয়

বল রে হৃদয় !

“জয় জগদীশ হরে” । ১৩০ ।

‘ক্ষিপন্তি ভস্মানি ঘটং বাহ্যয়ন্নপরা জনাঃ ।

প্রেমান্নাবান্নহৃদ্যেন প্রীযতে জগদীশ্বরঃ ॥ ১৩১ ॥

বাহিরে বিবিধ যজ্ঞ করিয়া সাধন,

ভস্মেই কেবল স্মৃত ঢালে মূঢ়গণ ;

প্রেম-হৃতাশনে দিলে আত্মাকে আহুতি,

প্রীত হন সেই যজ্ঞে অগতের পতি । ১৩১ ।

কুব্ধ জীব মহায়জ্ঞং জ্ঞানপ্রেমহুতায়নৈ ।

জ্ঞানায় নম ইত্যুক্তা নিষ্কিপান্নানমাত্ত্বতিম্ ॥ ১৩২ ॥

রে জীব ! একান্ত যদি লভিবে নির্ব্বাণ,

তবে এই মহায়জ্ঞ কর অনুষ্ঠান ;

‘যিনি যজ্ঞেশ্বর হরি, তাঁরি প্রেমানন্দে

আত্মাকে আহুতি দাও ‘কৃষণায় নমঃ’ বলে । ১৩২ ।

কুব্ধ জীব মহাশ্রদ্ধং পরমং পিতৃতর্পণম্ ।

বিশ্বপিত্রে মুকুন্দায় ভক্ত্যা হুত্পিণ্ডমুত্থজ ॥ ১৩৩ ॥

রে জীব ! এ মহাশ্রদ্ধ কর অনুষ্ঠান,

যাহে তব পিতৃলোক লভিবে নির্ব্বাণ ;

বিশ্বপিতা শ্রীহরিকে করি আবাহন,

শ্রদ্ধায় হৃদয়-পিণ্ড কর নিবেদন । ১৩৩

भक्तिमाहात्म्यम् ।

आत्मा समाहितो येन मुकुन्दचरणाम्बुजे ।
किं भयं किं भयं तस्य किं भयं मरणादपि ॥ १३४ ॥

যে জন মঁপেছে মন হরির চরণে,
কি ভয় কি ভয় তার কি ভয় মরণে ? । ১৩৪ ।

त्वं माता त्वं पिता कृष्ण पत्नी भ्राता सुतः पतिः ।
गतिस्त्वमसि सर्वस्वं चतुर्वर्गोऽसि देहिनाम् ॥ १३५ ॥

তুমি মাতা তুমি পিতা দারা স্মৃত ভাই,
তুমি পতি তোমা বিনা গতি আর নাই ;
ধর্ম অর্থ কাম তুমি সকল সম্পদ,
এ ভবে জীবের হরি ! তুমি মোক্ষপদ । ১৩৫ ।

अखण्डमण्डलाकारस्तेजोव्याप्तचराचरः ।
कृष्णचन्द्रः सदा पूर्णः स्वान्तर्धान्तं निहन्तु मे ॥ १३६ ॥

অখণ্ডমণ্ডলাকার যিনি নারায়ণ,
যাঁর তেঁজে ব্যাপ্ত এই নিখিল ভুবন ;
সদা পূর্ণ যিনি সেই কৃষ্ণ-চন্দ্র মোর
হরুন মনের পাপ-অন্ধকার ঘোর । ১৩৬ ।

दृष्टोऽपि दृश्यसे नैव त्वं लब्धोऽपि न लभ्यसे ।
पूर्णं दर्शय मे रूपं पूर्णब्रह्मन् सनातन ॥ १३७ ॥

দেখি দেখি তবু দেখা পাই না যে হয় !
পাই পাই তবু নাহি পাই হে ! তোমায় ;
পূর্ণরূপে ওহে হরি ! দাও দরশন,
হেরিব হৃদয়ে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন । ১৩৭ ।

भवोच्छेदे यावद्दयमतियत्नं प्रकुर्वते
महामोहस्तावद्भवनिगड्ढबन्धं दृढयति ।
अथै क्क्ष्ण स्वामिन् सकलशिवशक्तिप्रद हरे
यथाशेषः पाशः क्षयति मयि शक्तिं वितरताम् ॥ १३८ ॥

କାଠିଆ କେଲିତେ ମନ ଯତ ଯତ୍ନ କାରେ,
ଏ ଭବ-ବନ୍ଧନ ତତ ଜଡ଼ାଈଆ ଧରେ ;
ଏ କୁଷ୍ଠ ! ହେ ନାଥ ! ହରି ! ଶିବଶକ୍ତିମୟ !
ନାଓ ଶକ୍ତି ଯାହେ ଏ ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ ହେ । ୧୩୮ ।

इह भवकाराभवन्ने पतितम्
कर्मनिगड्ढदृढबन्धनसहितम् ।
पापमलिनमतिमतिशयदीनम्
वाहि दयामय मां गतिहीनम् ॥ १३९ ॥

ଏ ସଂସାର-କାରାବାସ ତାହେ ଦୃଢ଼ କର୍ମ-ପାଶ
ଦିନାନିଶି କରିଛେ ପୀଡ଼ନ,
ପାପେତେ ମଲିନ ମନ ଆମି ଦୀନ ଅଶରଣ
ତ୍ରାଣ କର ପତିତପାବନ । । ୧୩୯ ।

हर परमेश्वर मम गुरुपापम्
दीनदयामय खण्डय तापम् ।
अशरणशरणं यमभयहरणम्
देहि जनार्दन मम हृदि चरणम् ॥ १४० ॥

ପରମେଶ ! ପାପଭାର କର ହେ ହରଣ,
ଦୀନଦୟାମୟ ! ତାପ କର ନିବାରଣ ;

যাহার পরশে দূরে পলায় শমন,
সেই পদ মম হৃদে দাও নারায়ণ ! । ১৪০ ।

ধ্যায়তি যস্মাং ভক্ত্যা হৃদয়ে
ন, পততি স পুনঃ সংসৃতিনিরয়ে ।
ন ভজতি, মুক্তিং ভক্তিবিহীনঃ
চিরমিহ সীদতি রোদিতি দীনঃ ॥ ১৪১ ॥

যে তোমারে ভক্তিভরে ডাকে নারায়ণ !
এ ভব-নরকে আর পড়ে না সে জন ;
ভক্তিহীন চিরদিন করে হাহাকার,
শোকভার আর তার মৈত্রজল সার । ১৪১ ।

यदि मम मानस वाञ्छसि मुक्तिम्
रजतधिया किमु भजसे शक्तिम् ।
परिहर नश्वरविषयपिपासाम्
मुरहरचरणे कुरु चरमाशाम् ॥ १४२ ॥

মায়ায় ভুলেছ হায় ! তাই তুচ্ছ শুক্তিকায় (১)
করিয়াছ রজতের আশা,
যদি মুক্তি চাও শেষে ভজ সেই পরমেশে
তজ মন ! বিষয়পিপাসা । ১৪২ ।

जन्मजरामृतिवारणहेतुम्
भीमभवाम्बुधितारणसेतुम् ।

(১) 'শুক্তিকা'—ঝিলুক। চকচকে সাদা ঝিলুক দেখিয়া রূপা বনিয়া
লম হয় ।

একমমৃতমজমভয়মশেষম্

চিন্তয় হৃদয় সদা পরমেশম্ ॥ ১৪৩ ॥

জনম-মরণ-কষ্ট

সকলি হইবে নষ্ট

ভবভয় হইবে ভঞ্জন,

অভয় অমৃত অজ

ভজ মন ! সদা ভজ

সেই সত্য নিত্য নিরঞ্জন । ১৪৩ ।

তারয় মামতিদীনং হীনম্

তব শরণাগতমগতিমধীনম্ ।

ত্বমসি পতিতজন্মতারণকারী

পাপবিষমবিষদাহনিবারী ॥ ১৪৪ ॥

হায় ! অসহায় আমি অতি দীনহীন,

তোমারি শরণাগত তোমারি অধীন ;

পাপতাপহারী তুমি পতিতপাবন,

দয়া কোরে এ পাপীরে তার নারায়ণ ! । ১৪৪

মুরহর বিশ্বেশ্বর নরকারে

মা' করুণাকর পাছি মুরারে ।

কুরু 'ময়ি করুণা' ভবভয়বিকলে

দেহি পদং ভয়হর পদকমলে ॥ ১৪৫ ॥

নরকারি ! হে মুরারি ! করুণানিধান !

ভয়হর ! বিশ্বনাথ ! কর পরিত্রাণ ;

এ ভব-সঙ্কটে পড়ি' হারায়েছি জ্ঞান,

অভয় চরণে তব' দাঁও মোরে স্থান । ১৪৫ ।

संसारज्वलदङ्गारज्वालाशान्तिं यदीच्छसि ।

निर्भरं पिव रे जीव कृष्णभक्तिसुधां तदा ॥ १४६ ॥

জলন্ত অঙ্গার সম এ ঘোর সংসার,

এ জ্বালা হইতে যদি পাইবি নিস্তার ;

কৃষ্ণভক্তি-সুধা পিয় আকণ্ঠ ভরিয়া,

রে জীব ! সকল জ্বালা যাবে জুড়াইয়া । ১৪৬ ।

কৃষ্ণপ্রেমাম্বুধৌ স্নাত্বা দ্ধালিত্যশেষকল্মষঃ ।

কৈবল্যং গচ্ছ রে জীব সৰ্ব্বশোকহরং পরম্ ॥ ১৪৭ ॥

কৃষ্ণপ্রেম-সুধাৰ্ণবে করিয়া মজ্জন,

অশেষ কলুষ-পঙ্ক করিয়া কালন ;

সত্য সনাতন পদ, মোক্ষ নাম যার,

রে জীব ! সে পদ শীঘ্র কর অধিকার । ১৪৭ ।

আধিব্যাধিতরঙ্গ-সঙ্গ-বিষমে মায়াতমঃসঙ্কুলে

চিন্তাদ্বারজলে প্রহৃতিভটিকাচৌৰ্ভৈর্মুহুস্তাভিহী ।

মগ্নং ভগ্নবলং নিতান্তবিকলং ভীমে ভবান্ধোনিধৌ

দীনং ভাং গতিহীনমুদ্বর কপালম্বেন বিশ্বম্ভর ॥ ১৪৮ ॥

ভীম ভব-পারাবার

কুচিস্তা বিকট ক্লার

রোগ শোক তরঙ্গ তাহার,

প্রবৃত্তি-ঝটিকা তাহে

প্রচণ্ড বেগেতে বহে

মায়াজাল ঘোর অন্ধকার ;

নাহি বল নাহি তরি

অকূল পাথারে মরি

তাই ডাকি ওহে দয়াময় !

তোমার করুণা-বল বিনা কে তারিবে বল ?
দোনজনে হও হে ! সদয় । ১৪৮ ।

অপারসংসারপয়োধিপারম্
নেতুং যদেকা তরণী নরাণাম্ ।
কীনাশপাশাভয়ডিঙ্কিমং তত্
চেতো ভজ শ্রীহরিপাদপদ্মম্ ॥ ১৪৯ ॥

অপার দুস্তর এই ভব-পারাবার,
একমাত্র তরী যাহা করিবারে পার ;
দুরন্ত কৃতান্ত-পাশ যে করে খণ্ডন,
ভজ মন ! ভজ সেই শ্রীহরি-চরণ ! ১৪৯ ।

অনন্তভূতেষু সদা মমত্বং
ভবে বিয়োগস্য ন বিদ্যতেন্তঃ ।
অতো ছ্যপারঃ কিল শোকসিন্ধুঃ
হরে ত্বমেকোঽসি হি কর্ণধারঃ ॥ ১৫০ ॥

মমতা অনন্ত ভূতে জনমে সদাই,
এ সংসারে বিচ্ছেদের অন্ত নাহি পাই ;
অতএব শোকসিন্ধু অনন্ত অপার,
অকূল পাথারে হরি ! তুমি কর্ণধার । ১৫০ ।

কিং কালকূটমিব কামরসং নিপীয
জ্বালাবলীভিরনিশং পরিদহ্যসে ত্বম্ ।
শ্রীজ্ঞানভক্তিরসসারসুধাং নিপীয
রে জীব তাপমন্ডিলং নয় শান্তিমাশু ॥ ১৫১ ॥

বিষম বিষয়-রস যেন হালাইল,
তাঁহা পিয়া কেন হও জ্বালায় বিকল ?
শীঘ্র জীব ! কৃষ্ণভক্তি-সুখা করি' পান
সংসারের সব জ্বালা করহ নির্বাণ । ১৫১ ।

গ্ৰীষ্মাকংমৌষিকবতমমরাবিবাক্ষিন্
জ্বালাময়ে বত ভবে কুতএব শান্তিঃ ।
স্বীকৃত্যকল্যতরূপাদমনন্তশান্তি-
চ্ছায়াসুশীতলতলং ভজ জীবপান্থ ॥ ১৫২

প্রচণ্ড নিদাঘ-সূর্য্যে তপ্ত মরুপ্রায়
জ্বালাময় এ সংসারে শান্তি কোথা হায় !
কৃষ্ণ-কল্পতরু-মূল কর রে ! আশ্রয়,
জীব-পান্থ ! চিরশান্তি বিরাজে যথায় । ১৫২০ ।

স্বল্পক্তিসৌभाग्यविवर्जितः सन्
न कामये स्वर्गपुरेऽपि वासम् ।
वसामि घोरे नरकेऽपि कीटेः
भक्तिर्हरे त्वच्चरणे यदि स्यात् ॥ १५३ ॥

তব পদে ভক্তিহীন হ'য়ে নারায়ণ !
স্বর্গেও করিতে বাস নাহি চায় মন ;
একান্ত ভকতি যদি থাকে ও চরণে,
নরকেও কুরি বাস কৃমিকীট সনে । ১৫৩ ।

পীত্বা চিदानन्दरसं त्वदीयं
मनो भवं कामयते न कृष्ण ।

মন্দাকিনীদিব্যমৃণালসেবী

শম্বুকমন্বিষ্যতি কিং মরালঃ ॥ ১৫৪ ॥

তব চিদানন্দরস করিলে সেবন,
হরি হে ! সংসার আর নাহি চায় মন ;
মন্দাকিনী-সলিলের অমৃত-মৃণাল
সেবিয়া শম্বুক কভু চায় কি মরাল ? । ১৫৪ ।

‘ত্বন্ধা সহস্রাণ্যপি লীভনীয়া-

ন্যন্বেতি ভক্তো ভগবন্তমেব ।

হিত্বা সহস্রাণি পয়স্বিনীনাং

গবাং যথা মার্তরমেব বত্সঃ ॥ ১৫৫ ॥

শত শত প্রলোভনে ফিরেও না চায়,
একান্ত হৃদয়ে ভক্ত ভগবানে ধায় ;
তেয়াগিয়া দুশ্কবতী গাভী অগণন
মায়ের পশ্চাতে ধায় বাছুর যেমন । ১৫৫ ।

হা বিত্ত হা বিত্ত সদা লুবন্তঃ

সৰ্ব্বা ধরামর্থকৃতে ভ্রমন্তঃ ।

পশ্যন্তি নো কৃষ্ণনিধিঁ পুরস্তাত্

চিন্তামগিঁ বাঙ্কিতকল্যহচ্ছম্ ॥ ২৫৬ ॥

‘হা অর্থ ! হা অর্থ !’—সদা করে যেই জন,
অর্থ তরে ঘুরে মরে সমস্ত ভুবন ;
বাঙ্কাকল্লতরু হরি চিন্তামগি ধন—
সম্মুখেই তবু সে না করে দরশন । ১৫৬ ।

यथा निशीथे स्तनितं निशम्य
 शिशुः समालिङ्गति मातृवक्षः ।
 श्रुत्वा तथा भीमभवार्त्तनादं
 गाढं मनो धारय कृष्णपादम् ॥ १५७ ॥

কড়মড় বজ্রনাদ নিশীথে শুনিয়া
 শিশু যথা মাতৃবক্ষ ধরে জড়াইয়া ;
 এ সঁসারে হাহাকার শুনিয়া তেমন,
 দূঢ়রূপে ধর মন ! হরির চরণে । ১৫৭ ।

কৃষ্ণেতিনামান্বয়গাঢ়মুদ্রা
 চিরং যদীয়ে হৃদয়ে বিধাতি ।
 সর্বত্র নित্যং হ্যকুতোভয়োঽসৌ
 তত্রাধিকারঃ শমনস্য নাस्ति ॥ ১৫৮ ॥

‘কৃষ্ণ’ এই নাম-মুদ্রা অঙ্কয় অঙ্করে—
 হৃদয়ে অঙ্কিত যার থাকে চিরতরে ;
 সর্বত্র অকুতোভয়ে সে করে বিহার,
 তাহাতে যমের আর নাহি অধিকার । ১৫৮ ।

গুহং মামৈরिति গিরং व्यसनेऽभयदायिनीम् ।
 শ্রুত্বাশ্চাস্পরীতাत्মা ভক্তী ভবতি তে হরে ॥ ১৫৯ ॥

‘মা ভৈ’-এই দৈববাণী অনঙ্ক্য হইতে,
 বিপদে তৌমার ভক্ত পায় হে ! শুনিতে ;
 হরি হে ! অমনি তার দূরে যায় ভয়,
 বিপুল আশ্বাসে বুক দশ হাত হয় । ১৫৯ ।

ভক্তোষু বর্ষতি হরিঃ জ্ঞাপ্যৌধুপসাগরং ।

অবিদ্যাস্তাং শান্তিধারাং ধারাং ধারদধরী যথা ॥ ১৬০ ॥

বরষায় ধারাধর ধরায় যেমন

অবিশ্রান্ত বারিধারা করে বরষণ ;

কৃপাসুধাসিন্ধু সেই হরিও তেমুন

করেন ভক্তের হৃদে শান্তি বরষণ । ১৬০ ।

যথা বীজং বিনা ত্রৈব বন্থং ধারাগতৈরপি ।

তথা ভক্তিং বিনা কস্মৈ ব্যর্থং যত্নগতৈরপি ॥ ১৬১ ॥

যত করু করষণ যত ঢাল জল,

বিনা বীজে ক্ষেত্র ক'ভু নাহি দেয় ফল ;

তেমতি ভকতি বিনা সুকার্য্যসকল

শত শত যতনেও না হয় সফল । ১৬১ ।

যস্য স্মরণমাत्रেণ লীযন্তে সর্ব্বযাতনাঃ ।

অমৃতাত্মা স দেবো মে জাগৰ্্তু হৃদি সর্ব্বদা ॥ ১৬২ ॥

যাঁহারে বারেকমাত্র করিলে স্মরণ,

সমস্ত যাতনা দূরে করে পলায়ন ;

অপূর্ব্ব অমৃতময় সেই ভগবান্

করুন হৃদয়ে মোর নিত্য অধিষ্ঠান । ১৬২ ।

যথা ভক্তস্য সর্ব্বস্বং ত্বমেব ভগবন্ হরি ।

তথা তবাপি সর্ব্বস্বং ভক্ত্যেব জনাইন্ ॥ ১৬৩ ॥

ভক্তের সর্ব্বস্ব ধন তুমি হে যেমন,

ভক্তই সর্ব্বস্ব হরি ! তোমার তেমন । ১৬৩ ।

গেহিণী চ তনয়ো জহাতু মাং
যাতি যাতি বিমবোঃ্য বাব্ধবঃ ।

হে সুকুন্দ তব পাদপঙ্কজ
ভক্তিৰেব ন জহাতু জাতু মাম্ ॥ ১৬৪ ॥

দারা স্ত্রী আদি মোরে করুক বর্জন,
যায় যাক সম্পদ আত্মীয় পরিজন ;
হরি হে ! ভক্তি পদকমলে তোমার
কভু যেন নাহি মোরে করে পরিশর । ১৬৪ ।

শূলং সমারোপয়তাং বপুর্মে
শস্ত্রৈঃ স্তুতীচ্ছীরথবা স্কিন্তু ।
আত্মা হরে ত্বদ্বতএব চেম্মে
অর্থী ময়ি স্যাদপি কালদণ্ডঃ ॥ ১৬৫ ॥

শূলে কেহ দেহ মোর করুক প্রদান,
তীক্ষ্ণ শস্ত্রে অথবা করুক খান খান ;
তোমাতে সঁপিলে আত্মা কিবা ভয় কারে ?
যমদণ্ড সেও মোর কি করিতে পারে ? । ১৬৫ ।

ভদ্রতমেব ভুবনান্যপি মন্বতাং মাং
নিব্ধন্তু মামুপহসন্ত্বথবা স্তবন্তু ।
সেদাভ্যমোদমদিরাহুতচেতনঃ স্যাম্
নিব্ধাস্তবোপহসিতানি ন মাং স্মৃশ্যিযুঃ ॥ ১৬৬ ॥

পাগল বলিয়া লোকে যদি পরিহরে,
নিব্ধ বা প্রশংসা কিবা উপহাস করে ;

স্তুতি নিন্দা উপহাস না লাগিবে গায়,
চিদানন্দে যদি মোর বাহুজ্ঞান যায় । ১৬৬ ।

নবং নবং মে ব্যসনং ভবেচ্ছিন্
ত্বয়্যেব ভক্তিং সৃষ্টীকরোতু ।
দিবস্তুতানীব তব প্রসাদাত্
পুষ্যাণি দুঃখানি ভবন্তু নাথ ॥ ১৬৭ ॥

এ সংসারে নিত্য নিত্য নূতন নূতন—
আপদ বিপদ কত ঘটে অগণন ;
সে সকলে কভু আমি না হ'য়ে কাতর
তোমাতেই ভক্তি যেন করি দৃঢ়তর ;
সমস্ত বিপদ নাথ ! তোমারি কৃপায়
পুষ্পবৃষ্টি সম যেন ধরি হে ! মাথায় । ১৬৭ ।

সর্বমেব হরেচ্ছ্যা ভাবাভাবৌ সুখাসুখৌ ।
সর্বচিন্তাবিপন্নো'য়মগদঃ পীযতাং মনঃ ॥ ১৬৮ ॥

সকলি হরির ইচ্ছা জীবন মরণ,
বিপদ সম্পদ সুখ দুঃখ অগণন ;
এ বিশ্বাস সর্ব চিন্তা-বিষ নাশ করে,
এ হেন ঔষধ মন ! পিয় ভক্তিভরে । ১৬৮ ।

কৃতো দুঃখলয়স্তস্য ব্রহ্মলোকে'পি তিষ্ঠতঃ ।
অস্মি নৈকান্তিকো यस্য ভাবঃ সর্বেশ্বরে হরৌ ॥ ১৬৯ ॥

সর্বেশ্বর শ্রীহরির চরণে যে জন
একান্ত ভক্তি নীহি করয়ে স্থাপন ;

ब्रह्मलोके यदिও সে করে অবস্থান,
তথাপি দুঃখের তার নাহি অবসান । ১৬৯ ।

स देवो भावनायोगशान्तश्चैन्तरात्मनि ।

स्थिरनिर्मलकासारि शशाङ्क इव भासते ॥ १७० ॥

ধ্যানযোগে শান্ত শুদ্ধ যাহার হৃদয়,
তাহাতেই শ্রীহরির জানিবে উদয় ;
জলাশয় হয় যদি স্থির নিরমল,
তাহারি গরভে শোভে শশাঙ্কমণ্ডল । ১৭০ ।

किं तीर्थैः किं तपोयज्ञैः किं सन्ध्याश्राद्धतर्पणैः ।

हृदये रसनायाञ्च हरिरेवास्ति चेत् सदा ॥ १७१ ॥

হরিই হৃদয়ে যার সদাই ভাবনা,
হরি বিনা বাণী যার না জানে রসনা ;
তীর্থ তপ যাগ সন্ধ্যা শ্রাদ্ধ বা তর্পণ,
এ সকল্বে বল ! তার কিবা প্রয়োজন ? । ১৭১ ।

मोहमूलमहङ्कारशाखं दुःखफलप्रदम् ।

हरिभक्तिं विना नास्ति शस्त्रं ह्येतत् भवद्दुःखम् ॥ १७२ ॥

মায়াময় ভব-বৃক্ষ মোহ মূল যার,
রোগ-শোক ফল যার শাখা অহঙ্কার ;
সমূলে এ বিষবৃক্ষ করিতে সংহার
হরিভক্তি একমাত্র জানিবে কুঠার । ১৭২

यो भक्ता येन भावेन भगवन्तमभीषति ।

उदेति तत्र तेनैव सर्वभावमयो हरिः ॥ १७३ ॥

যে ভক্ত যে ভাবে তাঁরে করে আবাহন,
সেই ভাবে তারে তিনি দেন দরশন ;
ভক্তবৎসল হরি সর্বভাবময়,
সর্বরূপে সর্বস্থানে তাঁহার উদয় । ১৭৩ ।

কাকুতসিন্দ্বোঃখিলজীববন্ধো
হরি কদোদৈত্বসি মে দ্বদত্তে ।
অহম্মতির্যাস্যতি বীতশোকো
‘দ্রুত্বামি চানন্দময়ং সমস্তম্ ॥ ১৩৪ ॥

হরি হে জীবের বন্ধু ! অপার করুণাসিন্ধু !
হৃদয়কমলে কবে হবে হে ! উদয় ?
যুচে যাবে ‘আমি’ বলা জুড়াবে সকল জ্বালা
সকলি হেরিব কবে সদানন্দময় । ১৭৪ ।

পাপাপহারী নরকান্তকারী
নিস্তারকারী যমভীতিহারী ।
সংসারবারাণিধিকর্ণধারী
চিত্তে সদোদেতু স মে মুরারিঃ ॥ ১৩৫ ॥

ভবের কাণ্ডারী যিনি নিস্তারকারণ,
নরকাস্তকারী যমভয়নিবারণ ;
সংসারপাপহারী সেই ‘হরি’ দয়াময়,
সদাই হৃদয়ে মোর হউন উদয় । ১৭৫ ।

শ্রীহরমূর্তিস্বমনস্ত বিষ্ণো
বিমর্ষি মূর্তিচিত্তেন বিম্বম্ ।

ত্বা যৌগিনোঃনাহতচক্রমধ্যে

নিত্যং বিচিন্বন্তি সমাধিযোগাৎ ॥ ১৩৬ ॥

ওঙ্কারমূরতি তুমি ওহে নারায়ণ !

ত্রিমূর্তি হইয়া বিশ্ব করিছ ধারণ ;

অনাহত-চক্র-মাঝে যোগী ঋষিগণ

তোমাকে ওঙ্কাররূপে করে দরশন (১) । ১৭৬ ।

‘বসন্ বিদূরেঃপি বসস্যদূরে

জরাবিহীনোঃসি পুরাতনোঃপি ।

দুঃখৈরষ্ট্যোঃপি দয়াময়োঃসি

কস্তু স্মরুপং বদ বেদে ক্রাণ ॥ ১৩৭ ॥

অতিদূরে আছ তবু নিকটেই রও,

পুরাণ পুরুষ কিন্তু জরাগ্রস্ত নও ;

দুঃখের অতীত কিন্তু দয়ার আশ্রয়,

হরিঁ হেঁ ! স্বরূপ তব কে করে নির্ণয় ? (২) । ১৭৭ ।

অনাদিমধ্যে জগদাদিমধ্যে

নিরন্তকস্বং জগদন্তকোঃপি ।

(১) ‘অনাহত চক্র’—(বৈষ্ণবলক্ষণ, ৮ পৃষ্ঠা, ১৭২ং শ্লোকের টীকা দেখ ।)

(২) ‘অতিদূরে আছ’—অর্থাৎ তুমি সকলের অন্তর্ধামী বলিয়া সকলের হৃদয়মধ্যেই বাস করিতেছ, অথচ বাক্যমনের অগোচর বলিয়া সকলের দূরে রহিয়াছ । ‘পুরাণ পুরুষ কিন্তু জরাগ্রস্ত নও’—অর্থাৎ তুমি অনাদি চিরন্তন পরমপুরুষ, কিন্তু কখনই জীর্ণ হও না, আর সমস্তই পুরাতন হইলে জীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু তুমি অনন্তকালই অজরভাবে আছ । ‘দুঃখের অতীত কিন্তু দয়ার আশ্রয়’—স্বাভাবিক দয়া আছে সে পরের দুঃখে নিজে দুঃখবোধ করে, কিন্তু তুমি দয়াময় হইয়াও স্বয়ং দুঃখের অতীত ।

অগম্যরূপোঽপি সমাধিবস্ম্যঃ

কস্যে স্বরূপং বদ বেদ কণ্ঠা ॥ ১৩৮ ॥

জগতের আদি মধ্য তুমি ভগবান্ !
কিন্তু তব আদি মধ্য নাহি বিদ্যমান ;
তুমি হে ! অনন্ত কিন্তু বিশ্ব অস্ত কর,
অগোচর কিন্তু তুমি ধ্যানের গোচর ;
অচিন্ত্য স্বরূপ তব অনন্ত মহিমা,
কে জানিবে তব তত্ত্ব কে করিবে সীমা ? । ১৩৮ ।

যথৈব সূর্য্যস্য মরীচিয়োগাৎ
জ্যোতির্ময়ং ভাতি শশাঙ্কবিস্বম্ ।
সচেতনং ভাতি তথৈব বিশ্বং
তবৈব চৈতন্যময় প্রভাবাৎ ॥ ১৩৯ ॥

যেমতি পাইয়া প্রভাকরের কিরণ,
অপূর্ব্ব আলোকে চন্দ্র হয় সুশোভন ;
তেমতি চৈতন্যময় ! প্রভাবে তোমার,
সচেতন হ'য়ে রয় এ বিশ্ব সংসার । ১৩৯ ।

অনন্তরূপেণ চরাচরাণি
অ্যাপ্নোষি বিশ্বান্যখিলানি বিশ্বাণী ।
ত্বং সর্ব্বরূপাণ্যপি রূপভিন্নঃ
ত্বং সর্ব্বভূতান্যপি ভূতভিন্নঃ ॥ ১৪০ ॥

হরি হে ! অনন্ত রূপ ধারণ করিয়া
চরাচর বিশ্ব তুমি'রয়েছ জড়িয়া ;

ভূত নহ কিছু তুমি সর্বভূতময়,
রূপ নহ কিছু সর্ব রূপের আশ্রয় । ১৮০ ।

স্বেচ্ছামযোঃসি সর্বং তে স্বেচ্ছাধোনং প্রবর্ততে ।
ক্ৰণা হি ভবদিচ্ছৈব পূর্ণা ভবতি কৌতলা ॥ ১৮১ ॥

সকলি তোমার ইচ্ছা তুমি ইচ্ছাময়,
যা কৃষ্ণ ! তোমার ইচ্ছা তাই পূর্ণ হয় । ১৮১ ।

দয়াময় ত্বমেবাসি হ্যাশা সত্য্য সনাতনৌ ।
ইন্দ্রজালমিবান্যাশা শূন্যএব বিলীয়তে ॥ ১৮২ ॥

সত্য সনাতন আশা তুমি দয়াময় !
অন্য আশা ভোজবাজি শূন্যে পায় নয় । ১৮২ ।

তদেব মঙ্গলং সত্যং তদেব কুরুষে হরে ।
জীবনং মরণং বাপি মম তুল্যং ত্বদিচ্ছয়া ॥ ১৮৩ ॥

তুমি যাই কর তাই সত্য সুমঙ্গল,
সত্যময় শিবময় তুমিই কেবল ;
তোমার ইচ্ছায় মোর জীবন মরণ,
একই আমার পক্ষে ওহে নারায়ণ ! । ১৮৩ ।

ত্বং যং রক্ষসি হি নাথ স এব খলু রক্ষিতঃ ।
ত্বং চেব রক্ষসি তদা কস্তং রক্ষিতুমোক্ষরঃ ॥ ১৮৪ ॥

তুমি যারে রাখ হরি ! সেই রক্ষা পায়,
তুমি যারে না রাখিবে কে রাখিবে তায় ? । ১৮৪ ।

বহুকালং ন জানামি পরকালং চ কেবল ।
বহুকালঃ পরঃ কালস্বমিব সকল্লোঃসি মে ॥ ১৮৫ ॥

ইহকাল পরকাল জানি না কেশব

ইহকাল পরকাল তুমি মোর সব । ১৮৫ ।

দুষ্টকৃতং স্কন্ধকৃতং বাপি হরে তুভ্যং সমর্পয়ে ।

‘নাহি মাং জহি বা নাথ যদিচ্ছসি তথা কুরু ॥ ১৮৬ ॥

শুভাশুভ কর্মফল যা কিছু আপন,

হরি হে ! তোমার কাছে কি আছে গোপন ?

সকলি সঁপিছু নাথ ! তোমারি চরণে,

রাখ বা মারহ মোরে যাহা ইচ্ছা মনে । ১৮৬ ।

পদে পদে তব পদে মোহিতো মে কৃতাগমে ।

‘জ্ঞানং তদেহি গোবিন্দ শোকমোহনিবারণম্ ॥ ১৮৭ ॥

পদে পদে মোহমদে হ’য়ে জ্ঞানহত

তব পদে অপরাধ করিতেছি কত ;

যাহার প্রভাবে শোক মোহ দূরে যায়,

সেই জ্ঞান ভগবান্ ! দাও হে আমায় । ১৮৭ ।

भवदावानलज्वालां कारुण्यमृतविन्दुभिः ।

‘हरे हर कृपासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते ॥ ১৮৮ ॥

সংসারে শোকের জ্বালা যেন দাবানল,

‘হৃদয়-কুণন তাহে দহে অবিরল ;

দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু জগন্নাথ হরি !

নিবাও করুণামৃত বরষণ করি’ । ১৮৮ ।

জ্ঞানমিধামৃতং দেহি যদেহং ভক্তচাতক্যঃ ।

জীবনং চাতক্যেহ জীমূতস্যৈব জীবনম্ ॥ ১৮৯ ॥

দাও হে অমৃতবারি কৃষ্ণ-জলধর !
এ ভক্ত-চাতক তব তৃষ্ণায় কাতর ;
জলধর ! জল যদি নাহি কর দান,
চাতকের এ পিপাসা কে করে নির্বাণ ? । ১৮৯ ।

ক্ষুদ্রা দেহতরী জীর্ণাং পারশ্ব ভবসাগরঃ ।
শরণং মে হরি হরি তবৈব করুণা হরি ॥ ১৯০ ॥

অপার সংসারসিন্ধু ভীষণমূরতি,
তাহে ক্ষুদ্র দেহ-তরী জীর্ণশীর্ণ অতি ;
কেমনে হইব পার কি হইবে দশা,
হরি হে ! কেবল তব কৃপাই ভরসা । ১৯০ ।

दन्ताः क्रमाद्विगलिताः पलिताश्च केशाः
धूम्रावृता इव दिशः किल दृष्टिदोषात् ।
वाताहतैव कदली विकलाङ्गयष्टिः
ह्राहा तथापि विषयान् न जह्वाति चेतः ॥ १९१ ॥

ক্রমে ক্রমে দন্ত গেল পক্ক হৈল কেশ,
দৃষ্টিদোষে ধূমময় হেরি সর্ব দেশ ;
ঝড়ে কদলীর প্রায় কাঁপিছে শরীর,
বিষয়তৃষ্ণায় মন তবুও অধীর । ১৯১ ।

यातो दिवं जनयिता जननीं च याता
याताश्च बाल्यमुहृदोऽपि सहोदरास्ते ।
याताश्च ह्य सुतसुताश्च सुताश्च तासां
ह्राहा तथापि विषयान् न जह्वाति चेतः ॥ १९२ ॥

স্বরপুরে পিতা মাতা গিয়াছেন চলি,
 'বাল্যমখা সহোদর গিয়াছে সকলি';
 পুত্রকণা পৌত্র আদি হরিল শমন,
 তথাপি বিষয় হয় ! নাহি ছাড়ে মন । ১৯২ ।

पश्चात् केशशिखां विधृत्य शमनो गर्जत्यहो व्याघ्रवत्
 मोन्मुक्तं पुरतश्च घोरनरकद्वारं त्वदर्थं स्थितम् ।
 हाहाद्यापि निपीय मोहमदिरां मत्तोऽसि नो चेतसे
 जीव त्वं नरकान्तकारिचरणं तूर्णं दृढं धारय ॥ १९३ ॥

পশ্চাৎ ইহিতে কেশে করিয়া ধারণ,
 'ব্যগ্র সম গর্জিতেছে ভীষণ শমন ;
 উদঘাটিত হের জীব ! সম্মুখে তোমার
 স্তূৰ্ণস্তর ঘোরতর নরকের দ্বার ;
 'তথাপি রহেছ মত্ত মোহ-মদিরায়,
 এখনো চেতনা তব না হইল হয় !
 এখনো যত্নপি চাও মঙ্গল আপন,
 শীঘ্র ধর নরকারি হরির চরণ । ১৯৩

आर्शामङ्गो भवति विरहो दुःसहश्चैव शोकः
 संसारेऽस्मिन् वत निदधतो मूढबुद्धेर्ममत्वम् ।
 नार्शामङ्गो न खलु विरहो नैव शोको न तापो
 ,नित्यानन्दं रसयति परं सच्चिदानन्दभक्तः ॥ १९४ ॥

বিষয়ে আসক্তি যেই করে মূঢ় জন,
 পদে পদে হয় তাঁর বিরহ ঘটন ;

आशाभङ्गे मनस्तापे হয় জরজর,
 অনিত্যে মমতা সর্ব্ব দুঃখের আকর ;
 যে জন সচ্চিদানন্দে সঁপে মন প্রাণ,
 না জানে বিরহদুঃখ সেই ভাগ্যান্বান ;
 আশাভঙ্গ নাহি তার, শোক নাহি জানে,
 সদানন্দে রয় চিদানন্দ-সুখা পানে । ১৯৪

सर्व्वङ्गं विषममन्तकमन्तिके ते
 व्यात्ताननं विकटशब्दकरालदंष्ट्रम् ।
 जीव प्रसारितभुजं यमनाय दृष्ट्वा
 तूर्णं मुरारिपदमाश्रयं भीतिहारि ॥ १९५ ॥

কড়মড়ি ভীম দন্ত মেলিছে বদন,
 রে জীব ! সম্মুখে দেখ ! কুতান্ত ভীষণ ;
 করিল কুরিল গ্রাস ! ধর শীঘ্র করি
 ভয়হারী শ্রীহরির শ্রীচরণ-তরি । ১৯৫ ।

जरठलणलघीयो जीवनं मानवानां
 अचिररुचिविलोलान् कामभोगांश्च सर्व्वान् ।
 गृहधनपरिवारान् संप्ररूपान् विदित्वा
 प्रविश हृदय तूर्णं सच्चिदानन्दसिन्धुम् ॥ १९६ ॥

জীর্ণ-তৃণকণা-সম জীবন অসার,
 স্বপ্নময় ধন জন গৃহ পরিবার ;
 জলদে চপলা-খেলা ক্ষণিক যেমন,
 এ তবে বিষয়স্থ জ্ঞানিবে তেমন ;

অত এব শীঘ্রমন ! কর রে আশ্রয়
নিত্য-চিদানন্দসিন্ধু হরি দয়াময় । ১৯৬

সদা সদানন্দময়ে পদে তৈ
জ্ঞপানিধে কর্ণসি মাং মুকুন্দ ।
তথাপি হা পাতকিনো মনো মে
ধাবত্যমীক্ষ্য ভবশোকসিন্ধৌ ॥ ১৫৩

তব সদানন্দময় ! নিরন্তর
টানিছ হরি করুণাসাগর !
! ধায় বারে বারে
এ ঘোর সংসার-শোকসিন্ধুর মাঝারে । ১৯৭ ।

ত্বাং নির্গুণং নাম বদন্তু বেদাঃ
কুত্ৰাস্তি কোবা গুণবত্তরস্বত্ ।
অহৌ গুণং পাতকিতারণং তং
হরে ত্বদন্ত্যৌ ধরতি ভবে কঃ ॥ ১৫৮ ॥

বেদান্তে নির্গুণ বলে বলুক তোমায়,
তোমা হেন গুণাধার কে আছে কোথায় ?
যে গুণে তরাও হরি ! মহাপাপিগণে,
সেই গুণ তোমা বিনা কে ধরে ভুবনে ? । ১৯৮

কিং দদামি দদামীতি চিন্তয়ামি হরে সদা ।
যদ্ব্যয়মস্মি মে তুভ্যং ত্বং তদেব ধনং মম ॥ ১৫৫ ॥

কি দিব কি দিব হরি ! মনে করি আমি,
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি (১) । ১৯৯ ।

যচ্ছিন্তয়ামি মনসা যদুদীরয়ামি
কায়েন বা যদখিলং প্রকরোমি কৰ্ম্ম ।
হে কৃষ্ণ তত্ তব পদার্পিতমস্তু সৰ্ব্বং
প্রীত্যৈ তবৈব মম জন্ম যুগে যুগেষ্টু ॥ ২০০ ॥

যাহা করি যাহা বলি যাহা ভাবি মনে,
সে সকলি মঁপি যেন তোমারি চরণে ;
সাধিতে তোমারি প্রীতি ওহে নারায়ণ !
যুগে যুগে করি যেন জন্ম গ্রহণ । ২০০ ।

হরে নো জানিহঁ সুকৃতমথবা দুষ্কৃতফলং
ন দৈবং মে চেতো ন চ পুরুষকারং গণয়তি ।
তবৈবেচ্ছাধীনং সকলমিতি চিন্তে কলয়তঃ ।
পরা ভক্তির্নিত্যং বসতু তব পাদে মম হৃদি ॥ ২০১ ॥

পাপও জানি না আমি পুণ্যও জানি না,
দৈব বা পুরুষকার করি না গণনা ;
হরি হে ! তোমারি ইচ্ছা সকলি জানিয়া
থাকি যেন তব প্রেমে নিমগ্ন হইয়া । ২০১ ।

(১) সংস্কৃত শূল শ্লোকটি ৮বদন অধিকারীর যাত্রার গানের অবিকল অনুবাদ । শ্রীকৃষ্ণ যোগীর বেশ ধরিয়া রাধার নিকট আসিয়া ভিক্ষা চাহিলে, রাধা সেই ছদ্মবেশী প্রাণেশ্বরকে দেখিয়াই চিমিতে পারিলেন, এবং তাঁহার আর্থনায় উত্তর দিলেন,—

“কি দিব কি দিব বঁধু ! মনে করি আমি,
যে ধন তোমারে দিব, (বঁধু!) সেই ধন (আমার) তুমি ।”

যত্র গত্বা ন শোচন্তি তদ্ব্রহ্ম পরমং যথা ।
 ' আশ্রয়তে নমস্তস্যৈ ভক্তয়েচিন্ত্যশক্তয়ে ॥ ২০২

যাঁহাকে লভিলে আর শোক নাহি রয়,
 ' সেই ব্রহ্ম যাহার প্রসাদে লাভ হয় ;
 অচিন্ত্যশক্তি সেই ভকতিব পাদ
 নমস্কার বারবার করি পদে পদে । ২০২ ।

রে কাল ভাষয়সি কিং বিকটাহ্বাস্যৈঃ
 শোকানল ত্বমসি রে ময়ি শান্ততাপঃ ।
 রে ব্যাধর্যঃ শরণমন্যবিধং ভজধ্বমু
 ' নৈবাধিকার ইহ वो मयि कृष्णदासे ॥ ২০৩ ॥

রে কাল ! বিকট হাশ্ব করিয়া বিস্তার
 ' বুঝা কেন বিভীষিকা দেখাইছ আর ?
 শোকানল ! মৌর কাছে তুমিও নির্বাণ,
 রাধিগণ ! স্থানান্তরে করহ প্রস্থান ;
 আমি যে কৃষ্ণের দাস, কি ভয় আমার ?
 আমাতে কাহারো আর নাহি অধিকার । ২০৩ ।

(গানম্)

জয় জগদীশ্বর দেব পরাত্পর
 সর্বগুণাকর বিশ্ববিধে ।
 প্রেমসুধাকর সুমধুর সুন্দর
 কলুষগরলহর শান্তিনিধি ॥ ২০৪ ॥

जय भयभञ्जन धार्मिकरञ्जन
नित्य निरञ्जन विश्वपते ।

पातकितारण पापानवारण
निर्वृत्तिकारण जीवगते ॥२०५॥

जय नारायण परम परायण
शोकमहार्णवपारतरे ।

सत्य सनातन पुरुष पुरातन
मुक्तिनिकेतन कृष्ण हरे ॥२०६॥

जय महिमोज्ज्वल निष्कल निर्मल
सकलसुमङ्गलकल्पद्वरो ।

भवपथसम्बल मर्त्यतपःफल
दुर्बलबल जगदेकगुरो ॥२०७॥

जय परमेश्वर देव दिगम्बर
विश्वेश्वर हर शङ्कर हे ।

जय दामोदर भक्तमनोहर
मुरहर करुणासागर हे ॥२०८॥

जय मुरमर्दन नाथ जनार्दन
दुःखहरण मधुसूदन हे ।

त्रितापनाशन विभूतिभूषण
दुष्टदनुजगणभूषण हे ॥२०९॥

নামমাहाত্ম্যম্ ।

সর্বতীর্থানি তত্রৈব সর্বসিদ্ধির্ষি দেবতাঃ ।

আবির্ভবন্তি যত্রৈব হরেণামানুকীৰ্ত্তনম্ ॥ ১ ॥

ভক্তবৃন্দে প্রেমানন্দে হইয়া মগন
যেই স্থানে হরিনাম করে সঙ্কীৰ্ত্তন ;
দেব ঋষি সিদ্ধ যত, যত তীর্থ স্থান,
সেই স্থানে সকলেরি হয় অধিষ্ঠান । ১ ।

কিঁ তেন ভগবন্নাম্না বিনা ভক্ত্যা নিধেবণম্ ।

ঐষধং নামমাত্রেণ ব্যাধিশান্তিঁ কৰোতি কিম্ ॥ ২ ॥

মুখে শুধু হরিনাম করিলে কি হয় ?
ভক্তিভাবে না সেবিলে নাহি ফলোদয় ;
নিয়মে সেবন যদি নাহি করা যায়,
ঔষধের নামমাত্রে রোগ কি পলায় ? । ২ ।

কিঁ তেন ভগবন্নাম্না প্রেমার্দ্ৰং হৃদয়ং ন চেৎ ।

ভূমিরার্দ্ৰা ন চেদ্বর্ষাঃ কিঁ ফলং ঘনগর্জ্জিতৈঃ ॥ ৩ ॥

প্রেমরসে আর্দ্র যদি না হয় হৃদয়,
মুখে শুধু হরিনাম করিলে কি হয় ?
মাটি যদি নাহি ভিজি ঝরি-বরষণে,
কিবা ফল ঘন ঘন ঘন-গরজনে ? । ৩ ।

স ভক্তিযুগ্মৈরাহ্লানৈর্ভগবানধিগম্যতে ।

শরযুগ্মস্য ধনুষ্টঙ্কারঃ কিঁ করিষ্যতি ॥ ৪ ॥

ভক্তিযোগ বিনা তাঁরে করিলে আছান,
সে আছানে কভু নাহি মিলে ভগবান্ ;
বাণশূন্য ধনুকের শুধুই টঙ্কারে
কদাচ কি লক্ষ্যভেদ করিবারে পারে ? । ৪ ।

প্রাণান্তিকৌ মহাব্যাধির্বিষয়ো বিষমৌ নৃণাম্ ।
তস্য ভক্ত্যনুপানিন হরিনামৈব ভেষজম্ ॥ ৫ ॥

বিষয় বিষম ব্যাধি, তাহে নরগণ
অহরহ যমঘরে করিছে গমন ;
এ রোগের একমাত্র শাস্তির নিদান ,
হরিনাম মত্তহাবধ ভক্তি অনুপান । ৫ ।

যদি বাচ্ছসি বৈজ্ঞান্যমচ্ছতং নাম ধাম তত্ ।
নির্ময়ং পিতৃ বৈ জীব হরিনামরসং তদা ॥ ৬ ॥

যদি ওঁরে জীব ! হ'বি চিরজীব
লভিবি অমৃত ধাম,
হৃদয় ভরিয়া আকর্ষণ পূরিয়া
পিয় তবে হরিনাম । ৬ ।

হাহাকারসহস্রাণি কিং মুञ্চসি মনঃ সদা ।
বদ বৈ সর্বশোকান্তং হরিবিল্যচ্চরহয়ম্ ॥ ৭ ॥

হাহাকার বারবার করিলে মোচন,
তাহে কি' শোকের শাস্তি পাইবি রে মন !
একান্ত ভকতিভরে কর হরিনাম,
জুড়াইবে সব জ্বালা পূর্ণ হবে কাম । ৭ ।

মহাসঙ্কটমগ্নানাং শরণায়াবসীদতাম্ ।

শরণং তারকব্রহ্মহরিনামৈব কেবলম্ ॥ ৮ ॥

পড়িয়া ছুস্তর ঘোর সঙ্কট-সাগরে
অবসন্ন হয় যেই আশ্রয়ের তরে ;
এ ভবে তারকব্রহ্ম হরিনাম তার
একমাত্র আছে গতি করিতে নিস্তার । ৮ ।

‘আনন্দধাম্নি যদি যাস্যসি জীব নূনং

পাথ্যেয়মস্তু ভবতী হরিনাম মার্গে ।

গচ্ছন্তমিহ যদি কালফণী দশেচ্ছাং

নামৈব তদ্বিষমকালবিষাপহং স্যাৎ ॥ ৯ ॥

নিভাস্ত যাবে হে ! যদি সে আনন্দধাম,
পথের সম্বল জীব ! কর হরিনাম ;
‘যেতে যেতে পথে যদি দংশে কাল-ফণী,
সে নামে কালের বিষ ছাড়িবে অমনি । ৯ ।

ধর্ম মনুঃ সুনবনীরমণীয়শোভাং

গ্রীহামদাবদহনোপ্যনুতাংশুশৈল্যম্ ।

যেন শ্মশানমপি দিব্যসুখাসদত্বং

তত্ জ্ঞানানাং নিয়তং জপ মানস ত্বম্ ॥ ১০ ॥

যে নামে দাবাগ্নি হয় অমৃত-শীতল,
নন্দন-বনের শোভা ধরে মরুস্থল ;
যে নামে শ্মশান হয় আনন্দকানন,
সেই হরিনাম সদা জপ ওরে মন ! । ১০ ।

মা মা বিষ্ময়তাং জিহ্নে ক্ষণমেকমপি ত্বয়া ।

হরে ক্ষণ হরে ক্ষণ কীর্তয় ত্বমনারতম্ ॥ ১১ ॥

ক্ষণমাত্র ক্ষান্ত নাহি হইও রসনে !

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বল রে ! সঘনে । ১১ ।

বিশৃঙ্খা বিবশা যাবদ্রসনে নাসি মৃত্যুনা ।

তাবদ্রসয় রে শশ্বৎ ক্ষণানামরসামৃতম্ ॥ ১২ ॥

রে রসনে ! যমে আসি গ্রাসিবে যখন,

বিশৃঙ্খ বিবশ হ'য়ে পড়িবি তখন ;

অতএব যতক্ষণ আছ সচেতন,

কৃষ্ণানাম-সুখা' সদা কর আশ্বাদন । ১২ ।

যথা ভাগীরথীস্নীতো বিদ্যার্থী হিমবদ্গুহাম্ ।

তথা মে হৃদয়ং ভিত্ত্বা হরিনাম প্রবর্ত্তিতাম্ ॥ ১৩ ॥

তেজে হিমালয়-গুহা করি' বিদারণ

গঙ্গার প্রবাহ ছোটো দিগন্তে যেমন ;

তেমনি হৃদয় মোর ভেদিয়া সঘনে

হরিনাম মহাবেগে ছুটুক বদনে । ১৩ ।

কৃতান্তোঽন্তর্ধত্তে বহতি মৃতদেহেঽমৃতনদী

বিধূয়ান্তর্ধান্তং কিমপি পৃথু ধাম প্রসরতি ।

হরে ত্বন্মান্নৈব প্রতরতি ভবাব্ধিঁ যদি জনো

ন জানি শ্রীজানি স্বয়মসি তদা কীর্তিশ্রুণুঃ ॥ ১৪ ॥

হরি হৈ ! তোমার নামে যায় বমভয়,

মৃতদেহে অমৃতের শ্রোতস্বতী বয় ;

মোহ-অন্ধকার আর কিছু নাহি রয়,
 অপরূপ আলোকে আত্মা পুলকিত হয় ;
 যে ঈশ ভকতিভরে তব নাম করে,
 এ ভব-সংসার সেই অনায়াসে তরে ;
 তোমার নামেরি যদি মহিমা এমন !
 না জানি তোমার তবে মহিমা কেমন ! । ১৪ ।

স্তুতধাতুপার্শ্বমবৈরিবারণম্
 জরাক্রাস্তুলুভয়প্রণাশনম্ ।
 অহর্নিশং জীববিহঙ্গ গোয়তাম্
 বিমুক্তিদং অহরিনাম ক্রবলম্ ॥ ১৫ ॥

ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রম বৈরী যে করে বারণ,
 জরা রোগ মৃত্যুভয় যে কবে হরণ ;
 রে জীব-বিহঙ্গ ! তুমি কর কর গান
 সেই হরিনাম যাহে লভিবে নির্দোষ । ১৫ ।

অলৌকী জীবলোকস্য জীবানাং ত্বং হি জীবনম্ ।
 পাপিনাং শরণং নাথ তব নামৈব ক্রবলম্ ॥ ১৬ ॥

লোকের আলোক তুমি জীবের জীবন,
 হরি হে ! তোমারি নাম পাপীর শরণ । ১৬ ।

তেনাধীতং শ্রুতং তেন তেন সর্বমনুষ্ঠিতম্ ।
 হরিনামরসেনাদ্রী রসনা यस্য সর্বদা ॥ ১৭ ॥

সার্থক তাহারি বিছা তাহারি সাধনা,
 হরিনাম-রসে আর্দ্র যাহার রসনা । ১৭ ।

অজ্ঞানাৎ যদি বা জ্ঞানাৎ যেন যৎ দুষ্কৃতং কৃতম্ ।
তৎ সৰ্ব্বং বিলয়ং যাতি হরিনামানুকীৰ্ত্তনাৎ ॥ ১৮ ॥

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে লোক যত পাপ করে,
ভক্তিভরে হরিনাম সে সকলি হরে । ১৮ ।

ভবেৎ কৃতবন্তস্বয়ি ভগ্নদণ্ডঃ
সম্পূৰ্ণকামো ভবিতাসি নূনম্ ।
'২ জীব ভক্ত্যা পরিপূৰ্ণয়া ত্বং
কৃষ্ণেতি নাম স্মর নিত্যমেব ॥ ১৯ ॥

পূৰ্ণ ভক্তিভরে জীব ! স্মর কৃষ্ণনাম,
চূৰ্ণ হবে যমদণ্ড পূৰ্ণ হবে কাম । ১৯ ।

ওম্-সত্যনারায়ণ-কৃষ্ণ-নাম-
ধ্বনিঃ সুসুখিভূতি যস্য নিত্যম্ ।
গুহ্যং বিনিৰ্ভীষ্য হৃদন্তরস্থাং
তত্রাধিকারঃ শমনস্য নাস্তি ॥ ২০ ॥

'ওঁ-সত্যনারায়ণ-কৃষ্ণ' নাম যার—
ভেদিয়া হৃদয়-গুহা উঠে বারবার ;
কি ভয় কি ভয় তার এ জগতে আর,
তাহাতে যমের আর নাহি অধিকার । ২০ ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি ক্রীতৌ মে মুহুৰ্মুহুঃ ।
দুর্গতিং হর গোবিন্দ মহাপাপিনমুহুর ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে ডাকি বারবার,
এ মহাপাপীয়ে হরি ! কর হে উদ্ধার । ২১ ।

অম্বৈতি বালো জননীং যথার্থঃ
হম্বৈতি বত্সস্ব যথৈব ধেনুম্ ।
লুপা যথা ক্রোশতি চাতকোঽব্রং
হরে তথা ত্বামহমাহ্বয়ামি ॥ ২২ ॥

‘মা-মা’ বোলে ডাকে যথা রোগার্ভ বালক,
জনধরে ডাকে যথা ভূষিত চাতক,
ধেনু তরে বৎস যথা করে হস্তারব,
আঁগিও তেমতি তোমা ডাকি হে কেশব ! ২২ ।

মা মেতি বিক্রোশতি রুদ্ধকণ্ঠঃ (১)
যথা শিশুঃ স্বপ্নমবেচ্ছ ঘোরম্ ।
তথা ভবে ভীতিমবেচ্ছ শশ্বত্
ক্রোশামি হাহা ক দয়াময়েতি ॥ ২৩ ॥

‘হেরি’ শিশু নিদ্রাবশে বিকট স্বপন
‘মা-মা’ বোলে রুদ্ধস্বরে ফুকারে যেমন ;
তেমনি এ ভবে আঁগি পেয়ে মহাভয়
হাহাকারে ডাকি কোথা ওহে দয়াময় ! ২৩ ।

ন গৃহং ন জনো ন বৈভবং
ন চ মানো ন কুলং ন বান্ধবঃ ।
চরমে ভবসিন্ধুতারণে
তরপথ্যং হরিণাম কেবলম্ ॥ ২৪ ॥

(১) ‘মা’-শব্দী মাটবাচকঃ, যথা একান্তরকীর্ষি,—

“মা শিরস্বন্দমা বৈধা মা লক্ষ্যৈঃ প্রকীর্তিতা ।

মা চ মাতরি মানো চ বান্ধবে চ সমীক্ষিতা” ॥

ধন মান কুল শীল গৃহ পরিবার
সঙ্গে নাহি যাবে কিছু, সকলি অসার ;
অস্ত্রিমে এ ভবনিকু হইবারে পার,
পারানি কড়িটা সেই হরিনাম সার । ২৪ ।

কৃষ্ণনামজয়বৈজয়ন্তি ক্রা-

দর্শনে ন শমনঃ পলায়তে ।

ভগ্নদন্ত ইব কালপন্নগো

দীনতাং চ ভজতে স কামপি ॥ ২৫ ॥

কৃষ্ণনাম-জয়ধ্বজা করি দরশন
দূর হ'তে সর্গস্থলে পলায় শমন ;
কালসর্প বিষদন্ত ভাজিলে শমন,
কৃষ্ণনামে শমনের দুর্গতি ভেগন । ২৫ ।

বরোষি কিং জীব ত্বষার্চনাৎ

ভক্ত্যা কুরু ত্বং হরিনামপানম্ ।

নামামৃতার্দ্রং খলু যস্য চিতঃ

পুনঃ পিপাসা কুতং তস্য ॥ ২৬ ॥

রে জীব ! তৃষ্ণায় কেন করিছ রোদন ?
ভক্তিভরে হরিনাম করহ সেবন ;
হরিনামামৃতে আর্দ্র বাহ্য হৃদয়,
তার কি পিপাসা আর এ জনমে হয় ? । ২৬

বরোষি পুণ্যধিকসৌকুমার্য্য

শিলাপি যেন দ্রবতামুপৈতি ।

নান্মা হরেস্তে ন যস্য চেতী
দ্রবীমবেত্ কোঽস্তি ততী দুরাত্মা ॥ ২৩ ॥

যে নাম শুনিলে গলে পাষণ সকল,
পুষ্পের অধিক হয় বজ্রও কোমল ;
হায় রে ! সে নামে যার নাহি গলে মন,
কে আছে পাষণ্ড বল ! তাহার মতন । ২৭ ।

গৃহ্ণাতি যী নাম হরেন্ ভক্ত্যা
সকলদিনান্তেঽপি স্তমন্দবুদ্ভিঃ ।
তং ভারভূতং বহুভূতধাত্রাঃ
মা জাতু গর্ভে 'জননী দধাতু' ॥ ২৮ ॥

দিনান্তেও একবার যেই মূঢ় জন
ভক্তি করি' হরিনাম না করে গ্রহণ ;
পৃথিবীর ভার সেই, সে মহে মানব,
হেন পুত্র মাতা যেন না করে প্রসব । ২৮ ।

হরেন্ নামগ্রহণেঽর্থহানিঃ
নিঃস্ফারয়েত্ তত্ কৃতমেব ভক্ত্যা ।
বিনৈব মূল্যং সুলভা সুধৈয়ং
ন পীযতে যেন ততোঽস্তি কোঽহ্নঃ ॥ ২৯ ॥

হরিনাম অর্থ দিয়া কিনিতে না হয়,
ভক্তিভাবে করিলেই যায় মৃত্যুভয় ;
বিনা মূল্যে হেন সুখা যে না করে পান,
তাহার সমান আর কে আছে অজ্ঞান ? । ২৯ ।

ধ্যায় রে জপ রে কৃষ্ণা কৃষ্ণনামৈব কীর্ত্য ।

খাত্মারামো ভবাत्मन् মে কৃষ্ণানন্দেণ সৰ্ব্বদা ॥ ১০ ॥

স্মর কৃষ্ণ, জপ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণনাম,

কৃষ্ণানন্দে আত্মা মোর হও আত্মারাম । ৩০ ।

যন্মান্না শবজীর্ণশীর্ণবিগলত্কঙ্কালমাল্যহী

ভূয়ো জীবনমাগতা পুলকিতা প্রেমা নরীকৃত্যতী ।

যন্মান্না নরকাপগাপি চ সুধামূরায়তে তত্ক্ষণং

নিত্যং শ্রীহরিনাম বৈ বিজয়তাং ত্রৈলোক্যসারং হি তত্ ॥ ১১ ॥

যে নামে শবের অস্থি জীর্ণ বিগলিত,

প্রাণ পেয়ে নাচে প্রেমে হ'য়ে পুলকিত

যে নামে নরক-নদী হয় সুধাধার,

জয় জয় হরিনাম ত্রিলোকীর সার । ৩১ ।

বিমুক্তসঙ্কলো নিভৃতে নিষণ্ডী

হরে নিশীথে পরিষৃতলোকে ।

অহী বিচিত্রং গগনেহমীন্দ্রে

তারাস্তু তারাস্তু তবৈব নাম ॥ ১২ ॥

গভীর নিশীথে সবে ঘুমায় যখন,

একাকী বিরলে আমি বসিয়া তখন,

কি দেখি আকাশ পানে ! কি বলিব হায় !

হরি হে । তোমারি নাম তারায় তারায় । ৩২ ।

নামরূপভেদাঃ । (১)

সীরতেজো যথা মেঘে নানাবর্ণৈर्वিभासते ।
भक्तचित्ते तद्यैकोऽपि नानारूपधरो हरिः ॥ ১

(১) 'যে যত মা-বাপের আছরে ছেলে হয়, 'তাঁহার নামের সংখ্যাও তত অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। আছরে ছেলেকে মা বাপেরা যতই আদরের যতই সোহাগের নাম দিয়া ডাকুক না কেন, কিছুতেই তাহাদের আশ মিটে না, এজন্ম আছরে ছেলের নাম নিত্য নিত্য নূতন। ভগবান্ অনন্ত ভক্তমণ্ডলীর আছরে গোপাল, তাই তাঁহার নামেরও অন্ত নাই। যে ভক্ত যখন যে ভাবে তাঁহাকে ভাবনা করে, ভগবান্ সেই ভাবে তাহার নিকট উপস্থিত হন। যে ভক্ত যখন যে নামে তাঁহাকে আহ্বান করে, ভগবান্ সেই নামে তাহার নিকট উপস্থিত হন। 'এই জন্মই, যিনি—

“सहस्रशीर्षां पुष्पः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।

स भूमिं विश्वती व्याप्य अत्यन्तदृग्ग्राह्यम्” ॥

সেই অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নাম। সহস্রপ্রকার ভক্তের একই ভগবদ্ভক্তির সহস্রপ্রকার রূপভেদে একই ভগবান্‌র সহস্রপ্রকার রূপ ও সহস্রপ্রকার নাম। তাঁহার সেই সহস্রপ্রকার রূপ ও সহস্রপ্রকার নাম একই ভক্তি-সাগরের বিবর্ত, অর্থাৎ রূপভেদ বা উপাধিভেদ মাত্র। এই জন্মই ভগবদ্ভক্ত মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন,—

बहुधाऽप्यात्मैर्भिन्नाः पन्थानः सिद्धिर्हितवः ।

तथैव, निपतन्तीष्वा जाङ्गवीया र्वार्थवि” ॥

অর্থাৎ—যে রূপ গঙ্গার প্রবাহসকল ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইয়াও সেই মহাসাগরে গিয়া পতিত হয়, সেইরূপ পুরুষার্থসিদ্ধির উপায় সকল শাস্ত্র-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইলেও একমাত্র সেই অনন্তদেবেই পর্যাবসিত হয়। অতএব, যে ভক্ত যে রূপে তাঁহাকে ধ্যান করে ও যে নামে তাঁহাকে আহ্বান করে, ভক্তবৎসল সিদ্ধিদাতা নারায়ণ সেই রূপেই ও সেই নামেই তাঁহাকে সিদ্ধি দান করিয়া থাকেন। কালীই বল আর দুর্গাই বল, লক্ষ্মীই বল আর সরস্বতীই বল, হরিই বল আর শঙ্করই বল, রামই বল আর গঙ্গাই

যেমন সূর্যের রশ্মি মেঘের উপরে
 খেত পীত লোহিতাদি কত বর্ণ ধরে ;
 ভক্তগণে নিজ নিজ হৃদয়ে তেমন
 এক কৃষ্ণ নানা ভাবে করে দরশন । ১ ।

আভাসতে শক্তিমেদাদেক: কৃষ্ণোপ্যনেকধা ।

एकोप्यनেকধা सूर्यो यथा वीचिषु भासते ॥ ২ ॥

প্রতিবিশ্ব পড়ে যদি তরঙ্গমালায়,
 যেমন একই সূর্য্য অসংখ্য দেখায় ;
 ভক্তের হৃদয়ে এক হরিও তেমন
 শক্তিভেদে নানা মূর্ত্তি করেন ধারণ । ২ ।

अनन्तशक्तैर्य: शक्तीभिर्भा वेत्ति स मूढधी: ।

अभिन्ना: खलु ता: सर्व्वा य: पश्यति स पण्डित: ॥ ৩ ॥

বল, যে নামেই ডাক না কেন, তোমার ডাক প্রকৃত ভক্তির ডাক হইলে
 অবশ্যই তাহা তাঁহার নিকট পঁছবিবে, এবং সেই ভক্তের ভগবান্ অবশ্যই
 তোমার প্রার্থনা শ্রবণ করিবেন। তিনি ভক্তেরই ভগবান্, আর কাহারও
 নহেন, তাঁহার অধিষ্ঠান ভক্তের হৃদয়-পীঠে; ভক্তের হৃদয়-পীঠই তাঁহার
 বৈকুণ্ঠধাম ।

এই জগুই ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন,—

“নমস্কায়ে নমস্কায়ে নমস্কায়ে পরাম্বনে ।

নাম রূপং য যস্মৈকী যীর্ষাস্তিলিনীপলম্ব্যতে” ॥ (বিষ্ণুপুৰাণ ১ম অঃ ১) ।

* অর্থ্যাৎ যিনি ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’, যাহার কোনও নাম বা রূপ নাই, যে
 স্বপ্রকাশ চৈতন্যময় পরম পুরুষের জাজ্বল্যমান অস্তিত্ব ভক্তগণ আপনা আপনিই
 অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহাকে নমস্কার—নমস্কার—নমস্কার ।

ଏକାହି ଅନନ୍ତଶକ୍ତି ସେହି ନାରାୟଣ,
 ଶକ୍ତିଭେଦେ ଭିନ୍ନ ତାଁରେ ଭାବେ ମୁଠା ଜନ ;
 ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟେ ଏକହି ଜେଶ୍ବର
 ଅଭେଦ-ନୟନେ ଜ୍ଞାନୀ ହେରେ ନିରନ୍ତର । ୩ ।

त्वं कालो यमवारिणी त्वमसि वै ब्रह्मा हरिः शङ्करः
 दुर्गा दुर्गतिहारिणी त्वमसि वाग्देवी च लक्ष्मीः स्वयम् ।
 त्वं लोकत्रयपावनी सुरधुनो त्वं जानकोवल्लभः
 किं वाच्यस्तव कृष्ण रूपमहिमाऽनन्तस्त्वमेकोऽपि यत् ॥ ४

କାଳୀ ତୁମି କାଳଭୟ ବର ନିବାରଣ,
 ତୁମି ଶିବ, ତୁମି ବ୍ରହ୍ମା, ତୁମି ନାରାୟଣ ;
 ଜଗଦସ୍ତ୍ରୀ ତୁମି ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗତିହାରିଣୀ,
 ତୁମି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁମି ବାଣୀ ବିଜ୍ଞାନଦାୟିନୀ ;
 ତୁମି ଗଙ୍ଗା ସନାତନୀ, ତୁମି ସୀତାପତି,
 ଶକ୍ତିଭେଦେ କୃଷ୍ଣ । ତବ ଅନନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି । ୪ ।

लीयते शमनाद्भोतिः क्षीयते भवबन्धनम् ।
 यन्नाम्ना तमहं वन्दे शिवकल्पतरुं शिवम् ॥ ५ ॥

ସାଁର ନାମେ ଯମ-ଭୟ ହୟ ନିବାରଣ,
 ସାଁର ନାମେ ଭବ-ପାଶ ହୟ ବିମୋଚନ ;
 ସଦାଶିବ ସିନି ସର୍ବବି-ମୁକ୍ତ-ଆଧାର,
 ସେହି ଶଙ୍କରର ପଦେ କରି ନମସ୍କାର । ୫ ।

प्रत्यक्षाऽप्यपरिच्छेद्या चित्रा यस्य जगत्कल्पिता ।
 ब्रह्माण्डपितरं वन्दे तं ब्रह्माण्डमहं मुदा ॥ ६

এ বিশ্বরচনা যাঁর বিচিত্র মহিমা,
নিরখি নয়নে কিন্তু নাহি পাই সীমা ;
ব্রহ্মাণ্ডের পিতা সেই ব্রহ্মার চরণে,
নমস্কার করি আমি পুলকিত মনে । ৬ ।

भवभीमाब्धिमग्नोऽहं त्वामिव शरणं गतः ।
हरे मयि कृपासिन्धो करुणां कुरु केशव ॥ ७ ॥

পড়েছি বিষম ঘোর সংসার-সাগরে,
তাই হরি ! তোমাকেই ডাকি সকাতরে ;
নারায়ণ ! হে কেশব ! ওহে দয়াময় !
কৃপা করি তার মোরে দিয়া পদাশ্রয় । ৭ ।

संसारभावैः सविधैः शल्यैरिव निरन्तरम् ।
पीडितं पाहि मां मातर्दुर्गे दुर्गतिहारिणि ॥ ८ ॥

বিষমাখা শেল সম সংসার-ঘটনা
দহিছে আমারে আর সহে না যাতনা ;
তাই ডাকি ও মা দুর্গে দুর্গতিহারিণি !
নিস্তার কর গো ! মোরে নিস্তারকারিণি । ৮ ।

श्मशानं त्वां विना विश्वं लक्ष्मीस्त्वं लोकपालनी ।
तव भक्तस्य सर्वत्र विजयोऽभयमेव च ॥ ९ ॥

নারায়ণী তুমি লক্ষ্মী পালিছ ভুবনে,
এ বিশ্ব শ্মশান হয় তোমার বিহনে ;
তুমি যারে দয়া কোরে দাও পদাশ্রয়,
কি ভয় কি ভয় তার সর্বত্রই জয় । ৯ ।

মৃতসঞ্জীবনী বোণা তব চেতয়তে জগত্ ।

বাণি বিজ্ঞানজননি ত্বাং বন্দে হর মে তমঃ ॥ ১০ ॥

বীণাপাণি ! শুনি তব বীণার বঙ্কর,

মৃত দেহে প্রাণ পায় এ বিশ্বসংসার ;

বিজ্ঞানদায়িনি বাণি ! হর অঙ্ককার,

তব পদে ভক্তিভাবে করি নমস্কার । ১০ ।

ব্রহ্মাকীরণনির্বাণ্যে মাতঃ পতিতপাবনি ।

কুমিকীটগতে গঙ্গে তারয়াঃ ধমতারিণি ॥ ১১ ॥

পতিতপাবনি ! তব অপার মহিমা,

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যার নাহি পায় জীমা ;

কুমিকীটে তুমি গো মা ! তরাইতে পার,

অধমতারিণি গঙ্গে ! আমারে নিস্তার । ১১ ।

যন্মান্না দস্যুচণ্ডালা অপি তীর্ণা ভবাম্ভুধিम् ।

নবদূৰ্ব্বাদলশ্যামং তং রামং শরণং ভজ ॥ ১২ ॥

যে নামে চণ্ডাল দস্যু মহাপাপী নর

অনায়াসে তরে গেল এ ভব-সাগর ;

নবদূৰ্ব্বাদলশ্যাম পাতকি-তারণ,

সেই শ্রীরামের পদে লও রে ! শরণ । ১২ ।

इन्द्रस्त्वं वरुणस्त्वमेव धनदः सोमस्त्वमर्को मरुद्

धीर्भूमिर्জ्वলनो ग्रहाश्च वसवस्त्वं धर्मराजोऽश्विनी ।

त्वं रुद्रास्त्वমহस्त्वমেव रजनौ सन्ध्ये च वेदाः क्रतुः

किं वाचस्तव विश्वरूप महिमा त्वं वासुदेवो विराट् ॥ ১৩ ॥

তুমি ইন্দ্র, তুমি চন্দ্র, তুমি দিবাকর,
কুবের, বরুণ, যম, তুমি বৈশ্বানর ; (১)
তুমি বায়ু, বসু, রুদ্র, অশ্বিনীকুমার,
স্বর্গ, মর্ত্য, গ্রহ, তারা, তুমি বিশ্বাধার ;
দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা বেদ, তুমি যজ্ঞেশ্বর,
অনন্ত বিরাট তুমি ব্যাপ্ত চরাচর ;
বিশ্বরূপ ! বাসুদেব ! তোমার মহিমা
কে পারে বর্ণিতে যার নাহি আছে সীমা । ১৩ ।

(ভগবতী মহামন্ত্রসৌভম)

তারা ব্রহ্মময়ী চরাচরময়ী ত্বং চিন্ময়ী হৃদয়ময়ী
বুদ্ধিস্বং প্রতিমা স্মৃতিঃ স্মৃতিরসি ত্বং জ্ঞানমিস্খ্যা ক্রিয়া ।
সৃষ্টিস্বং স্থিতিরিবে সংহৃতিরসি ত্বং পঞ্চভূতানি চ
ত্বং মায়া প্রকৃতিস্বমেব জগতাং মূলং হুমূলা স্ববন্ ॥ ১৪ ॥

(ভগবানের মহাশক্তির স্তব)

তুমি তারা ব্রহ্মময়ী (২) ; তুমি ক্ষরস্বরূপা এবং অক্ষর-

(১) 'বৈশ্বানর'—অগ্নি ।

(২) 'তারা'—অর্থাৎ তারণকর্ত্রী ;—যথা তত্ত্বসারে,—

“তারকলাত্ সদা তারা সুখীনীশ্বপ্রদায়িনী ।

ভয়াপহারিণী যজ্ঞাদুত্তারাতা প্রকীর্তিতা” ॥

সুখমোক্ষপ্রদায়িনী ও তারণকর্ত্রী বলিয়া ব্রহ্মশক্তি 'তারা' নামে অভি-
হিত, এবং উগ্র অর্থাৎ ঘোর বিপদ হইতে ত্রাণ করায় 'উগ্রতারা' নামে
অভিহিত ।

স্বরূপা (১); তুমি চিন্ময়ী ও হৃদয়ময়ী শক্তি; তুমি বুদ্ধি ও প্রতিভা; তুমি শ্রুতি ও স্মৃতি; তুমি জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া; তুমিই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার; তুমিই পঞ্চভূতপ্রপঞ্চ; তুমিই মায়া ও প্রকৃতি; তোমার মূল নাই, অথচ তুমি সমস্ত জগতের মূল । ১৪ ।

শাস্ত্বতি শঙ্করি ভুবনবিধাত্রি

ভক্তকৃপাময়ি শিবপদদাত্রি ।

জননি বরাভয়শোভিতহস্তে

জয় জয় ভগবতি দেবি নমস্তে ॥ ১৫ ॥

হে সনাতনি শঙ্করি ! হে বিশ্ববিধাত্রি ! ‘হে ভক্তকৃপাময়ি ! হে শিবপদপ্রদায়িনি ! জননি ! তুমি এক হস্তে বর, অপর হস্তে অভয় ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছ ; জয় দেবি ভগবতি ! তোমারি জয় ; তোমাকে নমস্কার । ১৫ ।

মায়াময়ং চক্রমতীবধীরম্

আরোপ্য ভূতান্যখিলানি শশ্বত্ ।

প্রহাস্তমাগণ্যাবধূণ্যন্যতা

সংসারধারাং ভবতীং নমামি ॥ ১৬ ॥

(১) ‘কর’ ও ‘অকর’ ; যথা গীতায়াম্,—

“হাবিমী পুরুষী লোকে করম্যকর এব চ ।

অরঃ সর্বাণি মৃতানি কূটস্থোৎসর উচ্যুতৈ” ॥

অর্থাৎ যাহার বিকার আছে, সেই ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যাঙ্ক সমস্ত দৈর্ভৌতিক শরীরকে ‘কর’ বলে, এবং যাহার বিকার নাই, সেই বীজস্বরূপকে ‘অকর’ বলে।

তুমি নিখিল ভূতমণ্ডলীকে ঘোর মায়া-চক্রে তুলিয়া প্রবৃত্তি-মার্গে
অবিরত বিঘ্নিত করিতেছ, তুমি সংসারধারারূপিনী, তোমাকে
নমস্কার । ১৬ ।

যথা নদী কাঞ্চনান্যগ্রীষা-

ন্থাদায় বেগাৎ জলধিঁ প্রযাতি ।

তথা ত্বমাদায় চরাচরাণি

মূতান্যনন্তাভিমুখী প্রযাসি ॥ ১৩ ।

স্রোতস্বতী যেমন সমস্ত তৃণকাষ্ঠাদি লইয়া মহাবেগে অনন্ত
নাগরের দিকে প্রবাহিত হয়, তুমিও তেমনি চরাচর ভূতগ্রামকে
লইয়া অনন্তদেবের অভিমুখে চলিয়াছ । ১৭ ।

সনাতনি ব্রহ্মবিভূতিমূর্ত্তি

তবৈব রূপং প্রতিভাতি বিশ্বম্ ।

যথা জবায়াঃ স্ফটিকস্য ভিত্তিঃ

ত্বং ব্রহ্মাণী বিশ্বমহী বিমর্ষি ॥ ১৮ ॥

হে সনাতনি ! পরব্রহ্মের বিভূতির বিকাশাবস্থাই তোমার ~~মূর্ত্তি~~
এই বিশ্ব তোমারি মূর্ত্তিরূপে প্রতিভাত হইতেছে ; যেমন স্ফটিকের
স্তম্ভ জবাপুষ্পের প্রতিবিশ্ব ধারণ করে, তেমনি তুমি পরব্রহ্মের মূর্ত্তি
নিজ গর্ভে ধারণ করিতেছ (১) । ১৮ ।

(১) এস্থলে প্রকৃতি স্ফটিকস্বরূপ, এবং ব্রহ্ম জবাপুষ্পস্বরূপ । প্রকৃতি-
মধ্যে ব্রহ্মের যে প্রতিবিশ্ব পড়ে, সেই প্রতিবিশ্বকে জীবাত্মা বলিয়া
জানিবে । আবার, জীবাত্মার মধ্যে মনের যে প্রতিবিশ্ব পড়ে তাহার নাম

আখ্যাং যোগীশ্বরারাখ্যাং মহাবিদ্যাং সদাশিবাম্ ।

সিদ্ধেশ্বরীং সিদ্ধিদাত্রীং ভূতধাত্রীং নমাম্যহম্ ॥ ১৮ ॥

তুমি যোগীশ্বরের আরাধ্যা আছা শক্তি, তুমি সদাশিবা মহাবিদ্যা, তুমি সিদ্ধেশ্বরী, সিদ্ধিদাত্রী ও ভূতধাত্রী ; তোমাকে নমস্কার করি । ১৮ ।

চন্দ্রসূর্য্যাম্বিনয়নাং মহাকালস্বরূপিণীম্ ।

অ্যোমকেশীং ভবানীং ত্বাং ভূয়োভূয়ো নমাম্যহম্ ॥ ২০ ॥

তুমি মহাকালরূপিণী ভবানী ; চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি তোমার নয়ন, অ্যোম তোমার কেশ ; তোমাকে বার বার নমস্কার । ২০ ।

বন্ধ অর্থাৎ ভববন্ধন। মন বা মনোবৃত্তি প্রকৃতির একটি অবস্থা মাত্র। যেমন ফটিকের নিকট হইতে জ্বাপুস্পকে অন্তরিত করিলে আর প্রতিবিম্বরূপ পৃথক পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মকে অন্তরিত করিয়া দেখিলে আর জীবাশ্মারূপ পৃথক পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না, জীবাশ্মা তৎকালীন ব্রহ্মেই লীন হইয়া যায়। অর্থাৎ যাবৎ প্রকৃতির মধ্যে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বভাবে সম্বন্ধ দেখিবে, তাবৎ জীবাশ্মার পৃথক আন্তরের উপলব্ধি হইবে ; অদ্বৈত-জ্ঞানে সেই প্রতিবিম্বভাব বিলয় পাইলে একমাত্র ব্রহ্ম তিন্ন আর কিছুই থাকিবে না। এইরূপে জীবাশ্মার অস্তিত্ব বুঝির লয় হইলেই ভববন্ধনের মোচন অর্থাৎ মহানির্বাণ হয়। জীবাশ্মার উপলব্ধি অর্থাৎ ‘আমি স্থখী, আমি দুঃখী’—ইত্যাকার জ্ঞান প্রতিবিম্ববৎ পদার্থ ; এই জ্ঞান জীবাশ্মার সঙ্গে সঙ্গেই লয় পায়।

“প্রজ্ঞতে: ক্রিয়মাণানি গুণৈ: কল্মাষি সর্ব্বশ: ।

অহঙ্কারবিশুদ্ধাত্মা কল্যাণমিতি সত্যমিতি” ॥ (গীতা)

অর্থাৎ আমি চেতন, আমি করিতেছি,—এইরূপ প্রতীতি বুঝির অর্থাৎ মহত্ত্বের পরিণাম মাত্র।

ব্রহ্মমূর্ত্তি^১ ভগবতী^২ রাজরাজেশ্বরপ্রিয়াম্ ।

প্রত্য়ক্ষদেবতা^৩ বন্দে বিশ্বসংসারমোহিনীম্ ॥ ২১ ॥

তুমি পরমৈশ্বর্যশালিনী ব্রহ্মমূর্ত্তি ; তুমি রাজরাজেশ্বর বিশ্বেশ্বরের
প্রাণবল্লভা ; তুমি, বিশ্বসংসারমোহিনী প্রত্যক্ষ দেবতা ; তোমাকে
নমস্কার । ২১ ।

সহস্রশীর্ষসম্মুখা^৪ সহস্রভুজশালিনীম্ ।

সহস্রচরণা^৫ দেবী^৬ সহস্রাচ্চা^৭ নমাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

তুমি সহস্র সহস্র শীর্ষে, সহস্র সহস্র হস্তে, সহস্র সহস্র চরণে,
এবং সহস্র সহস্র নয়নে, শোভা পাইতেছ ; তোমাকে নমস্কার । ২২ ।

সকলাভিঃ কলাভিস্ত্বা^৮ সম্পূর্ণা^৯ পূর্ণভূষণাম্ ।

পূর্ণানন্দময়ী^{১০} বন্দে পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণীম্ ॥ ২৩ ॥

তুমি সর্বাত্মশেই^{১১} সম্পূর্ণা এবং পূর্ণ সজ্জায় বিরাজমানা ; তুমি
পূর্ণানন্দময়ী পূর্ণব্রহ্মরূপিণী ; তোমাকে নমস্কার । ২৩ ।

জ্ঞানশক্তির্ভগবতি^{১২} ত্বমজ্ঞানবিনাশিনী ।

অতোঽসি কীৰ্ত্তিতা^{১৩} বেদে মহিষাসুরমর্দ্দিনী ॥ ২৪ ॥

হে ভগবতি ! তুমি ব্রহ্মের সাক্ষাৎ জ্ঞানশক্তিরূপে মহামোহকে
বিমাণ করিয়া থাক ; এজন্য বেদে তুমি ‘মহিষমর্দ্দিনী’ নামে কীৰ্ত্তিত
হইয়াছ (১) । ২৪ ।

(১) ভগবতী কাত্যায়নী মহিষাসুরকে বধ করিয়াছেন, এই পৌরাণিক
রূপকের অর্থ এই যে,—পরব্রহ্মের জ্ঞানরূপ মহাশক্তির নাম কাত্যায়নী,

সর্বদুর্গতিসংহন্তি দুর্গে দুর্গবিনাশিনি ।

মহাদেবমহাপীঠদেবতী তে নমো নমঃ ॥ ২৫ ॥

হে সর্বদুর্গতিহারিণি ! দুর্গবিনাশিনি দুর্গে ! তুমি মহাদেবরূপ
মহাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তোমাকে বার বার নমস্কার (১) । ২৫ ।

এবং মহামোহের নাম ‘মহিমাসুর’ । ভগবানের জ্ঞানশক্তি অজ্ঞানকে বিনাশ
করে বলিয়া উহার নাম ‘মহিমমর্দিনী’ । যথা বরাহপুরাণে,—

“অথবা জ্ঞানশক্তিঃ সা মহিমীজ্ঞানমূর্ত্তিমান্ ।

অজ্ঞানং জ্ঞানসাধ্যং তু ভবতীতি ন সংশয়ঃ ॥

মূর্ত্তিপদে চৈতিহ্যাসমমূর্ত্তে চৈকবদ্বৃদ্ধি ।

জ্ঞায়তে বেদবাক্যৈস্তু তর্কী মহিমমর্দিনী ॥”

অর্থাৎ জৈশ্বরের জ্ঞানশক্তির একটা নাম ‘মহিমমর্দিনী’ । মূর্ত্তিমান্
অজ্ঞানকে ‘মহিম’ বলে । অজ্ঞান যে জ্ঞানশক্তি দ্বারা বিনাশিত হয়, ইহাতে
কোনও সংশয় নাই । যাহারা মূর্ত্তিবাদী, তাঁহারা এই বিষয়ে পৌরাণিক
ইতিহাস কল্পনা করিয়াছেন । আর যাহারা ব্রহ্মবাদী, তাঁহারা বেদবাক্যা-
নুসারে এই শক্তিকে জৈশ্বরের জ্ঞানশক্তি হইতে অভিন্ন ভাবিয়া থাকেন ।

(১) ভগবানের সর্বময়ী সর্বশক্তির নাম দুর্গা, “সর্বস্বরূপিণী শক্তিঃ সা
দুর্গতি চ পরম্যতে”, অর্থাৎ জৈশ্বরের সর্বস্বরূপিণী শক্তিকেই দুর্গা বলে । যথা
মুণ্ডমালায়াম্,—

“মূর্ত্তানি দুর্গা মূর্ত্তনানি দুর্গা নবাঃ স্নিগ্ধাষাপি সুরাসুরাঘাঃ ।

যদ্যস্তি দৃষ্ট্যং খলু সৈব দুর্গা দুর্গাস্বরূপাদপরং ন কিঞ্চিৎ ॥”

অর্থাৎ সমস্ত ভূতমণ্ডলই দুর্গা, সমস্ত ভুবনমণ্ডলই দুর্গা ; জী, পুরুষ,
দেব, দানব, মানবাদি সকলি দুর্গা ; যাহা কিছু দৃশ্য সে সকলি দুর্গা ; দুর্গার
স্বরূপ ছাড়া আর কিছুই নাই । যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে,—

“দুর্গাং দৈত্যে মহাবিরে ভবমন্তে কৃতকর্ম্মণি ।

যীকি দুঃখৈ চ নরৈঃ যদদৃষ্টে চ লক্ষ্মণি ॥

নমামি সারদাং দেবীং বিজয়াং সৰ্ব্বমঙ্গল্যাম্ ।

মাহেশ্বরীং মহাশক্তিমভয়ামপরাজিতাম্ ॥ ২৬ ॥

হে দেবি ! তুমি সারদা, বিজয়া ও সৰ্ব্বমঙ্গলা ; তুমি মহেশ্বরের
মহাশক্তি ; তুমি অভয়া ও অপরাজিতা ; তোমাকে নমস্কার । ২৬ ।

সৰ্ব্বতঃপাণিপাদাং ত্বাং সৰ্ব্বতোঃস্থিতিশিरोমুখাম্ ।

সৰ্ব্বেশ্বরীং সৰ্ব্বময়ীং সৰ্ব্বাণীং প্রণমাম্যহম্ ॥ ২৭ ॥

তোমার হস্ত ও পদ সৰ্ব্বত্রই প্রসারিত ; তোমার চক্ষু, মস্তক
ও মুখ সৰ্ব্বত্রই প্রসারিত ; তুমি সৰ্ব্বাণী, সৰ্ব্বেশ্বরী ও সৰ্ব্বময়ী ;
তোমাকে নমস্কার করি । ২৭ ।

অনন্তশয্যাশয়নামনন্তসহবাসিনীম্ ।

অনন্তজগদাধারবিগ্রহাং ত্বাং নমাম্যহম্ ॥ ২৮ ॥

মহীভয়েতিরোগে আত্মাশব্দ্যে হনুবাচকঃ ।

এতন্ম হন্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীৰ্ত্তিতা ॥

দৈত্য, মহাবিঘ্ন, ভববন্ধন, পাপ, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম,
মহাভয়, মহাব্যাধি, এই সকলকে দুর্গ বলে ; যে ঐশ্বরী শক্তি এই সকল
দুর্গ অর্থাৎ স্কন্ধটকে বিনাশ করে, তাহাকেই দুর্গা বলে । “দুর্গা নিহন্তি যা
নিত্যং সা দুর্গা পরিকীৰ্ত্তিতা” ।

অপিচ,—

“আত্মা নারায়ণী শক্তিঃ সৃষ্টিস্থিতিলক্ষারিণী ।

যযা জয়তি বিশ্বং চ যযা সৃষ্টিঃ প্রজায়তে ॥

যযা বিনা জগদ্রাস্তি”—(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারিণী নারায়ণের আত্মা শক্তি, যাহা দ্বারা বিশ্বকে জয়
করা যায়, যাহা দ্বারা সৃষ্টি হয়, যাহা ছাড়া জগতের অস্তিত্ব থাকে না,
তাহাকে দুর্গা বলে ।

তুমি অনন্তদেবের সজ্জিনী, অনন্তশয্যাশায়িনী, তোমার শরীর
অনন্ত জগতের আধার ; তোমাকে নমস্কার । ২৮ ।

কালরাত্রীং মহাকালীং বন্দে ত্বাং কালকামিনীম্ ।

গিরন্তীমুদ্বিরন্তীং চ ভূতগ্রামং পুনঃ পুনঃ ॥ ২৯ ॥

তুমি কালরাত্রিক্রপিনী, মহাকালের 'শক্তি' মহাকালী ; তুমি
নিখিল ভূতগ্রামকে বারংবার গিলিতেছ ও উগারিতেছ ; তোমাকে
নমস্কার । ২৯।

আব্রহ্মস্তম্বপর্ষন্তজগদ্যোনিময়োনিজাম্ ।

অখণ্ডমণ্ডলাকারব্যাপিনীং ত্বাং নমাম্যহম্ ॥ ৩০ ॥

তুমি আব্রহ্ম-স্তম্ব-পর্ষন্ত জগতের যোনি, কিন্তু স্বয়ং অযোনিজা ;
তুমি অখণ্ড মণ্ডলাকারে অখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ ; তোমাকে
নমস্কার । ৩০।

অন্নপূর্ণাং মহামায়াং মহেশহৃদয়েশ্বরীম্ ।

যোগমায়াং যোগনিদ্রাং জগদ্ধাত্রীং নমাম্যহম্ ॥ ৩১ ॥

তুমি অন্নপূর্ণা, মহামায়া এবং মহেশ্বরের হৃদয়েশ্বরী ; তুমি
জগদ্ধাত্রী, যোগমায়া এবং যোগনিদ্রা (১) ; তোমাকে নমস্কার । ৩১।

মাতঃ সাবিত্রি গায়ত্রি ব্রহ্মবিদ্যে পুরাতনি ।

পূর্ণবিদ্যে নমস্তুভ্যং শিবৈ সর্বার্থসাধিকৈ ॥ ৩২ ॥

(১) 'যোগনিদ্রা'—ব্রহ্মের পরমানন্দময়ী শক্তি । 'যোগমায়া'—জ্ঞানের
চিৎ-শক্তি, বাহ্য সর্ব সঙ্কল্পের অবিষ্টান ।

হে মাতঃ ! তুমি সাবিত্রী ও গায়ত্রী ; তুমি পুরাতনী ও ব্রহ্মবিদ্যা,
তুমিই পূর্ণবিদ্যা ; হে শিব ! হে সর্ববাস্থ্যসাধিকে ! তোমাকে
নমস্কার । ৩২ ।

ত্বং মাতরধলাঃ সনন্তাঃ জরা বিশ্বম্ভরাঃ স্ফরা ।

ত্বং স্তুমেঽপি জাগাৰ্ঘি মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ৩৩ ॥

জননি ! তুমি অচলা, অনন্তা ও জরাবিরহিতা ; তুমি অক্ষরা
ও নির্বিকারা ; তুমি বিশ্বের পালনকর্ত্রী ; হে ঈশ্বরী ! অব্যক্ত-
মহাদি সমস্ত ভূতগ্রাম বিনীন হইলেও তুমি মূলপ্রকৃতিরূপে
জাগরিত থাক । ৩৩ ।

পঞ্চপ্রাণাঙ্কিকাং বন্দে প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবতাম্ ।

অব্যক্তাং মহতীং চৈব ভাবাভাবস্বরূপিণীম্ ॥ ৩৪ ॥

তুমি সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে পঞ্চপ্রাণরূপে অধিষ্ঠান কর, তুমি
প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ; তুমি সূক্ষ্মরূপে (কারণরূপে) এবং
তুমিই স্থূলরূপে (কার্যরূপে) বিद्यমান আছ ; তুমি ভাবস্বরূপা
এবং তুমিই অভাবস্বরূপা ; তোমাকে নমস্কার করি । ৩৪ ।

ত্বাং বন্দে রাজসীং রক্তাং শ্বেতবর্ণাং চ সাস্ত্বিকীম্ ।

তামসীং কৃষ্ণবর্ণাং চ ত্রিবর্ণাং ত্রিগুণান্বিতাম্ ॥ ৩৫ ॥

তুমি রক্তবর্ণা রাজসী শক্তি, শ্বেতবর্ণা সাস্ত্বিকী শক্তি, এবং
কৃষ্ণবর্ণা তামসী শক্তি ; তুমি ত্রিবর্ণা ও ত্রিগুণান্বিতা ; তোমাকে
নমস্কার । ৩৫ ।

সুখমাস্তরসেনৈবাত্মানং পুষ্যাসি মাতৃকৈ ।

আত্মযন্ত্রৈব চাত্মানং প্রবর্তয়সি নিত্যম্ ॥ ২৬ ॥

হে মাতৃকে । তুমি অলক্ষ্যভাবে আত্মরসেই আত্মাকে পোষণ করিতেছ, আত্মশক্তি দ্বারাই আত্মাকে নিত্য পরিচালিত করিতেছ (১) । ৩৬ ।

কাম্ভি কীৰ্ত্তি ধৃতি মেধা তুষ্টি পুষ্টি দয়া রতিম্ ।

শান্তি আন্তি শুদ্ধিমুখি সত্যং ত্বাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ২৭ ॥

তুমিই বিশ্বের কাম্ভি, কীর্ত্তি, ধৃতি, মেধা, তুষ্টি, পুষ্টি, দয়া ও রতি ; তুমিই শান্তি, ক্ষান্তি, শুদ্ধি, মুখি, ও সত্যস্বরূপা ; তোমাকে নমস্কার করি । ৩৭ ।

ভক্তি ভুক্তি চ মুক্তি চ শ্রদ্ধা প্রীতি ক্রিয় ভিয়ম্ ।

প্রকাশ্য চাপ্রকাশ্যং ত্বাং বিশ্বাধারা নমাম্যহম্ ॥ ২৮ ॥

(১) বৃক্ষশক্তি ভগবতী প্রকৃতিদেবী আপনার রসেই আপনাকে পোষণ করেন। তত্ত্বশাস্ত্রোক্ত ছিন্নমস্তার মূর্ত্তি ইহারই রূপকমাত্র। ছিন্নমস্তা-নিজদেহনিঃসৃত তিনটি শোণিতধারা নিজ মুণ্ডকেই পান করাইতেছেন। ঐ তিন শোণিতধারা-দেহের প্রধান তিনটি নাড়ী হইতে প্রবাহিত হইতেছে ; ঐ তিন নাড়ীর নাম ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুমা। সুষুমা সর্বপ্রধান, ইহা চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপা। ইড়া নাড়ীর মধ্যে চন্দ্রের সঞ্চারণ, পিঙ্গলার মধ্যে সূর্য্যের সঞ্চারণ, এবং সুষুমার চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়ের সঞ্চারণ। অর্থাৎ এই তিন নাড়ী চন্দ্রসূর্য্যাদি হইতে রস আকর্ষণ করিয়া অসংখ্য নাড়ীচক্রকে পোষণ পূর্ব্বক জীবদেহ রক্ষা করিতেছে। এই রূপক দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, ত্রিগুণা প্রকৃতিদেবী চন্দ্রসূর্য্যাদিরূপ নিজ নাড়ী হইতে নিঃসৃত শোণিতাদিরূপ রসদাতৃ দ্বারা স্রষ্টাপ্রবাহ পোষণ করিতেছেন।

তুমিই ভক্তি, ভুক্তি ও মুক্তি ; তুমি শ্রদ্ধা ও প্রীতি ; তুমি লজ্জা ও ভয় ; তুমি প্রকটরূপে এবং তুমিই অপ্রকটরূপে বিশ্বের আধার-স্বরূপা ; তোমাকে নমস্কার । ৩৮ ।

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপাং ত্বামবাস্ত্বনসগোচরাম্ ।

ভূতসংযোগবিস্তেষভবলীলাপ্রকাশিকাম্ ॥ ৩৯ ॥

তোমার স্বরূপ অচিন্ত্য ও অব্যক্ত ; তোমার মহিমা বাক্য ও মনের অগোচর ; তুমি নিরন্তর পঞ্চভূতের সংযোগ শু বিশ্লেষ দ্বারা এই অপূর্ব ভবলীলা প্রকাশ করিতেছ । ৩৯ ।

অর্দ্ধনারীশ্বরাক্ষরাং শিবশক্তিস্বরূপিণীম্ ।

পিতরং মাতরং চ ত্বাং জগতাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৪০ ॥

তুমি অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্তি (১) ; তুমি শিবশক্তিস্বরূপা ; তুমিই একাধারে জগতের পিতা-মাতা ; তোমাকে নমস্কার করি । ৪০ ।

ন হৈতং নাসি চাহৈতং হৈতাহৈতং ত্বমীশ্বরি ।

ন শিবো নাপি শক্তিস্ত্বং শিবশক্তিস্বরূপিণী ॥ ৪১ ॥

(১) এই অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্তির চিত্রখানি স্থূলভাবে দেখিলে জ্ঞান হয়,— আধখানা প্রকৃতি ও আধখানা পুরুষ । কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে সে ভেদ ঘুচিয়া যায় । স্থূলদর্শীরা যে আধখানায় শুধু শক্তিমূর্তি দেখেন, সূক্ষ্মদর্শীরা তাহার প্রত্যেক পরমাণুতেই দেখিতে পান,—শিবমূর্তি জলিতেছে । অর্থাৎ, স্থূলদর্শীরা যে আধখানায় শুধু শিবমূর্তি দেখেন, সূক্ষ্মদর্শীরা তাহার প্রতি পরমাণুতেই দেখিতে পান,—শক্তিমূর্তি জলিতেছে । এইরূপে, শিব শক্তি ও শক্তিতে শিব, দুয়ে এক, ইহাই অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্তি ।

হে ঐশ্বরী ! তুমি দুইও নও, তুমি একও নও ; তুমি একে দুই, দুয়ে এক । তুমি শিবও নও, তুমি শক্তিও নও, অথচ তুমিই শিব, তুমিই শক্তি,—তুমি একাধারেই শিবশক্তি । ৪১ ।

‘ হিরণ্যগর্ভে ত্বদ্বর্গে সত্যং জ্যোতিঃ প্রদীপ্যতে ।

নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং ব্রহ্মমূর্ত্তিপ্রকাশিকে ॥ ৪২ ॥

হিরণ্যগর্ভে ! তোমার গর্ভে সত্যস্বরূপ জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত হইতেছে ; মাতঃ ! ব্রহ্মমূর্ত্তিপ্রকাশিকে ! তোমাকে বারবার নমস্কার । ৪২ ।

নীমি ভক্ত্যঃ মহাশক্তিমোঙ্কারব্রহ্মমাতৃকাম্ ।

ব্রহ্মদেবী দেবি স্তোত্রং স্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥ ৪৩ ॥

হে দেবি ! তুমি মহাশক্তি, তুমি ওঙ্কাররূপিণী ব্রহ্মমাতৃকা ; আমি ভক্তিভাবে তোমার স্তব করিতেছি ; ব্রহ্মদেবী ! তুমি প্রসন্ন হইয়া এই স্তোত্রে অধিষ্ঠান কর । ৪৩ ।

ওম্ প্রীতং ব্রহ্মময়ী স্তোত্রেনানিন সা ময়ি ।

শিবশক্তিময়ং স্তোত্রং ব্রহ্মার্পণমিদং কৃতম্ ॥ ৪৪ ॥

ওঁ তারা ব্রহ্মময়ী মা আমার এই স্তোত্রে প্রীত হউন ; আমি এই শিবশক্তিময় ব্রহ্মময়ী-স্তোত্র ব্রহ্মে অর্পণ করিলাম (১) । ৪৪ ।

(১) ‘ব্রহ্মে অর্পণ’ বা ‘ব্রহ্মার্পণ’ ;—

“ব্রহ্মা দীযতৈ দেয়ং ব্রহ্মণে সমদীয়তে ।

ব্রহ্মৈব দীযতে চেতি ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্ ॥ ১ ॥

নাহং কান্তা সর্বমেতদ ব্রহ্মৈব কুরুতে তথা ।

এতদ ব্রহ্মার্পণং প্রোক্তম্‌ষিষিস্বত্বদর্শিণিঃ ॥ ২ ॥

স্তোত্রে মমাশ্মিন্ যদমেধবত্ স্যাৎ

অসত্যরূপং হ্যথবাঃপ্রকামম্ ।

অজ্ঞানতো মে তদশক্তিতো বা

মুক্তুন্দ মন্দস্বলিতং ক্ষমস্ব ॥ ৪৫ ॥

হে নারায়ণ ! আমার এই স্তোত্রে যদি কোনও অপবিত্র ভাব প্রবেশ করিয়া থাকে, যদি অসত্যের ছায়া পুতিত হইয়া থাকে, যদি বক্তব্য বিষয় অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তাহা আমার অজ্ঞান বা অশক্তি বশতঃ বলিয়া ক্ষমা কর । ৪৫ ।

গ্ৰীণাতু মগজ্জানীশঃ কৰ্ম্মণ্যানীনু শাস্বতঃ

করীতি সততং বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্ ॥ ১ ॥

যদ্বা ফলানাং সন্ত্যাসং প্রকৃত্যাত্ পরমেশ্বরে ।

কৰ্ম্মণ্যানীতদপ্যাহুর্ব্রহ্মার্পণমনুত্তমম্” ॥ ২ ॥ (কূৰ্ম্মপুরাণে)

অর্থাৎ যাহা কিছু দিবার আমাকে ব্রহ্মই দিতেছেন, আমিও ব্রহ্মকেই সম্প্রদান করিতেছি, আমি যাহা কিছু সম্প্রদান করিতেছি, সে সকলি ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞানকে ‘ব্রহ্মার্পণ’ বলে । ১ । আমি কিছুই করি না, সকলি ব্রহ্ম করিতেছেন, এইরূপ জ্ঞানকে তত্ত্বদর্শী ঋষিরা ‘ব্রহ্মার্পণ’ বলিয়া থাকেন । ২ । এই কৰ্ম্মে সেই শাস্বত ভগবান্ জৈম্বর প্রীত হউন,—সদাই এইরূপ বুদ্ধিতে কৰ্ম্ম করাকে ‘ব্রহ্মার্পণ’ বলে । ৩ । সমস্ত কৰ্ম্মফল ব্রহ্মেই সমর্পণ করিলাম,—ইহাকেই সর্বোত্তম ‘ব্রহ্মার্পণ’ বলে । ৪ । (ইতি কূৰ্ম্মপুরাণে ৪র্থ অধ্যায়) ।

আত্মনিবেদনম্ ।

অনুতাপাগ্নিদগ্ধানাং পাপিনাং তাপশান্তয়ে ।

একমেবাস্তি শরণং হরাবাত্মনিবেদনম্ ॥ ১ ॥

অনুতাপী পাতকীর শাস্তির কারণ,

একমাত্র গতি কৃষ্ণে আত্মনিবেদন । ১ ।

অন্তর্গম্যসি গোবিন্দ কিং বা সুখং নিবেদয়ে ।

দহ্যমানি কুরু কৃপামনুতাপতুষ্ণাগ্নিনা ॥ ২ ॥

সকলের অন্তর্যামী তুমি নারায়ণ !

কি আর তোমার কাছে করি নিবেদন ;

অনুতাপ-তুষ্ণানলে দহিছে হৃদয়,

এ ঘোর পাপীরে দয়া কর দয়াময় ! ২ ।

স্বানন্দয়েঽপি তনয়ে মাতা চেন্নির্দয়া ভবেৎ ।

ন ত্বেবাৎকরুণোঽসি ত্বমনুতাপিনি পাপিনি ॥ ৩ ॥

সুস্থপায়ী অকুবাবণ শিশু আপনার,

তাহাকেও মাতা যদি করে পরিহার ;

তথাপি তুমি হে হরি ! কৃপা-পারাবার !

অনুতাপী পাপীরে না কর পরিহার । ৩ ।

মলমূত্রপরীতাক্তং মাতা নিজমিবার্হকম্ ।

পাপিনং মুঞ্চ মাং নাথ ক্রৌড়ে ধারয় ধারয় ॥ ৪ ॥

মলমূত্রে মাখামাখি যদি শিশু হয়,

তথাপি জননী তারে নিজ কোলে লয় ;

তেমতি তুমিও হরি ! আমি পাণী বোলে,
ফেলো না ফেলো না নাথ ! কর নিজ কোলে । ৪ ।

কিং বাঃস্পৃশ্যং জগন্মাতস্তব বিশ্বৈকপাবনং
স্বর্গং নিরযোঃপ্যেতি স্পর্শান্তে স্বর্ণতাময়ঃ ॥ ৫ ॥

জগতজননী তুমি জগত-পাবন,
কি আছে অস্পৃশ্য তব ওহে নারায়ণ !
দৌহও স্তবর্ণ হয় তোমার পরশে,
নরক বৈকুণ্ঠ হয় তব কৃপারসে । ৫ ।

হাহাকারপরং পাপজ্বালয়ঃস্ফারতাং গতম্ ।
সর্ব্বত্যাগং ত্যজসি চৈত্ কা গতিমে ভবেচ্চদা ॥ ৬ ॥

পাপে তাপে পুড়ে আমি হইনু অঙ্গার,
হরি হে ! হয়েছে মোর হাহাকার সার ;
পাণী বোলে সকলেই করে পরিহার,
তুমিও ভাজিলে গতি কি হবে আমার ? । ৬ ।

কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কং বা শরণমাশ্রয়ে ।
বিস্মৃতে ত্বয়ি গোবিন্দ হাহা পাণী হতৌ হতঃ ॥ ৭ ॥

কি করিব কোথা যাব কে আছে আমার ?
হায় রে ! শরণ আর লইব কাহার ?
হে গোবিন্দ ! তুমি যদি না দাও আশ্রয়,
মরিল এ পাণী হায় ! মরিল নিশ্চয় । ৭ ।

ত্বং পাপিতারকঃ ক্ৰুণু ভবসাগরনাবিকঃ ।
নাহি মাং ভবভৌমাভ্যেদ্যৈব শরণাগতম্ ॥ ৮ ॥

ভবের কাণ্ডারি তুমি পাতকি-তারণ,
তাই হরি ! তব পদে লয়েছি শরণ ;
এ পাপী শরণাগত নিতাস্ত তোমার,
এ ঘোর ভব-সাগরে কর মোরে পার । ৮ ।

হরে কপালো কুব্ধ দৃষ্টিপাতং,
পুন্নো মৃমূর্ষুঃ শরণং গতস্তে ।
যদ্যস্মি পাপো নিতরাং তথাপি
মাতা কুপুন্নে বিমুখী ভবেত্ কিম্ ॥ ৫ ॥

• দয়া করি ওহে হরি !• দাও দরশন,
• ‘মুমূর্ষু’ সন্তান তব মর্গিছে শরণ ; •
মহাপাপী যদি হই, তোমারি সন্তান,
মাতা কি কুপুন্নে কোলে নাহি দেয় স্থান ? । ৯ ।

করালবদনোন্তকঃ পুরতএব মে জৃম্বতে •
নিরীক্য হৃদয়ং মহাভয়বিবিগ্নমুত্কম্পতে ।
কুতোঽসি করুণানিধিঃ সকলভীতিহারিন্ হরে
প্রযচ্ছ চরণাশ্রয়ং শরণহীনদীনায মে ॥ ১০ ॥

শিয়রে শয়ন ওই বদন মেলিয়া !
হেরিয়া আতঙ্কে হিয়া উঠে শীহরিয়া ;
সর্বভয়হারী হরি ! কোথা দয়াময় !
• দীনহীন অশয়ণে দাও পদাশ্রয় । ১০ ।

হা কাসি নাথ করুণাময় রক্ত রক্ত
জীবো মমাত্তিবিধুরঃ করুণং বিরীতি ।

মাং পাপিনং যদি ন রক্ষসি কৌস্ত্র ভূয়ঃ
সংকীৰ্ত্তয়িষ্যতি নু পাতকিতারণং ত্বাম্ ॥ ১১ ॥

রক্ষ রক্ষ দয়াময় ! আছ হে কোথায় ?
আকুল পুরাণি মোর করে হায় হায় ;
তুমি যদি এ পাপীয়ে না কর উদ্ধার,
পাতকিতারণ তোমা কে বলিবে আর ? । ১১ ।

হা কৃষ্ণ কেশব ক্রপাময় দীনবন্দ্যো
হাহা জ্বলাম্যবিরতং নিজপাপতাপৈঃ ।
দাবাগ্নিকঙ্কিততরাবিষ মেঘধারাঃ ।
দীনে পতন্তু ময়ি তে কৰুণামৃতানি ॥ ১২ ॥

দীননাথ ! হা কেশব ! কৃষ্ণ ! ক্রপাময় !
পাপতাপে অবিরত জ্বলিছে হৃদয় ;
দাবানলে দহমান পাদপে যেমন—
মেঘের খারায় দেয় নূতন জীবন,
তেমতি করুণামৃত করি বরষণ,
দগ্ধ প্রাণে দাও পুন নূতন জীবন । ১২ ।

জীবো মে রোগশোকান্ধশ্চিক্ককণ্ঠঃপ্ৰাণভজঃ ।
কণ্ঠং বিচ্ছতে শীঘ্রং ত্বাহি মাং জীবজীবন ॥ ১৩ ॥

প্রাণ মোর ছিন্নকণ্ঠ বিহঙ্গের প্রায়
ছটফট করে রোগ-শোকের জ্বালায় ;
তুমি হরি ! একমাত্র জীবের জীবন,
ত্বর করি এ খাতনা কর নিবারণ । ১৩ ।

ଗର୍ଜନ୍ତି କାଳଫଣିନୋ ବିଷଦନ୍ତୈର୍ଦଶନ୍ତି ମାମ୍ ।
ହରି ହର ବିଷଜ୍ଵାଳାଂ ଶାନ୍ତିପୀୟୂଷବର୍ଷଣୈଃ ॥ ୧୫ ॥

ଶତ ଶତ କାଳସର୍ପ ଗର୍ଜିୟା ଭୀଷଣ
ତୀବ୍ରତର ବିଷଦନ୍ତେ କରିଛେ ଦଂଶନ ;
ତାହି ଡାକି କୋଥା ହରି ! ବାରେକ ଆସିয়া
ଜୁଡ଼ାଓ ବିଷର ଜ୍ଵାଳା ଶାନ୍ତି-ସୁଧା ଦିଆ । ୧୫ ।

ଆହତଂ ଶୋକଶଲ୍ୟେନ ବାଣବିହ୍ନିମିବାଞ୍ଛଜମ୍ ।
ସ୍ପୃହା ତେ ପାଦପଦ୍ମେନ ବିଶଲ୍ୟଂ କ୍ରୁର ମାଂ ହରି ॥ ୧୬ ॥

ନିଦାରୁଣ ଶୋକ-ଶଲ୍ୟେ ଆହତ ହିୟା
ବାଣବିହ୍ନି ପଞ୍ଚୁୀ ସମ କୌପେ ମୋର ହିୟା ;
ତବ ପାଦପଦ୍ମ ହୃଦେ କର ପରଶନ,
ମରମ-ବାତନା ହରି ! କର ନିବାରଣ । ୧୬ ।

ଅସମ୍ଭାବତ୍ ଅସମ୍ଭାବଦର୍ଶନଂ
ହରି ପ୍ରଦାୟୈବ କଥଂ ନିଲୀୟସେ ।
ପାଥ୍ୟଃ କ୍ୟୌ ନୈବ ଶ୍ରୀପାର୍ତ୍ତତ୍ବମୟେ
ଭୂୟଃ ପିପାସୈବ ତତୋଽଭିବର୍ଜିତେ ॥ ୧୭ ॥

ହାୟ ହାୟ ! ଅସମ୍ଭାବ ବିଚ୍ଛାତେର ପ୍ରାୟ
ଦେଖା ଦିଆ ଓହେ ହରି ! ଲୁକାଓ କୋଥାୟ ?
ସୋର ତୃଷ୍ଣା ବିନ୍ଦୁମାତ୍ରଂ ସବିଳେ କି ଯାୟ ?
ବରଂ ପିପାସା ତାୟ ଆରୋ ବୁଦ୍ଧି ପାୟ । ୧୭ ।

ହୃତ୍ପିଞ୍ଜରୀକାନଦମେବ ନିଜ୍ଜାତ୍ୟ ସଦ୍ଧ-
ନ୍ତେନୈବ ତେ ପଦମହଂ ପରିପୂଜୟାମି ।

যদ্বৈদেব কৰুণাময় ধত্বস্ব পূজাং
ত্বং মে চিরাভিলষিতং সফলীকুরুষ্ব ॥ ১৩ ॥

এখনি হৃদয়-পিণ্ড করিয়া ছেদন,
সেই রক্তপক্ষে তব পূজিব চরণ ;
এস হে করুণাময় ! দাও দরশন,
লহ পূজা চির-আশা করহ পূরণ । ১৩ ।

মাতৃয়াঃ শরণাপন্নাঃ কতি নাম ন সন্তি তৈ ।
ত্বদন্যস্তু শরণ্যো মে নাস্তি হৈ কমলাপতে ॥ ১৮ ॥

আমা হেন কত শত আঁছে এ ভুবনে;
যাহারা শরণাপন্ন তোমার চরণে ;
তোমা বিনা কিন্তু ওহে কমলার পতি !
এ মহাপাপীর আর নাহি অন্য গতি । ১৮ ।

অন্যথাঃ যং মহাপাপী হৃদ্বা নাথ হতী হতঃ ॥ ১৯ ॥

ইচ্ছাময় ! ইচ্ছা যদি কর ভগবান্ !
এখনো এ মহাপাপী পায় পরিত্রাণ ;
যদি নাথ ! স্থান নাহি দাও পদতলে,
গেল রে এ মহাপাপী গেল রসাতলে । ১৯ ।

ভবমৌহবরহৈন পিষ্টী গোধূমবত্ সদা ।
ক্লিষ্যে ন সৌতুং যক্লোমি ত্বাহি মাং মধুসূদন ॥ ২০ ॥

পাষণ-যজ্ঞের মাঝে গোধূম যেমন,
এ ভব-মায়ায় যজ্ঞ হতেছি পেষণ ;

ମହେ ନା ମହେ ନା ଆର ଗେଲ ରେ ଜୀବନ,
ହରାୟ ତରାଓ ମୋରେ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ! । ୨୦ ।

मुहुः क्रोमत्ययं पापी कासि हे करुणामय ।

अनुतापिमनःपीडामन्तर्यामिन् न वेत्सि किम् ॥ २१ ॥

ଆପନି ଆପନ ପାପେ ହ'য়ে ଅନୁତାପୀ
ପରିତ୍ରାହି ଦୟାମୟ—ଡାକେ ମହାପାପୀ ;
ଅନୁତପ୍ତ ପାତକୌର କି ତୀବ୍ର ବେଦନା !
ଅନ୍ତର୍ଧାମୀ ହରି ! କି ତା ଜେନେଓ ଜାନ ନା ? । ୨୧ ।

चर्वयत्यनिशं मर्म मम मायानिशाचरो ।

कासि हे पूतनाघातिन् मायाकुहकनाशक ॥ २२ ॥

ଏ ଗୋର ସଂସାର-ମାୟା ରାକ୍ଷସୀର ପ୍ରାୟ
ହୃଦୟ-ମରମ ମୋର ଚିବାଇଁଥା ଥାୟ ;
ପୂତନାଘାତିନ୍ ହରି ! ଏସ ଏକବାର,
କୁହକିନୀ ଏ ମାୟାରେ କରହ ସଂହାର । ୨୨ ।

पद्मभ्रान्त्या विषमविषयव्यालभोगं श्रितोऽहं (१)

माध्वीकं वा प्रबलगरलज्वालयान्तर्ज्वलामि ।

सन्तमानां त्वमसि शरणं सर्वसन्तापहारिन्

स्वान्तं शान्तं कुरु मम हरे शान्तिसिन्धो मुकुन्द ॥ २३ ॥

(୧) ବିଷମ: ପରିଣାମଦାରୁଣ:; ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯି ବିଷୟ: ରୂପରସାଦି: ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥ:; ସ ଏବ
'ବ୍ୟାଳ: କ୍ରୂରସର୍ପ:,' "ବ୍ୟାଳୀ ଯୁଦ୍ଧଜ୍ଞେ କ୍ରୂରୋ ଶ୍ବାପଦୋ ଦୁଃପଦନ୍ତିନି" ଇତି ବିଶ୍ବ: । ତସ୍ୟେ ଭୀଗ:
ଉପଭୀଗ:, ପଚ୍ଚେ ଭୀଗ: ଫଳ:, ତମ୍, "ଭୀଗ: ସୁଖେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଦିଭିତ୍ତାବହୈଶ୍ଵ ଫଳକାଞ୍ଚୟୀ:" ଇତ୍ୟମର: ।
ସର୍ପବିଶେଷସ୍ୟ ଫଳମଂଶୁଳେ ପଶ୍ୟାକାରଂ ଚିହ୍ନମ୍ ଅସ୍ତି, ଇତି 'ପଦ୍ମଭ୍ରାନ୍ତ୍ୟା' ଇତ୍ୟୁକ୍ତମ୍ ।

বিষয়-ফণীর চক্রে পঙ্কজ ভাবিয়া
মধু-আশে তাহা আমি সেবিলাম গিয়া ;
মধু কোথা । জ্বলে প্রাণ বিসের জ্বালায়,
সর্বতাপহারী হরি ! জুড়াও আমায় । ২৩ ।

সৌদু 'ন ভূয়ঃ প্রভবন্তি দুৰ্ব্বলাঃ
প্রাণা ভবচ্চৌভমহৌবতেদৃশম্ ।
হরে মুরারিঃস্থিলাশক্তিধারক
প্রযচ্ছ শক্তিং সকলং যথা সহি ॥ ২৪ ॥

এ ভব-যন্ত্রণা ঘোর এ ভব-যন্ত্রণা !
দুর্বল পরাণে আর সহে না সহে না ;
কোথা আছ ভগবান সর্বশক্তিমান !
এ দুঃখ সহিতে শক্তি কর হে প্রদান । ২৪ ।

ঘোরেতিঘোরি বিষয়ান্বকারি
নিম্নীলিতঃ সীদতি মেঃস্তরাত্মা ।
কৌঃন্যস্বদন্যৌঃস্টি হরে শরণ্যঃ
পদাশ্রয়ং দেহি নিরাশ্রয়ায় ॥ ২৫ ॥

বিষয়-আঁধার এ যে অতি ঘোরতর,
ডুবিতেছি অন্ধ হ'য়ে তাহে নিরন্তর ;
তোমা বিনা জগদীশ ! কে আছে শরণ ?
নিরাশ্রয়ে পদাশ্রয় দাও নারায়ণ ! । ২৫ ।

মদান্বঃকু কুঞ্জরো ভবগভীরগত্বে পতন্
ক্ষিপামি মুহুরাকুলাং চরমদৃষ্টিমথ ত্বয়ি ।

বিমো পতিতপাবন ত্বমসি মৃত্যুহারী হরিঃ
সমুদ্বর লাপানিধে নিজলপাবলম্বেন মাম্ ॥ ২৫ ॥

মত্ত মাতঙ্গের প্রায় জ্ঞান হারাইয়া
এ ঘোর সংসার-গর্তে পতিত হইয়া,
অস্তিম-সময়ে আজি আকুল পরাণে
বার বার দয়াময় ! চাহি তব পানে ;
মৃত্যুহারী কোথা হরি ! এস নারায়ণ !
পাতে উদ্ধার কর পতিতপাবন ! । ২৬ ।

মামুদ্বর জগন্নাথ ঘোরসংসাররীৰবান্ ।
দেহি নাথ পদে স্থানং নিত্যানন্দময়ৈ-তব ॥ ২৭ ॥

এ নহে সংসার, এ যে ভীষণ রোরব, (১)
পড়িয়া তাহাতে সদা করি আর্তরব ;
জগবন্ধু জগন্নাথ ! কর পরিত্রাণ,
নিত্যানন্দ পদে তব দাও মোরে স্থান । ২৭ ।

भवोऽयमुन्मत्तनिबन्धकारा
हसाम्यहो रोदिमि चारु बद्धः ।
पदे तवेयं मम देव भिक्षा
विमोक्षयाम्नाद्भवबन्धनान्माम् ॥ २८ ॥

কভু হাসি কভু কঁদি একি চমৎকার !
পাগলের কারাগার এ বিশ্বসংসার ;

(১) 'রোরব'—ঘোর নরকবিশেষের নাম ।

তব পদে এই ভিক্ষা ওহে নারায়ণ !
এ কারা-বন্ধন মোর করহ মোচন । ২৮ ।

भवे ममत्वं वत कुर्वता मया
कालः फणी क्षीररसेन पोषितः
ज्वलामि पृश्नाद्गरलाग्निना विषं
कालाहिजं मे हर कालियान्तक ॥ २९ ॥

এ ভবে মমতা হায় ! করিয়া স্থাপন,
দুগ্ধ দিয়া কালসর্প করিনু পৌষণ ;
বিষানলে জ্বলে প্রাণ, কালিয়দমন !
এ কালসর্পের বিষ কর হে হরণ । ২৯ ।

पदेऽपराधोऽस्मि सहस्रशस्त्रे
दह्ये ततस्तীব्रतरानुतापैः ।
लालाप्यमानस्य सुतस्य दीनं
क्षमरनिधे मर्षय मेऽपराधान् ॥ ३० ॥

কত শত অপরাধ করেছি ও পায়,
তাই ঘোর অনুতাপে জ্বলিতেছি শায় !
তব পদে এবে পুত্র কঁাদে শাশকাত্রে,
ক্ষমার আধার হরি ! ক্ষমহ আগারে । ৩০ ।

न ध्यातं विमलीकृतेन मनसा त्वत्पादपङ्केरुहं
त्वन्नामाखिलकल्मषापहरणं भक्त्या न चोक्तं सज्जत् ।
सम्प्रोद्वासवधूर्णितेन च मया नो त्वत्कथालापिता
का हि कथा ! कृपामयाखिलपते ! स्यादन्तिमे मे गतिः ॥ ३१ ॥

নির্মূল করিয়া নিজ দেহ মন প্রাণ
তোমার চরণপদ্ম করি নাই ধ্যান ;
তব নাম অশেষ-কলুষ-বিনাশন
ভক্তিভাবে কভু নাহি করিষু গ্রহণ ;
সম্মোহ-মদিরা-পানে ঘূর্ণিত হইয়া
চিরদিন তব কথা রয়েছে ভুলিয়া ;
হে কৃষ্ণ ! করুণাময় । অখিলের পতি !
অন্তুকালে হায় ! মোর কি হইবে গতি ? । ৩১ ।

धन्यास्ते जगतीतली सुकृतिनः पश्यन्ति ये त्वां सदा
ये ध्यायन्ति तवैव नाम सनतं शृण्वन्ति गायन्ति च ।
सर्वन्ते तव ये च पादकमलं ते ते जगत्पावना-
दत्त्वा पादरजः पुनन्तु कृपया दासाधमं मामपि ॥ ३२

ধন্য ধন্য এ জগতে সেই সাধুগণ,
কৃষ্ণ হে ! তোমারে যারা করে দরশন,
তোমারি ধ্যানে যারা থাকে নিমগন,
করে সদা তব নাম শ্রবণ কীর্তন,
সেবা করে যারা তব শ্রীপদকমল,
ভুবনপবিত্রকারী সাধু সে সকল—
এ দীন অধম দাসে করুণা করিয়া
পবিত্র করুন মোরে পদধূলি দিয়া । ৩২ ।

मातेव पुनश्च सुमन्दबुद्धेः

क्षन्तुं शतान्यर्हसि मेऽपराधान् ।

साध्वीं च बुद्धिं ननु बुद्धिदातः

प्रयच्छ मया भगवन् सदैव ॥ ३३ ॥

মাতা যথা কুপুত্রের শত শত দোষ
ক্ষমা করে নিজ গুণে নাহি করে রোষ ;
ক্ষম মম অপরাধ তুমিও তেমতি,
বুদ্ধিদাতা হরি ! মদা দাও হে স্তমতি । ৩৩ ।

আস্থাং রতিস্বত্পদেব গাঢ়া
মা দুষ্কৃতে মে মতিরস্তু ভূয়ঃ ।
ত্বাং পশ্যতো মেঘুণকোটীভাসং
মৌহান্যকারো বিলয়ং প্রয়াতু ॥ ৩৪ ॥

তোমারি চরণে যেন থাকে গাঢ় রতি,
আর যেন পাপে হরি ! নাহি যায় মতি ;
কোটি অরুণের ভাতি হেরিয়া তোমার,
মোহ-অন্ধকার যেন নাহি থাকে আর । ৩৪ ।

অজ্ঞাননিদ্রাপ্রতিবোধিতং মাং
জ্ঞানং ভবস্বপ্নবিমুক্তচিত্তম্ ।
হরে বিশ্বোকং ছ্যভয়ং পদং তে
জ্যোতির্ময়ং দর্শয় দর্শয় ত্বম্ ॥ ৩৫ ॥

মোহ-নিদ্রা হ'তে মোরে কর জাগরিত,
এ ঘোর সংসার-স্বপ্ন কর নিবারিত ;
শোকহারী জ্যোতির্ময়ে অভয় চরণ
দেখাও দেখাও মোরে ওহে নারায়ণ ! । ৩৫ ।

চৌরাষ্টকম্ ।

ব্রজে প্রসিদ্ধং নবনীতচীরং

গোপাক্ষনানাশ্চ দুকূলচীরম্ ।

অনেকজন্মার্জিতপাপচীরং

চৌরাশ্রয়গণ্যং পুরুষং নমামি ॥ ১ ॥

যে, ব্রজপুরে প্রসিদ্ধ ননি-চোর, গোপনারীগণের বস্ত্র-চোর ; যে, গোপীগণের বহুজন্মসঞ্চিত পাপ চুরি করে ; সেই চোরের অগ্রগণ্য পুরুষকে নমস্কার করি । ১ ।

শ্রীরাধিকায়া হৃদয়স্য চীরং

নবাম্বুদগ্ধ্যামলকান্ধিচীরম্ ।

পদাশ্রিতানাং চ সমস্তচীরং

চৌরাশ্রয়গণ্যং পুরুষং নমামি ॥ ২ ॥

যে, শ্রীরাধার হৃদয় চুরি করিয়াছে, নব জলধরের শ্যাম-সুন্দর কান্ধি চুরি করিয়াছে এবং যে, পদাশ্রিত ব্যক্তিগণের সমস্তই চুরি করে ; সেই চোরের অগ্রগণ্য পুরুষকে নমস্কার করি । ২ ।

অকিঞ্চনীকৃত্য পদাশ্রিতং যঃ

করোতি মিত্তং পথি গেহহীনম্ ।

কিনাপ্যহো ভীষণচীর ইদৃগ্-

দৃষ্টঃ শ্রুতো বা ন জগন্ময়েऽপি ॥ ৩ ॥

যে, তাহার পদাশ্রিত জনের সর্বস্ব চুরি করিয়া, তাহাকে অকিঞ্চন, গৃহশূন্য ও পথের ভিখারী করিয়া ছাড়ে, এমন ভয়ানক চোর কেহ কখনও ত্রিভুবনে দেখেও নাই, শুনেও নাই । ৩ ।

যদীয়নামাপি হরত্বশেষং
গিরিপ্রমাণানপি পাপরাশীন্ ।
আশ্চর্য্যরূপো ননু চীর ইদৃগ্-
'দৃষ্টঃ শ্রুতো বা ন'ময়া কদাপি ॥ ৪ ॥

যে চোরের নামটীও পৈর্ব্বতাকার রাশি রাশি পাপ চুরি করে,
এমন আশ্চর্য্য চোর কখনও দেখি নাই, শুনি নাই । ৪ ।

ধনঞ্চ মানঞ্চ তথৈন্দ্রিয়াণি
প্রাণাংশ্চ হৃত্বা মম সর্ব্বমেব ।
পলায়সে কুত্র ? 'দ্রুতো'হ্যে চীর !
ত্বং ভক্তিদান্নাসি ময়া নিবদ্ধঃ ॥ ৫ ॥

হে চোর ! তুমি আমার ধন, মান, সমস্ত ইন্দ্রিয়'ও প্রাণ চুরি
করিয়া কোথা প্রাণাবে ? আজি তোমাকে ধরিয়াছি, তোমাকে
ভক্তি-রজ্জুতে বাঁধিয়াছি । ৫ ।

ছিনত্সি ঘোরং যমপাশবন্ধং
ছিনত্সি भीमं भवपाशबन्धम् ।
ছিনত্সি সর্ব্বস্য সমস্তবন্ধং
নৈবাত্মনো ভক্তজাতং তু বন্ধম্ ॥ ৬ ॥

তুমি লোকের ঘোর যমপাশবন্ধন ছেদন করিতে পার, ভীষণ
ভরপাশবন্ধন ছেদন করিতে পার, সকলের সকল বন্ধনই ছেদন
করিতে পার, কিন্তু ভক্ত তোমাকে বাঁধিলে, সে বন্ধন কিছুতেই
ছেদন করিতে পারনা । ৬ ।

মন্মানসে তামসকৃষ্ণাশিঘোরে
 কারাগৃহে দুঃখময়ে নিবদ্ধঃ ।
 'জমস্ব হে চৌর হরে চিরায়ে
 স্বচৌর্যদোষোচিতমেব দণ্ডম্ ॥ ৩ ॥

হে চোর হরি ! আমার হৃদয় ঘোরতর অজ্ঞান-তিমিরে সমাচ্ছন্ন ;
 তুমি এই যাতনাময় হৃদয়-কারাগারে চির-রুদ্ধ থাকিয়া, নিজ চৌর্য-
 দোষের উপযুক্ত দণ্ড চিরকাল ভোগ কর । ৭ ।

কারাগৃহে বস সদা হৃদয়ে মদীয়ে
 মল্লক্তিপাশদৃঢ়বন্ধননিব্বলঃ সন্ ।
 ত্বাং কৃষ্ণ হে প্রলয়কোটিশতান্তরেऽপি
 সর্বস্বচৌর হৃদয়ান্নহি মোচয়ামি ॥ ৮ ॥

হে কৃষ্ণ ! তুমি আমার হৃদয়-কারাগারে অনন্তকাল বাস কর ;
 আমার ভক্তি-পাশের দৃঢ়বন্ধনে তোমার আর নড়িবার-চড়িবার শক্তি
 নাই । হে সর্বস্বচোর ! শত শত কোটি মহাপ্রলয় হইয়া গেলেও
 আমি তোমাকে হৃদয় হইতে মোচন করিব না । ৮ ।

শ্রীমূর্তির্দর্শনম্ ।

বাসন্তচুতমুকুলেশ্বলিভঙ্কতেষু
 কুঞ্জেষু মল্লুকলকোকিলকুজিতেষু ।
 সম্মূর্ণশারদসুধাকরমণ্ডলেষু
 সৌন্দর্যসাগর হরে তব মূর্তিসমীক্ষে ॥ ১ ॥

মধুমাংসের চূতমুকুলে, অলিকুলের ঝঞ্ঝারে, নিকুঞ্জবনে কলকণ্ঠ
কোকিলের মধুর কুহুরবে এবং শারদীয় স্বধাকরের পরিপূর্ণ মণ্ডলে,
হে সৌন্দর্য্যসাগর হরি ! আমি তোমারি মূর্তি দর্শন করি । ১ ।

প্রফুল্লপদ্মেষু সরাবরেণু
তারাবিচित्रেষু নমস্তলিষু ।
মাতুঃ স্থানে কারুণিকস্য চিত্তে
‘গোবিন্দ পশ্যামি তবৈব মূর্তির্ম্ ॥ ২ ॥

যখন কমলকুল বিকসিত হইয়া সরোবরসকলকে স্পর্শোভিত
করে, যখন স্নানীল নভোমণ্ডলে বিচিত্র তারকাপুঞ্জ প্রস্ফুটিত হয়,
যখন স্নেহময়ী জননীর’ স্তন হইতে অমৃতধারা নিঃসৃত হয়, যখন
দয়ালুর হৃদয় দয়ারসে দ্রবীভূত হয়, তখন সেই সকল মধুময়
দৃশ্যমধ্যে, হে গোবিন্দ ! আমি তোমারি মূর্তি দর্শন করি । ২ ।

বিধিতপুष्पासु वनस्थलीषु
सुगन्धिमन्दानिलवीर्जितासु ।
विहङ्गसङ्गीतनिनादितासु
गोविन्द पश्यामि तवैव मूर्तिर्म् ॥ ३ ॥

যখন বনভূমিসকল বিচিত্র কুসুমমালায় সুসজ্জিত, সুগন্ধ
গন্ধবহের মন্দ মন্দ হিল্লোলে আন্দোলিত এবং মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গ-
কুলের সঙ্গীতরবে নিনাদিত হয়, তখন সেই শাস্তিময় দৃশ্যমধ্যে,
হে গোবিন্দ ! আমি তোমারি মূর্তি দর্শন করি । ৩ ।

शिवशुण्डिकेका नवमीघमब्दे
भैरवलीकण्ठासु नवाम्बुपाते ।

মিল্লীরবাঃ স্তমজনে নিম্নীথে
ভদ্রাধয়ন্ত্য তবৈব মূর্তিন্ ॥ ৪ ॥

নব-মেঘ-গর্জনে শিখিগণের কেকারব, নববর্ষাগমে ভেককুলের কোলাহল, নিস্তরু গভীর নিম্নীথে মিল্লীরব, হৃদয়মধ্যে তোমারি মূর্তিকে উদ্বোধিত করে। ৪।

প্রত্যগ্রসিন্দূরসৈরিবার্হে
'জ্বালাতপৈর্বিচ্ছুরিত্যন্তরীণে ।
পশ্যামি সন্ধ্যাম্ভুদবিভ্রমেযু
প্রেমামিরামাং তব জ্ঞায়া মূর্তিন্ ॥ ৫ ॥

যখন উষাদেবী অভিনব সিন্দূরসের শ্রায় অপূর্ব অরুণালোকে গগনতলকে সুরঞ্জিত করেন, যখন অন্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের আভাস, কিরণমালা সাক্ষ্য মেঘস্তবকে প্রতিকলিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে নব নব বিলাসলহরী প্রকাশ করে, তখন আমি সেই ভুবনমোহন দৃশ্যপটে, হে কৃষ্ণ ! তোমারি প্রেমময়ী মনোমোহিনী মূর্তি দর্শন করি। ৫।

ভল্লিঙ্গগাহতমুপ্রকার্যৈঃ
দ্বৈতৈশ্চ কীর্ত্তৈশ্চ নবীনময়ীঃ ।
দ্বিগ্ধৈশ্চ পশ্যামি চ পল্লবৈশ্চ
বিজ্ঞামিরামাং তব জ্ঞায়া রূপম্ ॥ ৬ ॥

যখন মরকতমণির শ্রায় শ্যামল নবীন শস্ত্রসকল সমুদগত হইয়া ক্লেত্রমণ্ডলকে অপূর্ব বেশে বিভূষিত করে, যখন তরুলতাসিকুল স্নিগ্ধ নবপল্লবে স্তম্ভোভিত হয়, তখন সেই কমলীয় দৃশ্যমধ্যে হে কৃষ্ণ ! আমি তোমারি বিশ্ববিমোহন রূপ দর্শন করি। ৬।

কঙ্কালমাল্যবহুশ্চৈতরীদ্রে
 স্নানদেয়ং যবধূমধূম্নে ।
 অচক্ষ্বাতস্তুমিতৈর্নৈব চ
 প্রেষে মহাবদ্র তবৈব মূর্ত্তিম্ ॥ ৩ ॥

চিতা-ধূমে ধূমবর্ণ, শব্দ-কঙ্কালে সমাকীর্ণ, বিভীষিকাময় শ্মশান-
 মধ্যে এবং প্রচণ্ড ঝটিকায় বিক্ষোভিত সমুদ্রমধ্যে, হে মহাবদ্র !
 আমি তোমারি মূর্ত্তি দর্শন করি । ৭ ।

গাঢ়ান্বকারাসু কুহ্মদ্রাসু
 দিম্ব্যাপিঘোরাভ্রঘটাসু চৈব ।
 দম্বোলিভীমধ্বনিতেষু বীচী
 মহাবিরাজস্ব তবৈব মূর্ত্তিম্ ॥ ৮ ॥

যখন অমানিশার নিবিড় অন্ধকারে দশদিক্ সমাচ্ছন্ন হয়, যখন
 ঘোরতর ঘনঘটায় গগনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হয়, যখন ভীষণ কড় কড়
 শব্দে বজ্রাগ্নি স্ফুটিত হয়, তখন হে মহাবিরটি ! আমি সেই লোম-
 হর্ষণ দৃশ্যমধ্যে তোমারি মূর্ত্তি দর্শন করি । ৮ ।

শয়াঙ্কতারাপ্রতিবিম্বগর্ভান্
 তোয়াশয়ান্ স্রচ্ছজলান্ সমীক্ষ্যং ।
 উদেতি ত্বিত্তে তব কাপি মূর্ত্তিঃ
 অনন্তবৈচিত্র্যময়ী মুকুন্দ ॥ ৯ ॥

যখন চন্দ্রমক্ষত্ৰমণ্ডিত অসীম আকাশপট স্বচ্ছ সরোবরগর্ভে
 প্রতিবিম্বিত হয়, তখন সেই অপরূপ দৃশ্য দর্শনে, হে মুকুন্দ ! আমার
 হৃদয়মধ্যে তোমার অনন্ত-বৈচিত্র্যময়ী এক অনির্বচনীয় মূর্ত্তি
 আবির্ভূত হয় । ৯ ।

ପ୍ରସ୍ଥାନୀ ତୀର୍ଥାନି ନଦୀବନାନି
 ଦୃଢ଼ାଂ ସରୀତ୍ସାଗରସମ୍ପ୍ରମାଣାଂ ।
 ନାମାବଶିଷ୍ଟାଂ ପୁରାଣଦେଶାନ୍
 ପୁରାତନଂ ତ୍ବାଂ ପୁରୁଷଂ ଶ୍ରୀରାମି ॥ ୧୦ ॥

ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ସକଳ, ତପୋବନ ସକଳ, ନଦୀ ସମୁଦ୍ରେର ସମ୍ପ୍ରମାଣ ସକଳ
 ଏବଂ ନାମାବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ଥାନ ସକଳ ଦର୍ଶନ କରିয়া, ହେ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ !
 ଆମି ତୋମାରି ମୂର୍ତ୍ତି ଧ୍ୟାନ କରି । ୧୦ ।

ଲୀଳାଃ ଶିଶୁନାଂ ଗୃହଚତ୍ବରେଷୁ
 ଗବାଂ ପ୍ରଚାରେଷୁ ଚ ବତ୍ସଲୀଳାଃ ।
 ଜଳେଷୁ ପଞ୍ଚମେ ଜଳପଞ୍ଚଲୀଳାଃ
 ଶ୍ରୀରାମି ଲୀଳାମୟବିଷୟଂ ତ୍ବାମ୍ ॥ ୧୧ ॥

ଗୃହପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ମଧୁରମୂର୍ତ୍ତି ଶିଶୁଗଣେର ଲୀଳା ଦର୍ଶନେ, ଗୋଷ୍ଠେ ଗୋବତ୍ସ-
 ଗଣେର ଲୀଳା ଦର୍ଶନେ, ଜଳାଞ୍ଚୟେ ଜଳପଞ୍ଚଲୀଳା ଦର୍ଶନେ, ହେ
 ଭଗବନ୍ ! ତୋମାର ଅନନ୍ତଲୀଳାମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମାର ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ନୂତନ
 କରିତେ ଥାକେ । ୧୧ ।

ସ୍ଥାନନ୍ଧ୍ୟାନାଂ ସ୍ଥାନଦୁଗ୍ଧପାନେ
 ମଧୁବ୍ରତାନାଂ ମକରନ୍ଦପାନେ ।
 ଦାନେ ଦୟାଲୋରଥ୍ୟ ଭକ୍ତଗାନେ
 ପଞ୍ଚାମି ମୂର୍ତ୍ତିଂ କରୁଣାମୟୀଂ ତେ ॥ ୧୨ ॥

ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନାପାୟୀ ଶିଶୁସନ୍ତାନକେ ସ୍ଥାନଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିତେ ଦେଖି,
 ସ୍ଥାନ ମଧୁବ୍ରତକେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରିତେ ଦେଖି, ସ୍ଥାନ ଦୟାଲୁ ବ୍ୟକ୍ତିକେ

দান করিতে দেখি, যখন ভক্তের মুখে ভগবৎসঙ্গীত শ্রবণ করি,
তখন, হে ভগবন্ ! আমি তোমারি করুণাময়ী মূর্তি দর্শন
করি । ১২ ।

সন্তীষু নারীষু চ সৰ্ব্বভূত-
প্রকামসন্তর্পণদীক্ষিতাসু ।
পূর্ণান্নপূর্ণাশ্চিব লক্ষ্যেহং
'মূর্তিঁ হরে সত্त्वমयीं तवैव ॥ ১৩ ॥

যাঁহারা পতিব্রতা, সর্ববজীবের পরিপূর্ণ তৃপ্তিসাধনব্রতে দীক্ষিতা,
গৃহস্থাশ্রমে পূর্ণ অন্নপূর্ণারূপে বিরাজমানা, সেই সকল ভগবতীমূর্তি
দর্শন করিলে জ্ঞান হয়, হরি হে ! , যেন তোমারি সত্ত্বময়ী মাতৃমূর্তি
প্রত্যক্ষ করিতেছি । ১৩ ।

মাণিক্যखण्डैरिव दीप्यमानैः
खद्योतपुञ्जैर्निचितानगण्यैः ।
वनद्रुमान् वीक्ष्य घनान्धकारे
स्मरामि ते मूर्तिमपूर्वरूपाम् ॥ ১৪ ॥

গাঢ় অন্ধকারে অগণ্য মাণিক্যখণ্ডের আয় পুঞ্জ পুঞ্জ খদ্যোতমালায়
যখন বনরক্ষসকল আপাদমস্তক প্রদীপ্ত হইতে থাকে, তখন আমি
হৃদয়মধ্যে তোমারি অপরূপ মূর্তি দর্শন করি । ১৪ ।

वनस्पती भूयति निर्भरे वा
कूले समुद्रस्य सरित्तटे वा ।
यच्चैव चित्ते समुदेति भक्तिः
तर्थां पश्यामि तवैव मूर्तिम् ॥ ১৫ ॥

କି ବସନ୍ତପତି, କି ଭୂଧର, କି ନିର୍ଗୁର, କି ମୟୁଜକୂଳ, କି ନଦୀତଟ,
ସଦନ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନେ ମମେ ଭକ୍ତିର ଉଦ୍ରେକ ହସ୍ତ, ତଦନ ମେହି ଦୃଶ୍ୟମଧୋହି
ତୋମାରି ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରି । ୧୫ ।

କୌଟେ ପତଙ୍ଗେ ଚ ମରୌଷ୍ଠପେ ଚ
ମୀନେ ପଶୌ ପଦ୍ମିଣି ମାନବେ ଚ ।
ସ୍ଥୂଳେ ଚ ସୂକ୍ଷ୍ମେ ଚ ଜଳେ ସ୍ଥୂଳେ ଶ୍ରେ
ପଶ୍ୟାମି ତେ ରୂପମନନ୍ତରୂପ ॥ ୧୬ ॥

କୌଟେ, ପତଙ୍ଗ, ମରୌଷ୍ଠପ, ମଂସା, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ମନୁଷ୍ୟ, ସ୍ଥୂଳ, ସୂକ୍ଷ୍ମ,
ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଅସ୍ତ୍ରରୂପ, ଯାହାତେହି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି, ହେ ଅନନ୍ତରୂପ !
ତୋମାରି ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି । ୧୬ ।

ଭୂତେଷୁ ସର୍ବେଷୁ ଚରାଚରେଷୁ
ଦୂରେ ସମୀପେ ଚ ପୁରସ୍ତ ପଞ୍ଚାତ୍ ।
ବିଲୋକ୍ୟାମ୍ଭୂର୍ଜମଧସ୍ତ ତିର୍ଥ୍ୟକ୍
ହେ କାଣ୍ଡ ତେ ରୂପମନନ୍ତରୂପ ॥ ୧୭ ॥

ଚରାଚର ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥେ, ଦୂରେ, ସମୀପେ, ଅଗ୍ରେ, ପଶ୍ଚାତେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବେ,
ନିର୍ଦ୍ଧେ, ତିର୍ଥ୍ୟକ୍ ଭାଗେ, ହେ ଅନନ୍ତରୂପ କୃଷ୍ଣ ! ଆମି ତୋମାରି ରୂପ
ଦର୍ଶନ କରି । ୧୭ ।

ଅହଂ ନିମଗ୍ନସ୍ଥାବ ରୂପସିନ୍ଧୂ
ପଶ୍ୟାମି ନାନ୍ତଂ ନ ଚ ମଧ୍ୟମାଦିମ୍ ।
ଅବାକ୍ ଚ ନିଷ୍ପନ୍ଦତରୋ ବିମୁଦ୍ଃ
କୁଚାସ୍ମି କୌଞ୍ଚିତୀତି ନ ବେଦି ଦେବ ॥ ୧୮ ॥

অহো ! আমি তোমার রূপাঙ্গরে নিমগ্ন হইয়া, আদি, অন্ত, মধ্য, কিছুই দেখিতে পাইতেছি না ; আমি অবাৎ, স্পন্দহীন ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছি ; হে দেব ! কে আমি ? কোথা আছি ? কিছুই জানিতে পারিতেছি না । ১৮ ।

নমস্তে নমস্তে বিম্বো বিশ্বমূর্ত্তে

নমস্তে নমস্তে হরেঃচিন্ত্যশক্তে ।

নমস্তে নমস্তেঃখিলাস্বর্থ্যসিন্দ্বো

মহাদেব শশ্বো নমস্তে নমস্তে ॥ ১৯ ॥

হে বিম্বো ! বিশ্বমূর্ত্তে ! তোমাকে নমস্কার নমস্কার ; হে অচিন্ত্য-শক্তিধারিন্ হরি ! তোমাকে নমস্কার নমস্কার ; হে নিখিল অশর্চ্যের আধার ! তোমাকে নমস্কার নমস্কার ; হে মহাদেব শস্ত্রো ! তোমাকে নমস্কার নমস্কার । ১৯ ।

“কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং ।”

परिशिष्टम् ।

अन्यक्तो वंशाख्यानम् ।

गोत्रे पवित्रेऽजनि कौशिकानाम्

आचार्यचूडामणिनामरुढः ।

विप्रः पवित्रीकृतजीवलोको

दिवसुप्रतो गाङ्गद्वय प्रवाहः ॥ १ ॥

पवित्र कौशिक गोत्रे आचार्यचूडामणि नामे विख्यात एक
ब्राह्मण जन्मग्रहण করেন । তিনি যেন গঙ্গাপ্রবাহের স্রায় দিব্যালোক
ইহতে অবতীর্ণ হইয়া জীবলোককে পবিত্র করিয়াছিলেন । ১ ।

শ্রীরামনারায়ণতর্কপঞ্চা-

ননোঃভবত্ সিদ্ধকুলে তদীয়ে ।

যদীয়পুণ্যার্জিতকীর্ত্তিরাশিঃ

প্রোজ্জাস্যামাস দিশঃ শশীব ॥ ২ ॥

সেই আচার্যচূড়ামণির সিদ্ধবংশে শ্রীরামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন
নামে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার পুণ্যকর্মজনিত যশোরাশি
চন্দ্রমার স্রায় দিগ্ভঞ্জন আলোকিত করিয়াছিল । ২ ।

যস্মিন্ দিব্যমহোরাশৌ দীপ্যমানে রবাবিব ।

নান্যে সদঃস্তু বিদ্বাंसৌ দীপাংদ্বয় দিদীপিরে ॥ ৩ ॥

अलौकिक तेजोराशि সেই তর্কপঞ্চানন যখন যে সভা আলো-
কিত করিতেন, তথায় আর সকল পণ্ডিত, সূর্য্যের নিকট দীপুমালার
স্থায় নিঃপ্রভ হইয়া যাইতেন । ৩ ।

नवद्वीपाधिपत्या यं गुणानां ख्यातकीर्त्तयः ।

विद्वद्वरमसामान्यैर्द्धानমানैरপूजयन् ॥ ४ ॥

নবদ্বীপাধিপতি প্রভৃতি প্রখ্যাতকীর্ত্তি গুণজ্ঞ মহোদয়গণ সেই
পণ্ডিতবরকে, সর্ব্বোচ্চ দান ও সর্ব্বোচ্চ সম্মান দ্বারা পূজা
করিতেন (১) । ৪ ।

व्यासनान्ना जगुः केचित् केचिदुग्रैश्चराख्यया ।

यं दान्निष्ठाया मनुजा यत्प्रभावेण विस्मिताः ॥ ५ ॥

দাক্ষিণাত্য সমাজের লোকেরা তাঁহার প্রভাবদর্শনে বিস্মিত হইয়া,

(১) তদানীন্তন নবদ্বীপাধিপতির সভায় বঙ্গের ৫ জন পণ্ডিত সর্ব্বোচ্চ
বিদায় পাইতেন । তাঁহাদের একজন পরলোক গমন করায়, সেই পদ
কাহাকে দেওয়া যায় এই বিষয় লইয়া আন্দোলন হইতে লাগিল । অনেক
অনেক পণ্ডিতের নাম করিলেন । কিন্তু কলিকাতার রাজা রাধাকান্তদেব
বাহাদুর প্রভৃতি তর্কপঞ্চাননকেই যোগ্যপাত্র বলিয়া নির্দেশ করিলেন ।
নবদ্বীপাধিপতি স্বয়ং গুণের বিচার করিবার জন্ত সমস্ত পণ্ডিতগণকে
আহ্বান করিয়া সভা করিলেন । সভায় তর্কপঞ্চানন উপস্থিত হইবামাত্র
তাঁহার মহাপুরুষোচিত অসামান্য মূর্ত্তি দেখিয়াই রাজা সমস্তম্বে উঠিয়া
তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন । অনন্তর, দর্শনশাস্ত্রাতি অতি ছরুই বিষয়ের
মীমাংসার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইল । তিন দিন সকলে স্তম্ভিত
হইয়া তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছিলেন । তদবধি সর্ব্বোচ্চ বিদায় তাঁহাকেই
প্রদত্ত হইত ।

কেহ তাঁহাকে ‘ব্যাসদেব’ নামে, কেহ বা তাঁহাকে ‘যজ্ঞেশ্বর’ নামে
কীৰ্ত্তন করিতেন (১) । ৫ ।

यं यान्तमनुयान्ति स्म परिवार्य स्थिताः स्थितम् ।

शतशो ब्राह्मणश्चेष्टाः साक्षादिव युधिष्ठिरम् ॥ ६ ॥

সমাজের মাঝ গণ্য শত শত ব্রাহ্মণ, তিনি গমন করিলে, সাক্ষাৎ
যুধিষ্ঠিরের আয় তাঁহার অনুগমন করিতেন, এবং তিনি বসিলে
তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া বসিতেন । ৬ ।

यस्यान्ना वेदवाणीव न व्याहृत्यत कुतश्चित् ।

भालिव सादरं सर्वैर्हृद्यतेऽस्म स्वमीलिभिः ॥ ७ ॥

তাঁহার আদেশ বেদবাক্যের আয় সর্বত্রই অপ্রতিহত ছিল ;
সকলে তাহা মালার আয় সাদরে শিরোধার্য্য করিতেন । ৭ ।

(১) কলিকাতার ছয় কোশ দক্ষিণে রাজপুর ও তৎসন্নিহিত অগ্রাঙ্ক
গ্রামে বহুসংখ্যক বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস । তর্কপঞ্চানন ঐ অঞ্চলের বৈদিক-
সমাজের দলপতি ছিলেন । রাজপুরের অনতিদূরে কোদালিয়া গ্রামে তিনি
বাস করায়, এবং গ্রামের প্রান্তবর্তী ‘গোঘাটা’ নামক ভূতপূর্ব-গঙ্গার ঘাটে
তিনি স্নান করায় সকলে বলিত,—

“কোদালিয়া পুরী কাশী গোঘাটা মণিকর্ণিকা ।

তর্কপঞ্চাননো ব্যাসো রামনারায়ণঃ স্বয়ম্ ॥”

অর্থাৎ—যথায় সাক্ষাৎ ব্যাসদেব রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননের অধিষ্ঠান,
সেই কোদালিয়া গ্রাম কাশীক্ষেত্র, এবং তত্রত্য গঙ্গার ঘাট মণিকর্ণিকা তীর্থ ।
এ প্রবাদ অতাপি বৃদ্ধলোকের মুখে শুনা যায় । কোনও ক্রিয়া-বাটীতে
তর্কপঞ্চাননের আগমনমাত্রই সকলে পরমানন্দে বলিয়া উঠিতেন,—যজ্ঞেশ্বরের
অধিষ্ঠান হইয়াছে, এক্ষণে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইবে । তাঁহার নিজ বাটীতে মহা-
সমারোহে অবিশ্রান্ত ক্রিয়াকলাপ চলিত ।^৯

श्रीकृष्णमोहनशिरोमणिरित्यनर्घी
 व्यासस्य तस्य शुकदेवइवात्मजोऽभूत् ।
 नारायणः सुविमले सरसीव चन्द्रे
 यस्यान्तरात्मनि सदां प्रतिविम्बितोऽभूत् ॥ ८ ॥

ব্যাসদেবের পুত্র যেমন শুকদেব, তেমনি সেই রামনারায়ণের
 অমূল্য পুত্ররত্ন শ্রীকৃষ্ণমোহনশিরোমণি । যেমন স্বচ্ছ সরোবরগর্ভে
 পূর্ণচন্দ্র প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি তদীয় হৃদয়মধ্যে পূর্ণব্রহ্ম সदा
 প্রতিবিম্বিত ছিলেন । ৮ ।

यो लोकोत्तरया भक्त्या श्रीकृष्णमपि मोहयन् ।
 श्रीकृष्णमोहनाख्यां स्वामन्वर्थी कृतवान् भुवि ॥ ९ ॥

তিনি অলৌকিক ভক্তিগুণে শ্রীকৃষ্ণকেও মোহিত করিয়া
 'শ্রীকৃষ্ণমোহন' এই নিজ নাম সার্থক করিয়াছিলেন । ৯ ।

सर्वेषु भूतेषु दयार्द्रचित्तः
 मूर्तिः क्षमाया वशिनां वरिष्ठः ।
 यो योगदृष्टाखिलमेव विश्वं
 चराचरं विष्णुमयं ददर्श ॥ १० ॥

তাঁহার হৃদয় সর্বভূতে স্নানসে সদাই আর্দ্র ছিল ; তিনি
 ক্ষমাগুণের মূর্তি এবং জিতেন্দ্রিয়গণের অগ্রগণ্য ছিলেন ; তিনি
 যোগ-নেত্রে চরাচর নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে বিষ্ণুময় দর্শন করিতেন । ১০ ।

निपीय यस्याननचन्द्रनिःसृताम्
 अपूर्वगोविन्दकथामुधां जनः ।

নিরস্তসংসারসমস্তযাতনো

ন্যমজ্ঞদানন্দমহোদধৌ মুহুঃ ॥ ১১ ॥

লোক সকল তাঁহার মুখচন্দ্র-বিনিঃসৃত অপূৰ্ণ শ্রীকৃষ্ণকথারূপ
স্থখ পান করিয়া, সংসারের সমস্ত যাতনা বিন্যত হইয়া, বারংবার
আনন্দমাগরে নিমগ্ন হইত । ১১ ।

সচ্চিদানন্দযোগিন নিলীনঃ সচ্চিদাত্মনি ।

নিত্যানন্দময়ং ধাম বৈকুণ্ঠং যোঽধিতিষ্ঠতি ॥ ১২ ॥

তিনি সচ্চিদানন্দ-যোগে নিমগ্ন হইয়া, সেই সচ্চিদানন্দময়
নারায়ণে বিলীন হইয়া, এক্ষণে নিত্যানন্দময় বৈকুণ্ঠধামে বিরাজ
করিতেছেন । ১২ ।

তারাকুমারেণ তদাত্মজেন

তত্পাদপদ্মার্চিতমানসেন ।

দ্রীত্বৈ মুকুন্দস্য মুকুন্দভক্তি-

রসাত্মকং কাব্যমিদং নিবহম্ ॥ ১৩ ॥

তাঁহার পুত্র শ্রীতারাকুমার, সেই পিতৃদেবের পাদপদ্মে চিহ্ন
সমাহিত করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীতিকামনায়, এই কৃষ্ণভক্তিরসাস্বাদন
গ্রন্থ প্রণয়ন করিল । ১৩ ।

ওঁ

“জয় জগদীশ হরে”

